বাংলাদেশ ব্যাংক-এর শিল্পকলা সংগ্রহ

ART COLLECTION OF BANGLADESH BANK

চিত্রকলা ম্যুরাল ভাস্কর্য

Paintings Murals Sculpture

বাংলাদেশ ব্যাংকের চারু শিল্পকর্ম সংগ্রহ সম্ভারের সচিত্র বর্ণনাবহ এই অ্যালবামটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। ব্যাংকের ভবন, প্রাঙ্গণ ও স্থাপনাগুলোর ক্রম সম্প্রসারণের সাথে সাথে এগুলোর সুসজ্জায় প্রখ্যাত শিল্পী/শিল্পবোদ্ধাদের পরামর্শ সহায়তায় বিভিন্ন সময় কেনা/কমিশন করা শিল্পকর্মগুলোয় সমৃদ্ধ আমাদের সংগ্রহ সম্ভার। এতে রয়েছে বিভিন্ন সময় শিল্প মাধ্যমে সনাতনী লোকজফর্ম থেকে বিমূর্ত আধুনিক ও আধুনিকোত্তর বিবিধ বিবর্তমান শৈলীতে দেশের তিন প্রজন্ম বিস্তৃত শিল্পীদের সৃষ্টিকর্ম।

আতিউর রহমান

It is my pleasure to introduce this Album of Bangladesh Bank's (BB's) collection of art treasure. The collection has accrued over years of gradual purchase/commissioning of artworks, chosen with expert help of committees of leading artists/art connoisseurs, for adornment of the Bank's expanding premises, buildings and installations. The collection comprises artworks of three generations of the country's artist using diverse media and diverse evolving styles and approaches, from folk and traditional to abstract modern and post modern.

Atiur Rahman

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর শিল্পকলা সংগ্রহ
ART COLLECTION OF BANGLADESH BANK
চিত্রকলা ম্যুরাল ভাস্কর্য
Paintings Murals Sculpture

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর শিল্পকলা সংগ্রহ

ART COLLECTION OF BANGLADESH BANK

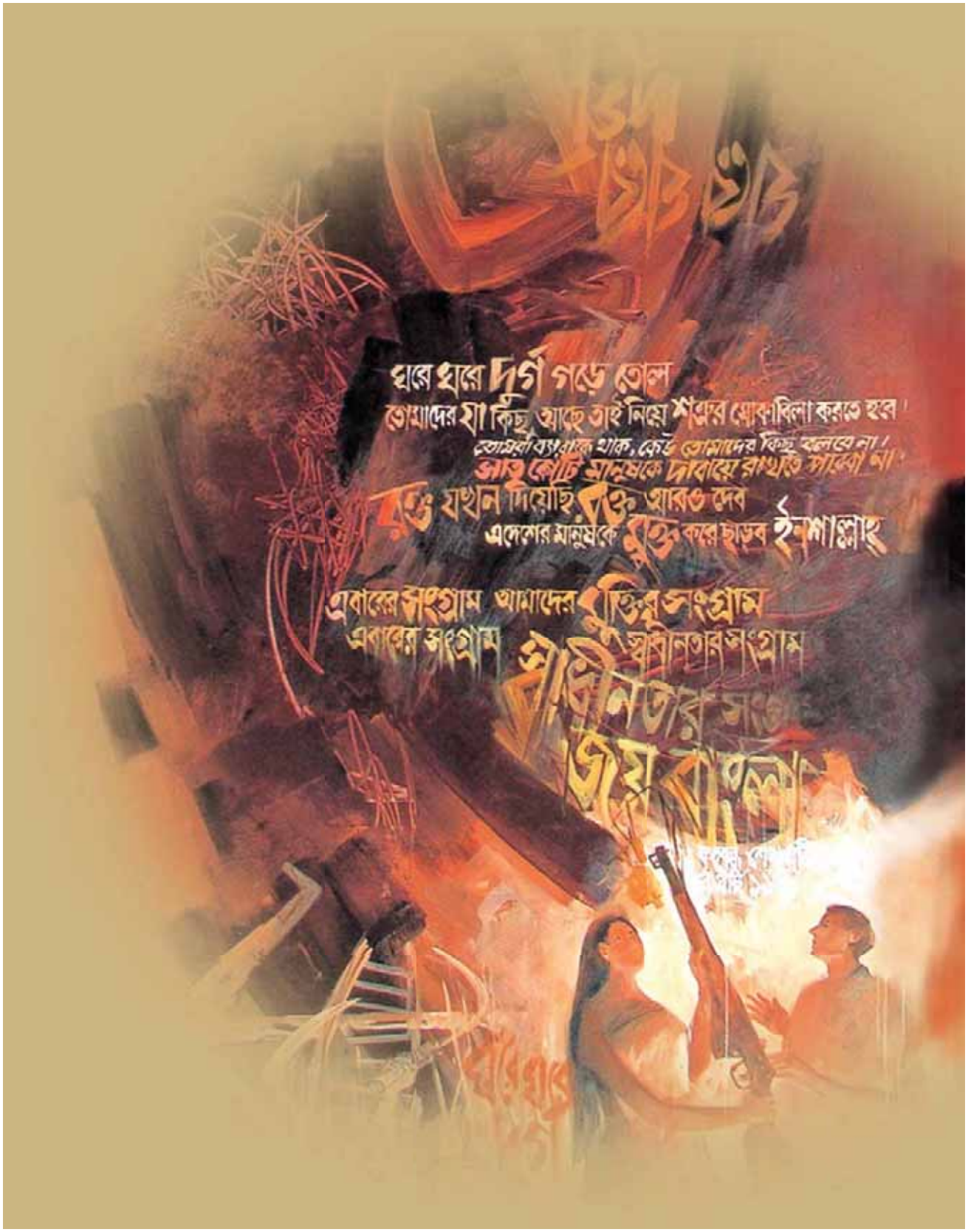

ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল
তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।
তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।
সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।
রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
জয় বাংলা

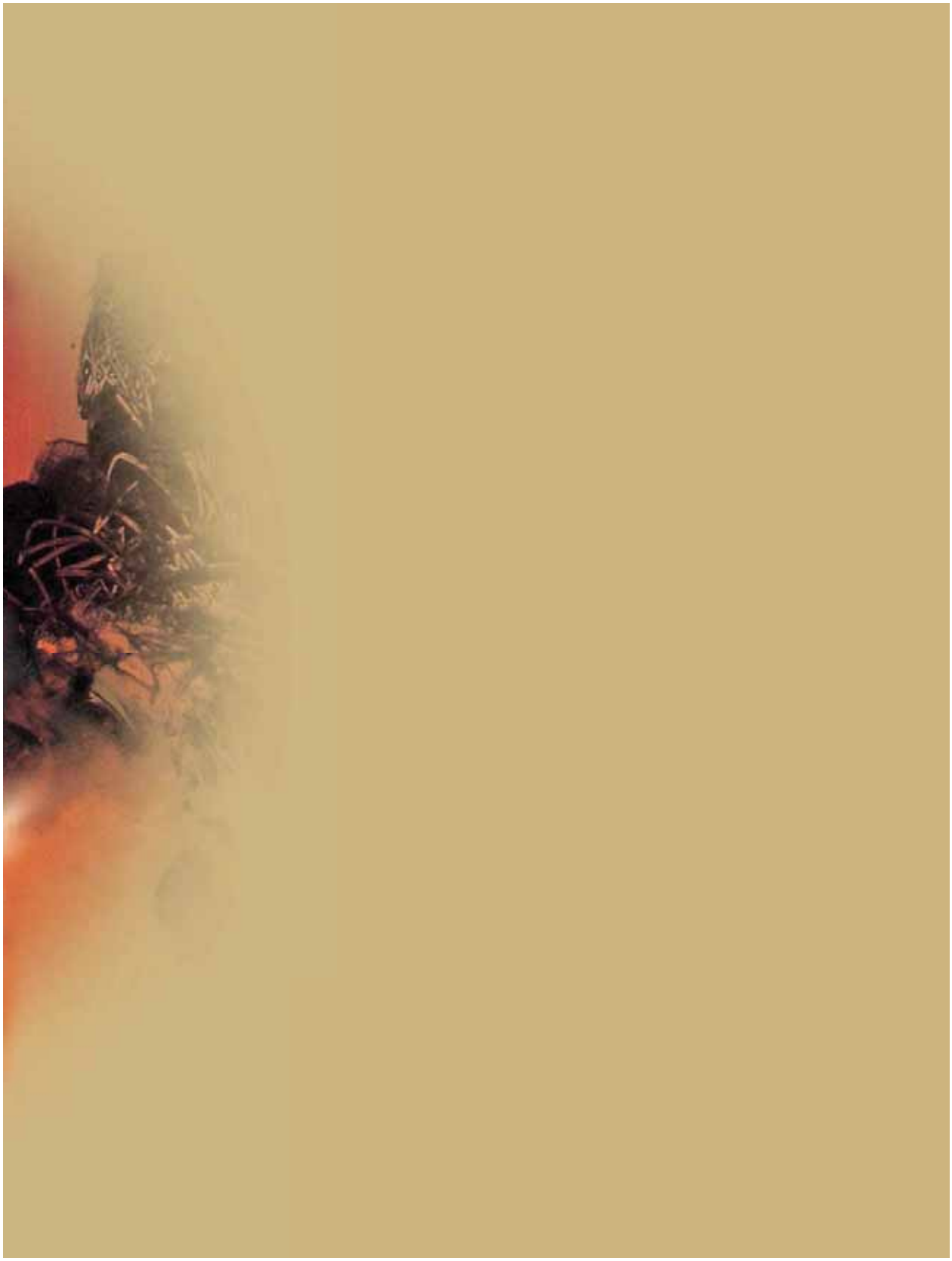

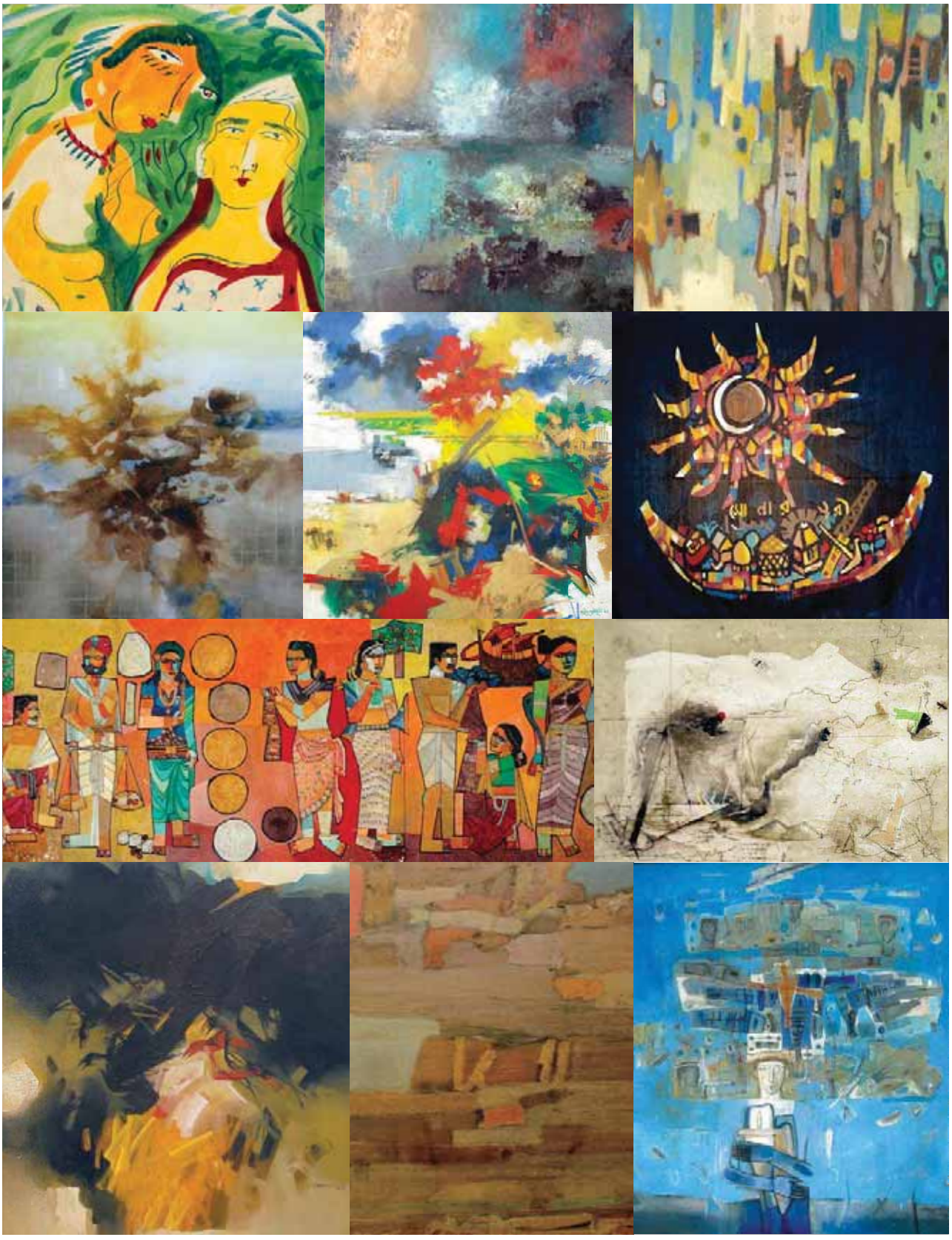

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর শিল্পকলা সংগ্রহ

ART COLLECTION OF BANGLADESH BANK

চিত্রকলা ম্যুরাল ভাস্কর্য

Paintings Murals Sculpture

সম্পাদনা ও প্রকাশনা সহযোগী	Editorial and Publication Associates
এফ.এম.মোকাম্মেল হক	F.M.Mokammel Huq
সাঈদা খানম	Saeda Khanam
তানভীর আহমেদ	Tanvir Ahmed
প্রকাশক	Published by
এফ.এম.মোকাম্মেল হক মহাব্যবস্থাপক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক	F.M.Mokammel Huq General Manager, Department of Communications and Publications, Bangladesh Bank
প্রকাশকাল	Date of Publication
এপ্রিল ২০১৩	April 2013
গ্রন্থস্বত্ব	© Copyright
বাংলাদেশ ব্যাংক	Bangladesh Bank
কৃতজ্ঞতা	Courtesy
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	Bangladesh National Museum
মুদ্রণে	Printed by
অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।	Olympic Products Printing & Packaging 123/1, Arambagh, Dhaka.
মূল্য : টাকা ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) মাত্র ১২০ ইউএস ডলার	Price : BDT 5000.00 (Five Thousand) only US$ 120

ISBN : 978-984-33-7479-0

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর শিল্পকলা সংগ্রহ

ART COLLECTION OF BANGLADESH BANK

চিত্রকলা ম্যুরাল ভাস্কর্য

Paintings Murals Sculpture

সম্পাদনা মুনতাসীর মামুন হাশেম খান	Editor Hashem Khan Muntassir Mamoon
লিখেছেন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর রবিউল হুসাইন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মুনতাসীর মামুন রিয়াজ আহমেদ	Contributor B. K. Jahangir Rabiul Husain Sayed Manzoorul Islam Muntassir Mamoon Reaz Ahmed
শিল্পকর্মের আলোকচিত্র এম এ তাহের	Photographs of Paintings, Murals and Sculpture M A Taher
বই নকশা হাশেম খান	Book Design Hashem Khan

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর চারুকলা সম্পদ

বাংলাদেশ ব্যাংকের চারু শিল্পকর্ম সংগ্রহ সম্ভারের সচিত্র বর্ণনাবহ এই অ্যালবামটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। ব্যাংকের ভবন, প্রাঙ্গণ ও স্থাপনাগুলোর ক্রম সম্প্রসারণের সাথে সাথে এগুলোর সুসজ্জায় প্রখ্যাত শিল্পী/শিল্পবোদ্ধাদের পরামর্শ সহায়তায় বিভিন্ন সময় কেনা/কমিশন করা শিল্পকর্মগুলোয় সমৃদ্ধ আমাদের সংগ্রহ সম্ভার। এতে রয়েছে বিভিন্ন সময় শিল্প মাধ্যমে সনাতনী লোকজফর্ম থেকে বিমূর্ত আধুনিক ও আধুনিকোত্তর বিবিধ বিবর্তমান শৈলীতে দেশের তিন প্রজন্ম বিস্তৃত শিল্পীদের সৃষ্টিকর্ম। অফিসে কর্মরতদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা উদ্দীপনে চারুশিল্প-অলংকৃত কর্মপরিবেশের নান্দনিক উৎকর্ষ মূল্যবান ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি বিনিয়োগসম্পদ হিসেবেও শিল্পকর্মগুলোর মূল্য ক্রমবর্ধনশীল।

ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য আকারে দাঁড়ানো বাংলাদেশ ব্যাংকের শিল্পকর্ম সংগ্রহ সম্ভারটি মানানসই আকর্ষণীয়তার একটি সচিত্র অ্যালবামে বর্ণনাবদ্ধ করা দরকার। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি দেশের প্রখ্যাত শিল্পী ও শিল্পবোদ্ধাদের একটি কমিটি দ্বারা সফলভাবে সম্পন্ন করানোর জন্য ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সকে আমার ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। অ্যালবামটির প্রণয়ন ও সম্পাদনায় সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও শিল্পবোদ্ধাদের প্রবন্ধগুলোর অন্তর্ভুক্তি এটিকে আরও মূল্যবান করেছে। অ্যালবামটি দেশ বিদেশের শিল্পবোদ্ধা ও শিল্পকর্মবিদদের ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করবে বলে আমার প্রত্যাশা।

সফিউদ্দিন আহমেদ

জয়নুল আবেদিন

আতিউর রহমান
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

Qayyum Chowdhury

Sheikh Afzal

It is my pleasure to introduce this Album of Bangladesh Bank's (BB's) collection of art treasure. The collection has accrued over years of gradual purchase/commissioning of artworks, chosen with expert help of committees of leading artists/art connoisseurs, for adornment of the Bank's expanding premises, buildings and installations. The collection comprises artworks of three generations of the country's artist using diverse media and diverse evolving styles and approaches, from folk and traditional to abstract modern and post modern. Artworks enhancing the aesthetic ambience of work environment bear value in stimulating imagination and creativity of people working therein. Besides, the artworks in BB's collection also represent ascending investment value.

By now attaining a substantial size, the artwork collection at BB needed comprehensive documentation in a befittingly elegant illustrated Album. I thank and congratulate BB's Department of Communications and Publications for getting this important task completed by a team of the country's eminent artists and art scholars; inclusion of their articles on the subject further heightens the value of this Album. I expect it to attract widespread interest and attention of art connoisseures and art scholars at home and abroad.

Atiur Rahman
Governor
Bangladesh Bank

সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশ ব্যাংকের শিল্পকলা সংগ্রহের অ্যালবামটি প্রকাশের ঘটনা আকস্মিক। বাংলাদেশ ব্যাংকের সদর দফতরে আমাদের যাওয়া-আসা অনেক দিনের। একদিন গভর্নর ড. আতিউর রহমানের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার নির্দিষ্ট ছিল। একটু আগে পৌঁছে, আমরা করিডোরের দু'পাশের দেয়ালে টাঙানো চিত্রকলা দেখছিলাম ধীরস্থিরভাবে। অপেক্ষাঘর ও কয়েকজন কর্মকর্তার ঘরের দেয়ালেও দেখলাম টাঙানো কিছু চিত্রকর্ম। তবে, মনে হলো, অযত্নে কিছু চিত্রকলার ওপর ধুলোর আস্তরণ পড়েছে, কয়েকটির রং বিবর্ণ। গভর্নর বা কর্মকর্তারা যাবেন-আসবেন, কিন্তু বিভিন্ন সময় সংগৃহীত এ শিল্পসম্ভার অটুট থাকবে কি থাকবে না সে বিষয়ে কেউ মনোযোগ দিয়েছেন?

এ প্রশ্ন নিয়েই আলাপ করি ড. আতিউরের সঙ্গে। তিনি নিছক একজন অর্থনীতিবিদই নন, শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গেও জড়িত অনেক দিন ধরে। আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, শিল্প সংগ্রহের সঠিক একটি তালিকা করা, সংগ্রহের একটি অ্যালবাম প্রকাশ করা যাতে পরবর্তীকালে যিনিই থাকুন না কেন, তিনি জানবেন ব্যাংকের সংগ্রহে কী ছিল। এর একটি কারণ এই যে, শিল্পকলা এখন মূল্যবান সম্পদ এবং এক ধরনের বিনিয়োগ। অন্য কারণটি হল, এ সংগ্রহ কোনো না কোনোভাবে আমাদের শিল্পচর্চার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। ড. আতিউর সঙ্গে সঙ্গে প্রকল্পটি গ্রহণ করলেন। সেও প্রায় দু'বছর হতে চলল।

অ্যালবাম প্রকাশের কাজ চলাকালীন ড. আতিউর আফসোস করে জানালেন, সবার ছবি আছে অথচ শিল্পাচার্যের ছবি নেই। তা' হলে এই সংগ্রহ সম্পূর্ণ হবে কীভাবে! শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ছবি এখন আর কেনাবেচার জন্য নেই। তবে, ড. আতিউরের কথায়ও যুক্তি ছিল। অ্যালবামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার চেষ্টার ফলে শিল্পাচার্যের স্ত্রী জাহানারা আবেদিন একটি চিত্রকর্ম দিতে সম্মত হন। এরপর গভর্নরের সঙ্গে আলোচনার এক পর্যায়ে ঠিক হয়, অপেক্ষাকৃত তরুণ যাঁদের পরিচিতি বাড়ছে, তাঁদেরও চিত্রকর্ম কিছু সংগৃহীত হোক, যাতে বলা যায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগ্রহ মোটামুটি বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সিদ্ধান্তও বাস্তবায়িত হয়।

অ্যালবামের কাজ শুরুর আগে আমরা সিদ্ধান্ত নিই বিভিন্ন ভবনে শিল্পীদের করা ম্যুরাল ও ভাস্কর্য এর অন্তর্গত করতে হবে। সে অনুযায়ী সব কটি ম্যুরাল ও ভাস্কর্য বিষয়েও আলাদাভাবে প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। আমরা এই অ্যালবামে শুধু চিত্রকর্মের প্রতিলিপিই নয়, সংক্ষেপে বাংলাদেশ ও ব্যাংকের চিত্রকলা সম্পর্কেও আলোচনা সন্নিবেশিত করতে চেয়েছি। প্রথম প্রবন্ধটি সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের চিত্রকলা চর্চার ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। যিনি বাংলাদেশের চিত্রকলা আন্দোলনের সঙ্গে শুরু থেকে জড়িত একজন শিল্পবোদ্ধা হিসেবে, সেই বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এই প্রবন্ধটি তৈরি করে দিয়েছেন। বাকি লেখাগুলিও বাংলাদেশের প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও শিল্পবোদ্ধাদের। অনেক পরিশ্রম করে শিল্পকর্মগুলির আলোকচিত্র তুলে দিয়েছেন আলোকচিত্র শিল্পী এম. এ. তাহের।

অবশেষে, অ্যালবামটি প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা এই প্রচেষ্টার সঙ্গে সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই, প্রচেষ্টাটি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য। বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ গভর্নর ড. আতিউর রহমান, যিনি আগ্রহ না দেখালে অ্যালবামটি প্রকাশিত হত না।

মুনতাসীর মামুন হাশেম খান

Editor's Note

Bangladesh Bank's decision to publish an album of its collection of fine art is a coincidence. We have been frequenting the Bangladesh Bank office for a long time. One day we had an appointment with the Governor Dr. Atiur Rahman and we reached before time. We are amusing ourselves with the paintings on the walls of the corridor. We also noticed some paintings on the walls of the waiting room and on those of some of the officials. We also noticed thin layers of dust on some of them, pointing at the negligence in caretaking. Governors and officials will come and go when their time comes, but has anyone really thought about whether these paintings would remain intact?

That was what we discussed with Dr. Atiur Rahman. He is not just an economist. He has been part of the country's arts circle for many years. We proposed to him that a list of the collections be made and an album be published so that no matter whoever is in charge knows what belongs to the bank. One reason for this is that today art has become an investment. The other reason could be that the collection is actually a part of the history of our art and culture. Dr. Rahman immediately accepted the proposal. That was two years ago.

When the work of the album was going on, Dr. Rahman once regretted that even though the collection had paintings of many young artists, but it did not have any of Shilpacharya Zainul Abedin's works. How can then the collection be called a comprehensive one? Shilpacharya's paintings are no more available for buying and selling. Then again, Dr. Rahman's argument stood out too. As a lest resort we requested Shilpacharya's wife Jahanara Abedin and she finally agreed to part with a painting of Shilpacharya's. Then after discussions with the Governor, decision was made to collect paintings of some of the young artists who made some names for themselves. The aim was to cover the contemporary as well. That decision too was eventually realized.

Before beginning the work of compiling the album, we decided to include the murals and sculptures erected in the various buildings. Accordingly separate articles were included in the album on all the murals and sculptures.

We did not just include photographs of the original paintings; we also tried to encompass discussions about all the paintings. The first article is basically a brief outline of the history of fine arts and aesthetic endeavours in Bangladesh. Renowned art critic B.K Jahangir, who has been involved with the country's arts movement from the beginning, wrote the first article. The other pieces are also written by some of the noted writers and critics of the country. Photographer M A Taher had to put in a lot of effort to take snaps of all the paintings.

Finally, the album is ready for being published. We thank everyone who has extended their cooperation in finally making our endeavour a reality. A special thank goes to Governor Dr. Atiur Rahman without whose interests the album would never have seen daylight.

Hashem Khan Muntassir Mamoon

কোনো ঐতিহ্যই চিরকালের নয় তার পরিবর্তন হয়, রূপান্তর ঘটে। পরিবর্তমান সমাজে ঐতিহ্যের রূপান্তরণ ঘটে প্রতীকের পথে, কখনো পুনর্নির্মাণের পথে, কখনো বা ভেঙে। .... সমকালীন চিত্রশিল্পের জগতে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে সেই সবের অভিঘাত পড়েছে শিল্পীদের কাজে। সেই সঙ্গে আছে দেশীয় শিল্পরীতি আবিষ্কার, পুনর্নির্মাণের প্রবল আগ্রহ।

বাংলাদেশের চিত্রকলার ধারা ।।
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর পৃষ্ঠা ১৪

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগ্রহটি আমাদের শিল্পকলার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যকেও তুলে ধরেছে।... ১৯৭১ সালে একটি সফল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি আমাদের সৃষ্টিশীলতায় এক বিশাল প্রভাব ফেলে।... প্রত্যক্ষ অথবা প্রতীকী যে ভাবেই ওই ঘটনাবহুল বছরটিকে শিল্পীরা প্রকাশ করে থাকেন না কেন, দেখা গেল অবয়বের একটি পুনরুত্থান ঘটেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের শিল্পকলা সংগ্রহ : শিল্পের অঞ্চলে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ ।।
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম পৃষ্ঠা ১৯

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগ্রহ আমাদের দেশের তিন প্রজন্মের প্রথিতযশা শিল্পীদের কাজ একত্রিত করেছে।... বোঝা যায় কীভাবে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চিত্রকলার জগৎ ক্রমেই বৈচিত্র্যময় ও নিরীক্ষাধর্মী হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সংগ্রহ ।।
মুনতাসীর মামুন পৃষ্ঠা ২২

বাংলাদেশ ব্যাংকের দেশব্যাপী বিভিন্ন শহরের ব্যাংক কার্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় ও মাধ্যমে যেসব শিল্পকর্ম দেখা যায় সেসবের মধ্য দিয়ে অনুরূপভাবে এদেশের মূল শিল্পরূপটি পরিদৃশ্যমান হয় এবং সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অতীত, সাম্প্রতিক এবং আগামী দিনের শিল্পসৃষ্টির মূল পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনসমূহের চিত্রশিল্প, দেয়ালচিত্র ও ভাস্কর্য ।।
রবিউল হুসাইন পৃষ্ঠা ২৩

বাংলাদেশের চিত্রকলার ধারা

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

নকশিকাঁথা

শখের হাঁড়ি

জয়নুল আবেদিন এখন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে এবং একইসঙ্গে বিরোধিতা করে চিত্রশিল্পের আন্দোলন এ দেশে গড়ে উঠেছে। এই আন্দোলনে উদ্ভাবন আছে, সেইসঙ্গে আছে প্রতিধ্বনি, তবু গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে যুক্ত হয়েছে এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক চিত্রের ধারাতে। শিল্পকলার মধ্যে চিত্রের মাধ্যম আন্তর্জাতিক এবং তার আবেদন ভূগোলের সীমা মানে না। মাধ্যমের এই আন্তর্জাতিকতা চিত্রশিল্পে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, সে হচ্ছে তার ইতিহাস, হয়তো-বা ইতিহাসের নিয়ম। এই নিয়মের দরুন জয়নুল আবেদিন হয়ে উঠেছেন সহযোগী, প্রতিযোগী এবং মন্ত্রদাতা। এখানে তরুণ যাঁরা ছবি আঁকছেন তাঁরা প্রায় সবাই তাঁর ছাত্র। মাধ্যমের আন্তর্জাতিকতা তাঁর ছাত্রদের আধুনিক হতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যে আধুনিকতা দেশের সীমা মানে না, কোনো রীতিকে পর্যাপ্ত বলে স্বীকার করে না, বহুভঙ্গিম রীতির চর্চা বুঝি আধুনিক মনোভঙ্গির নিশানা।

দ্বন্দ্বের সূত্রপাত এখানটাতেই। দ্বন্দ্বটি মাধ্যম ও ব্যক্তির, মাধ্যমের সঙ্গে মনের। চিত্রশিল্পের মাধ্যম থেকে যে আধুনিকতার উৎসারণ সে উৎসারণকে শেষ অবধি তো মনের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশ কি আধুনিক? পশ্চিম য়ুরোপের সমস্যাবলিতে আমরা কি বিদীর্ণ? জয়নুল আবেদিনের এই প্রশ্ন কেন্দ্র করে আমাদের দেশের চিত্রশিল্পের আন্দোলনের বিরোধিতা দানা বেঁধেছে। দেশকে জানতে হলে দেশের মূলে যেতে হবে, লোককলার উজ্জীবনেই তা সম্ভব। কিন্তু মাধ্যমের পথে যে আন্তর্জাতিকতা আমাদের দেশে অথবা মনোলোকে দেখা দিয়েছে সেই বিশাল আবেদনে সাড়া দিতেই হবে। চিত্রশিল্পে দেশজ রীতিই কি সবকিছু? চিত্রে শেষ অবধি যা টিকে থাকে সে হচ্ছে দেখবার চোখ; বস্তুকে, দৃশ্যকে, এমনকি অদৃশ্যকেও নতুন আলোকে দেখার প্রয়াস। এবং এই প্রয়াস অন্তহীন। জয়নুল আবেদিনের তরুণ বন্ধুদের এই যুক্তি অস্বীকার করার নয়। সেজন্য আমার মনে হয় আমাদের দেশের চিত্রশিল্পের সমস্যা সংকীর্ণ অর্থে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের সঙ্গে রিয়ালিস্টিক আর্টের দ্বন্দ্ব নয়। বস্তুকে, নিসর্গকে, মানুষের মুখকে কি দেখব সুন্দর করে সুমিত করে লোককলার রীতি মেনে? না বস্তুকে, নিসর্গকে, মানুষের মুখকে দেখব মনোলোকের জটিল আলোকে, নতুন ফর্ম তৈরি করে, যে ফর্ম নিসর্গে নেই, লোককলায় নেই? এবং এভাবেই হয়তো মানুষের দেখার ও বোঝার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া যায়। খুব সম্ভব দ্বন্দ্বের রূপটি এই।

২.

আমাদের দেশে লোককলার স্বরূপ কীভাবে দানা বেঁধেছে? লোককলার চরিত্র রক্ষণশীলতা। একই নকশা বহুদিন টিকে থাকে; তার রূপান্তর নেই, পরিবর্তন নেই, বুঝি লোকজ মনে বৈচিত্র্যের তৃষ্ণা নেই। তার কারণও আছে। লোককলা যে সমাজে দানা বেঁধেছে সেই কৃষিজীবী বাঙালি সমাজের কাঠামো অপরিবর্তিত থেকেছে বহুদিন। সমাজকাঠামোর অপরিবর্তনের দরুন লোককলার চরিত্রে এসেছে রক্ষণশীলতা এবং ঐ কারণেই সমাজের মানসিকতায় অস্থির কোনো অতৃপ্তির দোলা লাগেনি। তা ছাড়া শিল্পকলার চর্চা হয়েছে বংশানুক্রমে। তাই কুমার, পাটিকর, কাঠের নকশিকর, সবাই বংশানুক্রমে কাজ করেছে। ব্যক্তির ঐ বংশানুক্রমিক জীবিকা গ্রহণ করা কিংবা ব্যক্তির বংশানুক্রমিক জীবিকার মধ্যে অন্তরিত হওয়া লোককলার ঐতিহ্যে একপক্ষে এনেছে গতানুগতিকতা অন্যপক্ষে এনেছে নিশ্চিত অভ্যাসের স্থির দীপ্তি। যে কারিগর পুতুল গড়ছেন তাঁর সব পুতুল এক রকমের, তাঁর সব ঘোড়া এক ধরনের। কিন্তু তাঁর গড়া যে কোনো একটি পুতুল, যে কোনো একটি ঘোড়া দেখতে আশ্চর্য সুন্দর। বংশের পর বংশ একই কাজ করছেন, তাই কাজে এসেছে অভ্যাসের নিয়ম, কাজ হয়েছে পাকা, এতটুকু গরমিল নেই। কিন্তু কাজ যে একঘেয়ে তাও অস্বীকার করার জো কই। অন্যপক্ষে পাহাড়পুরের পোড়ামাটির কাজের সঙ্গে ময়নামতির পোড়ামাটির কাজের তফাত নেই, একই নকশা, একই শ্রী-ছাঁদ, একই ছন্দ। ঐ সর্বজনীনতার কারণ কিন্তু সমাজকাঠামোর মধ্যে নিহিত। লোককলার শিল্পগত উপাদান সীমাবদ্ধ: যান্ত্রিক উৎকর্ষও সীমাবদ্ধ। উপাদান হচ্ছে মাটি, কাঠ, বেত, বাঁশ এসব। যন্ত্র হচ্ছে ছেনি, নরুন, চাকা, দা এসব। যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা বংশানুক্রমে ঐসব উপাদান ও ঐসব যন্ত্র ব্যবহার করছেন। ফলে খুব সম্ভব এক ধরনের মানসিকতা গড়ে উঠেছে। চতুর্দশ শতক হচ্ছে ময়নামতির পোড়ামাটির কাজের সন-তারিখ।

ময়মনসিংহ জেলার নানা মেলায় পোড়ামাটির যেসব কাজের দেখা মেলে তাদের গঠন শ্রী-ছাঁদ অবিকল ময়নামতির পোড়ামাটির কাজের মতো। তার কারণ উপাদান ও যান্ত্রিক উৎকর্ষের সীমাবদ্ধতা। এই দুই সীমাবদ্ধতা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কিংবা পারস্পরিকভাবে একপক্ষে লোককলার ফলিত দিকটিকে অন্যপক্ষে লোকশিল্পীদের বংশানুক্রমিক অভ্যাসকে নিরূপিত করেছে। অমন নিরূপণের দরুন লোককলার প্রবণতা জ্যামিতিক নির্বস্তুকতা কিংবা প্রাকৃতিকতার ছন্দিত রীতিবদ্ধতার দিকে। জ্যামিতিক কাজের নমুনা: পাটি, বিভিন্ন সূচিশিল্প রঙিন কাঁথা এসব। প্রাকৃতিক ছন্দের নমুনা: কাঠের কাজ, পুতুল, খেলনা এসব। কখনো কখনো দু-ধারাই মিলেমিশে গেছে। শীতল পাটির নকশায় জ্যামিতির বিস্তার অথবা কাঠের কাজে অলঙ্করণ কিংবা বাঁশের ছাঁচের-বেড়ায় রেখার বাঁকা ঢেউ চোখ কাড়ে, মন ভোলায়। জ্যামিতিক নির্বস্তুকতা কিংবা ছন্দিত রীতিবদ্ধতার দিকে যাত্রার কিছুটা কারণ কারুকর্মের স্বরূপ ও অলঙ্করণের উপাদানাবলির মধ্যে নিহিত। শীতল পাটির বুননের ঝোঁক স্বভাবতই জ্যামিতিক নকশার দিকে। কুমোরদের চাকা স্বভাবতই ঘূর্ণায়মান রেখার নকশা গড়ে তোলে। সূচিশিল্পের ঝোঁক প্রাকৃতিক নকশার দিকে। লোককলা কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্প বলতে

যা বোঝায় তা নয়। হাতি, ঘোড়া, পুতুল লোকশিল্পে অবিকল হাতি ঘোড়া পুতুল নয়। পাটিতে কিংবা কাঁথায় যেসব অলঙ্করণ সেসব লতাপাতা ফুল পাখির মতো অবিকল নয়।

৩.

বাংলা লোকচিত্রের বৈশিষ্ট্য এসেছে মন্দিরের টালির চিত্র, প্রতিমা ও ধাতু ঢালাই রীতি থেকে; অন্যপক্ষে এসেছে দাক্ষিণাত্য ও উড়িষ্যার লোকচিত্র ধারায় সংশোধিত হয়ে অজন্তার দূর ঐতিহ্য থেকে। বাংলাদেশে এই দুই রীতির দেখা মেলে। একটি রীতি অজন্তা, দাক্ষিণাত্য ঘুরে, উড়িষ্যা হয়ে বাংলাদেশের পশ্চিমে প্রভাব ছড়িয়েছে। অন্য রীতি এসেছে তিব্বত, নেপাল থেকে নালন্দা, উত্তরবঙ্গ হয়ে পূর্ববাংলায়। ঐ রীতি এসেছে ধাতু ঢালাইয়ের কাজের রেখায়, যে রেখা অনূদিত হয়েছে প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথি চিত্রাবলির ছবির ভাষায়। ঐ দুই ধারার সমন্বয় থেকে তৈরি হয়েছে বাংলার শিল্পের মেজাজ। তিব্বতি ও নেপালি ধাতু ঢালাইয়ের টেকনিক সার্থকতা পেয়েছে বাংলার মন্দিরের টালি ও পাটার কাজে। মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যসুলভ কাজের মিল আছে নেপালি ও তরাই অঞ্চলের ধাতু ঢালাইয়ের কাজে। মন্দিরের গায়ের দেবদেবী অসুরের মূর্তির ভিত্তি তিব্বতি ও নেপালি প্রতিমাতত্ত্ব। ঐ মূর্তিতত্ত্বে শরীরের চেয়ে অশরীরীভাব, প্রশান্তি, অমর্ত্যভাব বেশি।

এই দুই ধারার সমন্বয়ের ফলে বাংলা পটে মুখ্য হয় ফর্ম, আকার ও ডিজাইন। এ ফর্ম, আকার, ডিজাইনের কাছে অন্য গুণ গৌণ, সংক্ষিপ্ত; রঙের প্রয়োগে বিপরীত বৈষম্যে প্রতিহত হয়ে ফর্মটি ফুটে ওঠে। ঐ ফর্ম বা ডিজাইনের বিকাশে বিবর্তনে সাহায্য এসেছে মন্দিরের গায়ের টালির কাজ, ধাতু ঢালাইয়ের কাজ, ভাস্কর্য, মাটির প্রতিমা গড়ার কাজ থেকে; তেমনি সাহায্য এসেছে উড়িষ্যা, গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতের ক্যালিগ্রাফির রেখা থেকে। ঐ দুই রীতির সমন্বয় থেকে উৎসারিত বাংলা পট; সে-পট তীক্ষ্ণ স্পষ্ট: সে-পটের গড়নে এসেছে মূর্তিসুলভ গভীরত্ব, ঘনত্ব। আরেক প্রভাব এসেছে নেপালি ধাতু ঢালাইয়ের কাজ ও বাংলার মাটির প্রতিমা থেকে। ঐ প্রভাব পড়েছে কাপড়ের ভাঁজে।

বাংলাদেশের আদিম জাতিদের চিত্র, ভাস্কর্য, পোশাক পরিচ্ছদে প্রতিফলিত স্থানিক ভাব। ঐ স্থানিক ভাবটি ফুটে উঠেছে চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ঢং থেকে। বাংলাদেশে তাই এসেছে রঙের স্নিগ্ধ অসচ্ছলতা, শাদা ধূসর অথবা শাদা গেরুয়া আল্পনা, দিগন্তের উধাও বিস্তারের সঙ্গে মানানসই মাটির বাড়ির খড়ের বাঁকানো চাল। যেন শুদ্ধ জ্যামিতিক নকশা, মৌলিক বর্ণ সমন্বয়; ত্রিকোণমিতির গড়ন উৎসারিত তাদের কাজে। দেশজ রীতির আদি উদাহরণ কালিঘাটের পট ও ভ্রাম্যমাণ পটুয়াদের কাজ। কালিঘাটের চিত্রকররা জাতে পটুয়া, আদি পেশার দিক থেকে সূত্রধর। কাঠের কাজ, মন্দির নির্মাণ, মাটির প্রতিমা গড়া তাঁদের পেশা। কিন্তু প্রতিমা গড়া ঋতুভিত্তিক, সেজন্য প্রতিমা গড়ার সময় হলে তাঁরা আঁকতেন পট, গড়তেন খেলনা মাটির ও কাঠের। কড়া চিত্রিত রেখার ক্ষমতা তাঁদের রক্তের অন্তর্গত, ফর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান পূর্ব পুরুষদের উত্তরাধিকার। প্রতিমা গড়ার আভাস থাকার দরুন তাঁদের ছবিতে আসে মডেলিং ও ফোর্সটোনিং, মাটির ওজন ও গুণ।

যাযাবর পটুয়ারা ছিলেন ধর্মে দো-আঁশলা। তাদের জড়ানো পটের এক ঐতিহ্য এসেছে উড়িষ্যার প্রাচীন রীতি থেকে। ঐসব পটে ভল্যুম, ম্যাস, পরিপ্রেক্ষণ থাকত না, ফ্ল্যাট জমিতে দ্বিরায়তনিক অলঙ্কারবহুল চিত্র থাকত। অন্য ঐতিহ্য এসে মাটির প্রতিমার ভল্যুম, ম্যাস, মডেলিং থেকে। পট ঐ দুই রীতির ঐতিহ্যের ফল; ফিগার ঘিরে আছে শক্ত, কড়া রেখা, ভিতরে তুলির কাজ সমান, অথচ সংগঠনে এসেছে মাটির প্রতিমা বা পুতুলের ছন্দ। মাটির কাজে স্বাভাবিক আকার ভেঙেচুরে ভিন্ন আকার পায়, তেমনি পটে আসে ঐ মডেলিং-এর অস্বাভাবিক আকার। প্রতিমা বা পুতুল গড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ফর্মটি তুলে ধরা, ডিজাইনটি তুলে ধরা, তেমনি পটেও বিপরীতে রঙের মাধ্যমে ছবির আসল ফর্মটি ফুটিয়ে তোলা হয়। ব্যবহৃত রং কম; গাঢ় সবুজ, তীব্র লাল, জাঁকালো ব্রাউন, জমকালো নীল। জড়ানো পট ও কালিঘাটের পটের তফাত রং ব্যবহারে, রেখা ব্যবহারে। ঐ শিল্পরূপের সম্প্রতি অবনতি ঘটেছে সমাজ কাঠামোর পুরনো গ্রাম্য বিন্যাস বদলের দরুন। কৃষিভিত্তিক বাঙালি সমাজ পরিবর্তনের দরুন একপক্ষে বংশানুক্রমিক গোত্রগুলি অসংহত হয়ে পড়েছে, অন্যপক্ষে শিল্পোৎকর্ষের মান অবনত, রেখা শিথিল, বিন্যাস অসতর্ক হয়ে পড়েছে। সমাজকাঠামো যে-সংহতি ঐ শিল্পরূপ টিকিয়ে রেখেছে এতদিন সেই কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য সমাজকাঠামো বদলে যাচ্ছে। তাই জীবিকার সামাজিক সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মেলা, পালাপার্বণ যাচ্ছে কমে।

৪.

বাংলাদেশের চিত্রকলার নতুন আবিষ্কার ঘটেছে ইংরেজ অভিঘাত থেকে। ঐ অভিঘাতের ফলে নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে, নতুন চেতনার বিকাশ হয়েছে। ঐ চেতনার উপযোগী প্রকাশভঙ্গি খোঁজার তাগিদে প্রথমে এসেছে খানিকটা দিকভ্রান্ত হাতড়ানি, নানা রীতির মিশ্রণ, বিভ্রান্ত ভাব; ঐ তাগিদ থেকে ঐতিহ্যের আবিষ্কার শুরু হয়েছে। আবিষ্কৃত ঐতিহ্য তিনভাবে প্রতিভাত হয়েছে; সামন্ত ঐতিহ্য, প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য, লোকজ ঐতিহ্য।

অবনীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা চিত্রশিল্পের জনক, তিনি বাংলা চিত্রকে নানামুখী জিজ্ঞাসার মধ্যে শোধিত করেছেন। তিনি চিত্রে এনেছেন স্বদেশিয়ানা য়ুরোপীয় চিত্রসকলের বিপরীতে, ঐ স্বদেশিয়ানা আত্মসম্মানের জন্য জরুরি ও চেতনার শুদ্ধতার এক অনন্য সরঞ্জাম। য়ুরোপে আত্মসমর্পণ নয়, ঐতিহ্যের প্রয়োজন এই বোধ

ফলক, খৃ.পূ ১ম শতক মহাস্থানগড়

পোড়ামাটির পুতুল

গুপ্তযুগের পাথরের স্তম্ভ

নন্দী: কষ্টি পাথরে ভাস্কর্য, নবম শতক, ফরিদপুর

থেকে তিনি ঐতিহ্য আবিষ্কারে বেরিয়েছেন। কিন্তু লোকচিত্র, লৌকিক আচার, রীতিনীতি সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও তিনি আবিষ্কার করেছেন ঐতিহ্যের খণ্ডাংশ; অজন্তা কোনারক: ঐ ঐতিহ্য সামন্তবাদী, ঐ ঐতিহ্যের ভাববাদী ব্যাখ্যানে তাঁর প্রতিভা নিরন্তর নিয়োজিত থেকেছে। অন্যপক্ষে লোকজ ঐতিহ্য সম্বন্ধে নিবিড় গভীর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁর ক্ষমতা, শেষ বিশ্লেষণে, থেকে গেছে সমান্তরাল। তাঁর বাদশাহি মেজাজ, তাঁর জাপানি ওয়াশ টেকনিক, তাঁর রক্তে গীতরত খেয়ালিপনা যে-বাস্তব তৈরি করেছে, সে-বাস্তব মূলত অ-ধরা, সুদূর কবিতার সহোদরা; রং নরম, নমিত বিলীয়মান। এভাবে শিল্প আন্দোলনের প্রথম পর্যায় আধুনিক য়ুরোপীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেছে; অন্যপক্ষে রাখালিয়া বিষয়, কবিতার বিষয়, চিত্রকলার বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত করেছে। অ্যাকাডেমিক রীতি উৎসারিত হয়েছে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুল থেকে। ঐ রীতি উৎসারিত করেছে রেনেসাঁসসৃষ্ট নিশ্চল দর্শকের চোখে প্রতিভাত একক স্থির বস্তু দেখার বোধ কিংবা ড্রইংক্লাস দৃষ্টিভঙ্গি। ঐ বোধ কিংবা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে য়ুরোপের একটি পর্বের চিত্র বোঝা যায়, কিন্তু নানা রীতির কাজ বোঝা যায় না। অন্যপক্ষে বাংলাদেশের আধুনিক পর্বের শিল্পীদের শিক্ষা শুরু হয়েছে য়ুরোপীয় আঙ্গিকে। ঐ আঙ্গিক ব্যবহার করে তাঁরা শিখেছেন দুই মাত্রার সমান কাগজে তিন মাত্রার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরত্ব, ঘনত্ব আনার কৌশল; রেখা ও রঙের মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বস্তুতে ভল্যুম ও ঘনত্ব আনার রীতি; ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের গুণ চিত্রে আনার ব্যবহারবিধি। কিন্তু পরে, পরিণত জীবনে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন দুই মাত্রার সমান কাগজে আলঙ্কারিক প্রতিমার প্রতিভাস ও বিন্যাসই প্রাচ্য রীতির ঝোঁক। ঐ রীতিতে আসে দুই মাত্রিক ডিজাইন; ফর্মকে মুখ্যত রেখা গৌণত রঙের সাহায্যে তুলে ধরা। ঐ দ্বন্দ্বের, ঐ বৈপরীত্যের ফাঁদে পড়েছেন প্রায় সব শিল্পী, তাঁরা ভুগেছেন প্রস্তুতি পর্বে দোটানায়। লোকজ ঐতিহ্য মূলত ফিগারেটিভ, রেখা ক্যালিগ্রাফির রেখা, প্রথম টানেই শেষ, পুনরাবৃত্তির পরপারে। চিত্র শুদ্ধ ফর্মের ডিজাইন; পুরো বাস্তবধর্মী মডেলিং নেই; রং কড়া, উজ্জ্বল। বিষয়টি রং ও রেখার মধ্যে, সর্বাশ্রয়ী ডিজাইনের মধ্যে অন্তরিত। চিত্র আখ্যানধর্মী, চিত্র আখ্যানের একটি মুহূর্ত। চিত্রিত রেখা আট-সাঁট, সংহত, ফিগারে উচ্চকিত অন্তর্নিহিত জ্যামিতিক রূপ, চিত্রিত বিষয় বাস্তবের ইঙ্গিত দেয়, কল্পনাকে মুক্তি দেয়। চোখের চেনার সঙ্গে ফিগারের মিলটুকু বুঝিয়ে দেয়, তার বেশি নয়। এভাবে স্পষ্ট হয় বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তা, রেখার অনিবার্যতা: চোখের চেনা বাস্তব অলঙ্কার, চিত্তবিভ্রান্তিকর উপকরণ এখানে অনুপস্থিত। যামিনী রায়ই প্রথম জয় করেছেন লোকজ ঐতিহ্যের স্বরূপ, ব্যবহার করেছেন ঐ ঐতিহ্য নিজের প্রতিভার নিয়মে।

শিল্পকলার আলোচনায় ঐতিহ্যের ঐ সামাজিক ও মানসিক দিক মনে রাখতেই হয়। কোনো ঐতিহ্যই চিরকালের নয়, তার পরিবর্তন হয়, রূপান্তর ঘটে। পরিবর্তমান সমাজে ঐতিহ্যের রূপান্তরণ ঘটে প্রতীকের পথে, কখনো পুনর্নির্মাণের পথে, কখনো-বা ভেঙে। সমাজকাঠামোবিহীন ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা যায় না। সেজন্যই ঐতিহ্যের নতুন বিন্যাস একপক্ষে পরিবর্তমান সমাজ অন্যপক্ষে ব্যক্তির সৃষ্টিশীল মনের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশের শিল্পীদের কাজে এই সত্য ছায়া ফেলেছে। বৈদেশিক চিত্র আন্দোলনের আঙ্গিক ও তার মানসিকতার পরীক্ষানিরীক্ষা শিল্পীরা ব্যবহার করেছেন স্বদেশের গভীরে, মর্মে ও মূলে পৌঁছাবার জন্য। স্বদেশের চিত্রাভাস তাঁদের কাজে এসেছে কারুকর্মীদের পথে, পটুয়াদের পথে, কখনো-বা কুসংস্কার, পুঁথির পথ ধরে। এসবই দেশের মানুষের মনে লিপ্ত হয়ে আছে, মিলেমিশে গেছে। তাঁদের উৎসাহ ক্লান্তিহীন প্রতীক গড়ে তোলার দিকে। রূপকথা, লোককথা, কুসংস্কার, পুঁথি দেশের আত্মার যে-প্রতীক গড়ে তুলেছে তাতে মিলেমিশে গেছে কল্পনার জগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও পশু পাখির জগৎ। যেন কোনো ভেদরেখা নেই, সবই প্রতিবেশী, পরস্পরের সঙ্গী, সহচর। ঐ একাত্মতাবোধের উপফসল হচ্ছে সহজতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা।

সমকালীন চিত্রশিল্পের জগতে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে সেই সবের অভিঘাত পড়েছে শিল্পীদের কাজে। সেইসঙ্গে আছে দেশজ শিল্পরীতি আবিষ্কার, পুনর্নির্মাণের প্রবল আগ্রহ। একইসঙ্গে দেশজ ও দেশোত্তর এই মনোভাব আবেগে অস্থির, দ্বিধায় আরক্তিম। তাই তাঁরা ফর্ম ভেঙে কাজ করছেন, কখনো ফর্মকে সরল করে, কখনো-বা প্রতীকের খোঁজে দুই চোখে আলো জ্বেলে। আবার বুদ্ধির অভিযানে স্পেস, রং ও ফর্মের সমন্বয়ে নতুনতর সূচনা আনার দিকে তাদের উৎসাহ ক্লান্তিহীন।

বাংলাদেশের প্রবীণ শিল্পীদের মানসজগৎ গড়ে উঠেছে বিভাগ পূর্ব যুগের কলকাতা থেকে। কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত ও প্রচারিত ভাববাদী শিল্পদৃষ্টি এবং লোকজ ঐতিহ্যের একপেশে বোধ জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদকে বলীয়ানভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্যের মধ্যে লোকজ রীতির বিভেদ তাঁরা বুঝেছেন খণ্ডিতভাবে; অন্যপক্ষে ভাববাদী দৃষ্টি দিয়ে লোকজ রীতির বাস্তব ব্যবহার ধরতে গিয়ে জন্ম দিয়েছেন দৃশ্যমান বাস্তবতা সম্বন্ধে উৎসাহের। এভাবে তাঁরা লোকজরীতির সঙ্গে সমীকরণ করেছেন দৃশ্যমান বাস্তবতার এবং দৃশ্যমান বাস্তবতার উদ্ভাবনকে দেশজ ঐতিহ্য বলে ধরে নিয়েছেন। এ দ্বন্দ্বের ছাপ পড়েছে তাঁদের কাজে এবং ঐ বৈপরীত্যের দরুন তাঁদের আঙ্গিক ব্যবহার থেকে থেকে দ্বিধান্বিত হয়েছে।

৫.

সাম্প্রতিক চিত্র কি বিশৃঙ্খল কল্পনা, উদ্ভট স্থাপনা, আশ্চর্য আবর্জনা? জবাব: না। তার কারণ চিত্রবিচারের রীতি, পদ্ধতি নিয়মের মধ্যে অন্তরিত। ঐ রীতি পদ্ধতি, নিয়মের সমাচারের অন্য নাম সমালোচনা। নেহাত

ভালোলাগা মন্দলাগার পরপারে তার কেন্দ্র, সেজন্য সমালোচনার অন্তিম লক্ষ্য সৃষ্টি ও সৃষ্টির জনককে বোঝা। ঐ বোঝার তাগিদ থেকে মৌল সব ধারণার জন্ম হয়। সেসব হচ্ছে: শিল্পীরা ব্যক্তিক মানুষ। সকল মানুষের মতন তাঁরা সময়ের বাসিন্দা, ঐতিহাসিক ব্যক্তি, চিরন্তন কোনো পৃথিবীর অধিবাসী নন। শিল্পকাজ প্রতিভূ হিসেবে দৃশ্যমান অভিজ্ঞতার অধীন নয়, ঐ অভিজ্ঞতা থেকে স্বাধীন, নিজেই এক বিশ্ব। শিল্পী শুরুতে অন্য শিল্পকাজ দেখেন, প্রকৃতি নয়। চিত্রসৃষ্টি স্টাইলের প্রকাশ, ঐ প্রকাশ সবসময়ই ব্যক্তিক, ব্যাখ্যানের রীতিনিষ্ঠ ধরন। চিরন্তনের ধারণা ইতিহাসের ধারণায় শুদ্ধ হতে থাকে। চিত্রবিচারে ঐসব বোধ দরকার, ঐসব বোধ প্রয়োগ করে ব্যক্তিমানুষটির কাছে আসা যায়, তাঁর কাজ চোখের মধ্যে তৈরি করার প্রয়াস পাওয়া যায়। ঐ প্রয়াস রুচি ভাঙে রুচি গড়ে রুচি জোড়া দেয়। রুচির ভাঙা গড়া নির্ভরশীল ঐসব বোধের সাবলীলতা কিংবা ঝোঁকের ওপর। ঝোঁক প্রাথমিক, কিছুতেই অন্তিম নয়। সকল মানুষের মতন শিল্পীরা সময়ের বাসিন্দা, সেজন্য ইতিহাসের দুই মুহূর্ত এক নয়, স্মৃতি কেবল সাযুজ্য তৈরি করে। ইতিহাস সেজন্য প্রক্রিয়া, সময়ের স্রোত, তার প্রভাব প্রবল ও বলীয়ান, ঐ অর্থে অতীত স্পষ্ট কিংবা লুপ্ত নয়; ঐ অর্থে মানুষের কাছে নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়: ঐ অতীত, ঐ সময়, বিশ্ব পৃথিবী তার মধ্যে পরিশোধিত হতে থাকে। ঐ পরিশোধনের প্রাথমিক স্তর রুচি, অন্তিম স্তর নন্দনতত্ত্ব।

স্টাইলের মিল থেকে পর্ব এবং স্কুলের ধারণা তৈরি হয়। অমন মিল দুজন শিল্পীর মধ্যেকার এবং একদল শিল্পীর মধ্যেকার যোগসূত্র এবং একটি স্টাইলের বিকাশ কিংবা পরিবৃদ্ধির প্রমাণ। অন্যপক্ষে পরিবর্তনের বোধ উৎসারিত হয় শিল্পের নিয়মে: নিসর্গ: ফিগারবিহীন নিসর্গ: স্টিল লাইফ; স্টিল লাইফ থেকে নির্বস্তুকতা; স্থায়ী নকশা ও ভঙ্গি থেকে উদ্ভূত দীপ্ত রেখা ও আকৃতি: এক খণ্ড রং; গতির মধ্যে রঙের ফর্ম; মনোজ ঝোঁক; বিষয়ের তিরোভাব; নতুন বিষয়: ক্যানভাসে শিল্পীর উপস্থিতি: শিল্পীর বেশি করে, আয়ত্ত বেশি করে ছবির। স্পেস দখল: এসব চিত্র-বিচারে নতুন যুক্তির অবতারণা করেছে।

বাস্তব ধরা দেয় তিন পথে: অনুভূতি কিংবা যুক্তি কিংবা কল্পনার পথে। বাস্তবের ঐ উদ্ভাসন, শিল্পবিচারের অতীত রীতি ও সাম্প্রতিক ঝোঁক সবই বিচারের আওতায় এসে যায়। অন্যপক্ষে ইতিহাস ও সময়ের সম্পর্ক এ প্রসঙ্গে জরুরি। ইতিহাস উপেক্ষা করে, ভবিষ্যতের মধ্যে শিল্পী নিজেকে নিক্ষিপ্ত করতে পারেন কিংবা আদিম শিল্পের মধ্য দিয়ে তিনি চলে যেতে পারেন দূর অতীতে, প্রাক্ ইতিহাসে। যদি প্রতিভাস, প্রকৃতি কিংবা ইতিহাস বাস্তব না হয়, তাহলে এও সত্য যে, ঐ প্রতিভাস, প্রকৃতি এবং ইতিহাস মানবিক অভিজ্ঞতা সংগঠন করে এবং ঐসব অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই কেবল বাস্তবতার অন্তঃজ্ঞানে উপনীত হওয়া যায়। তার দরুন কিউবিজম প্রাথমিক অগ্রগতি সত্ত্বেও, ঐতিহ্যেরই সংশোধন এবং নতুন প্রয়াস সাংগীতিক ও গাণিতিক নিয়ম আবিষ্কারের দিকে, ঐসব নিয়ম প্রকৃতিকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে বলে ধরা হয়। অন্য পক্ষে বাস্তবতার বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন পর্যায় আছে। শিল্পী তার নিজের বাস্তবতার স্তর তৈরি করেন। ঐ স্তর তৈরির জন্য তিনি বহুসংখ্যক আয়তনে একইসঙ্গে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিযান চালান। প্রতিটি আয়তন, কালে চোখের আড়ালে চলে যায়, এভাবে হয়ে ওঠে অতীত; কিংবা অভিযানের নিজস্ব নিয়মে ফের দেখা দেয়, হয়ে ওঠে বর্তমান; বহুসংখ্যক আয়তনের বিভিন্ন দিকে পরিবৃদ্ধি চিত্রের কাঠামোবিচারে নানা সমস্যার জন্ম দেয়। চিত্রশিল্পের নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে যেই শিল্পের জন্ম হয়, তখনই উদ্ভূত হয় স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ফর্মের বিকার। এভাবেই প্রকৃতির নতুন জন্ম হয়; বিকার, ভাঙন, যোজন, উদ্ভাবনের পথে। ফর্মকে অনুভূত করতেই হবে শুদ্ধ ফর্ম হিসেবে, কিন্তু ঐ অনুভবের পথে জয়নুল আবেদিনের মতন বর্ণনা, কিংবা কামরুল হাসানের মতন স্মৃতিচারণা দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়।

চিত্রের নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে অন্তরিত : রেখা টোন এবং রং। রেখা পরিমাপযোগ্য, তার গুণাবলির মধ্যে আছে দৈর্ঘ্য, কোণ, কেন্দ্রীক দূরত্ব। টোনের স্বভাবে আছে কালো ও সাদার মধ্যেকার পর্যায়ক্রমিক ভেদ এবং আছে ওজনের গুণ। রঙের চরিত্রে আছে ওজন কিংবা পরিমাপের ভিন্ন দ্যোতনা। রং গুণসূচক: ওজনযোগ্য: কারণ বর্ণের উজ্জ্বলতা; পরিমাপযোগ্য, কারণ রঙের সীমা, ক্ষেত্র বিস্তৃতি।

জয়নুল আবেদিন

কামরুল হাসান

সফিউদ্দিন আহমেদ

রশিদ চৌধুরী

ঐসব আয়তনের সঙ্গে যুক্ত হয় অন্য একটি আয়তন। সেটি হচ্ছে রেখার নির্দিষ্ট সঙ্গতি, টোনের স্কেল থেকে কতক টোনের সমাহার; রঙের নির্দিষ্ট সুষমা; এভাবে তৈরি হয় স্পষ্ট, স্বতন্ত্র, প্রকাশভঙ্গি।

চোখের দেখা বদলে যায় ঐসব কারণেই। ঐ বদলের পথে অনবরত তৈরি হতে থাকে শুদ্ধ ফর্ম; সেজন্য শিল্পীরা প্রাকৃতিক ফর্মের অনুকারক নন, ফর্মের আবিষ্কারক। কিন্তু ঐ আবিষ্কার কিংবা উদ্ভাবনের ব্যক্তিক প্রয়াস শেষ সত্য নয়, কারণ শিল্পীর আবিষ্কারের কিংবা উদ্ভাবনের ক্ষমতার উৎস সমাজই, সমাজের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছিন্নতা কিংবা একাত্মক ঐ ক্ষমতার পরিধি। পশ্চিম য়ুরোপের চিত্রকলায় ঐ সৃষ্টফর্মের আদি খোঁজ মেলে সেঁজানের কাজে। এখানেও তার খোঁজ মেলে: জয়নুল আবেদিনের সাপুড়ে, মনোহরণ, চতুষ্কোণ প্রভৃতি কাজে। রমণীর গলা লম্বা হয়ে গেছে কিংবা রমণী বসে আছে ত্রিকোণের মতো। এভাবেই শিল্পীদের কাজে নির্বস্তুক উপাদান এসেছে, সমালোচক ঐ উপাদানের ওপর জোর দিয়েছেন শুধু। নির্বস্তুকতার ঐ চেতনা শিল্পীদের কাজের বিচার ও ব্যাখ্যার নতুন এক ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। আমিনুল ইসলামের একটি নিসর্গের উল্লেখ করা যায়। চিত্রটির নাম: ভোর, এখানে শিল্পীর চোখে যেভাবে বাস্তব উদ্ভাসিত সেখানে বাস্তবের চেনাজানা চরিত্র নেই, যেসবের মাধ্যমে বাস্তবের কংক্রিট অস্তিত্ব আমাদের কাছে ধরা দেয়। বাস্তব এখানে পর্যবসিত স্পেস ও ভল্যুমের শুদ্ধ উপাদানাবলিতে। নির্বস্তুক পৃথিবীতে এসব উপাদান সুষমভাবে সংস্থিত, শিল্পীর ইন্দ্রিয়জ বুদ্ধি দ্বারা সংগঠিত, ফলে যৌক্তিক সংহতি লাভ করেছে। ঐ নির্বস্তুকতার প্রকাশ হয়েছে রং ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।

৬.

জয়নুল আবেদিনের সমান্তরালে আমিনুল-কিবরিয়াদের কাজে ভিন্ন এক ধারা তৈরি হয়েছে। এই ধারার কাজে প্রকৃতি কিংবা নিসর্গ কিংবা ভূপ্রকৃতি কিংবা প্রাণিকুলের ওপর কোন কমান্ডিং নির্মাণ নেই। তাঁদের কাজে এক ধরনের নস্টালজিয়া আছে তাঁদের সময়ের দিকে, অনেকটা রং ব্যবহারের দিকে অনেকটা রেনেসাঁর ভিসিবিলিটির মতো, সে যেখানে যখন সবকিছু একত্র কিংবা ঐক্যবদ্ধ সবকিছু স্পষ্ট ও সাবলীল। এই ঐক্যবদ্ধতা অথবা একত্র হওয়া থেকে জন্ম নিয়েছে নস্টালজিয়া, আমিনুল-কিবরিয়াদের নিজের দেশ অথবা সময়ের সঙ্গে। এই নস্টালজিয়া হচ্ছে এক ধরনের রাস্তা নিজেদের বর্তমানের দিকে, এখান থেকে তৈরি হয়েছে ইতিবাদী সম্পর্ক। এই অর্থে তাদের দিক থেকে নস্টালজিয়া বন্ধ জানালা খুলে দিয়েছে এবং শিল্পের দিক থেকে আমিনুলরা বিপদের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছেন। শিল্পের ক্ষেত্রে যে সোশ্যাল সেনসিবিলিটি আছে তার পরিবৃদ্ধি বিজ্ঞানের ইতিহাসের মধ্যে নয়। তাদের কাজ টেক্সট ও প্র্যাকটিস, সেখানে শিল্পী (আমিনুল-কিবরিয়ারা) ও সাধারণ মানুষ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। তাদের কাজে তাঁরা চেষ্টা করেছেন শিল্পের পরিবর্তন ও সমাজের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করার জন্য, দেখাবার চেষ্টা করেছেন কোন কোন ফ্যাক্টর মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। তাঁরা মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বলে একই পরিস্থিতিতে তারা দেখেছেন মানুষ বিভিন্নভাবে রি-অ্যাক্ট করে তাদের সত্তার গঠন সাবজেক্ট হিসেবে। অনন্য, ব্যক্তি সত্তার উদাহরণ হচ্ছে তাদের কাজে দেখা ও বর্ণনার বিষয়। সাদামাটা সত্তায় উদ্ভাবন অন্যদের, পাবলিকের দেখার অবজেক্ট হিসেবে তারা পরীক্ষা করেছেন, সে-পরীক্ষার সরলতা তারা ব্যাখ্যা করেছেন। সরলতা কি শেষ পর্যন্ত সরল? সরলতা হচ্ছে প্রতারক অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা নিজেদের চোখে এবং অন্যদের চোখে উদ্ভাবন করছে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র পুঙ্খানুপুঙ্খতার বিশদ বিস্তৃতি তারা নাগরিকের চোখে তুলে ধরেছেন, তাই হচ্ছে পাবলিকের মূল্যায়ন। এভাবে তারা নিজেদের লাবারেসনের মাধ্যম করে তুলেছেন। এই যাত্রা দৈনন্দিনকে ধরার যাত্রা, সেজন্য তাদের কাজে রাজনীতি এসেছে। আমাদের সমাজব্যবস্থায় নির্যাতন আছে, ক্লেশ আছে, ক্লেদ আছে। তারা ভেবেছেন শিল্পের মধ্যে সমাজবদলের একটা ঝোঁক থাকা দরকার। এই ঝোঁকটাই তাদের দেশ, সমাজ, রাষ্ট্রের কাছে টেনে এনেছে।

৭.

অন্য ধারা, তাকে বলা যায়, প্রকৃতি/নিসর্গ করার অভিজ্ঞতা এই ধারায়ও উপস্থাপিত করেছেন কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খান এবং রফিকুন নবী। এই অভিজ্ঞতা উৎসারিত নির্মিত সত্তা থেকে, যেখানে বৈচিত্র্যের বিভিন্নতা ও প্রাত্যহিক জীবনের ডকুমেন্টেশন বড় করে দেখানো হয়েছে। তারা ফোকাস করেছেন জীবনযাপনের সরলতার ওপর, প্রত্যেকের জীবনযাপন বেড়ে ওঠে অভিজ্ঞতা মধ্যে দিয়ে। এই অভিজ্ঞতাই সুচারুভাবে তারা এঁকেছেন নিজেদের কাজে। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্ভাবন করেছেন। বিষয় হিসেবে এই উদ্ভাবন তাদের অভিজ্ঞতার পরিসর বাড়িয়েছে। সরলতা কি শেষ বিশ্লেষণে সরল? সরলতা হচ্ছে অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি। এই সজীবতাই উদ্ভাবন করে নিজের দেশ, সমাজ এবং রাষ্ট্র নিজেদের চোখে এবং অন্যদের চোখে। তারা পাবলিকের কাছে অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটি তুলে ধরেছেন, যা একইসঙ্গে সম্পর্কের মূল্যায়ন। এভাবে তারা নিজেদের প্রকাশ করেছেন। এই যাত্রার গন্তব্য প্রাত্যহিক জীবন উন্মোলিত করা, যে কারণে তাদের কাজে রাজনৈতিকতা এসেছে। আমাদের সমাজে নির্যাতন আছে, শৃঙ্খলা আছে, আছে দুর্গতি ও দুর্ভোগ। সেজন্য তাঁরা ভেবেছেন শিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিকতা দরকার; এই বোধ তাঁদের সংলগ্ন করেছে দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের শিল্পকলা সংগ্রহ : শিল্পের অঞ্চলে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

বাংলাদেশ ব্যাংক স্বাধীনতার পূর্ব থেকে বাংলাদেশের সমকালীন চিত্রকলা ও বুনন শিল্পের কাজের যে সংগ্রহটি গড়ে তুলেছে, তাকে বিষয়বস্তু, শৈলী ও প্রবণতার বিচারে প্রতিনিধিত্বশীলই বলা যাবে। তবে স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ ব্যাংকে শিল্পকলা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান ভবন, গভর্নরের বাসভবন, আঞ্চলিক কার্যালয় ও অন্যান্য ভবনে সংরক্ষিত শিল্পকলার সংগ্রহটি বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার কয়েকজন পথিকৃতের কাজের সঙ্গেও দর্শকদের পরিচিত করিয়ে দেয়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে ঢাকায় একটি আর্ট ইনস্টিটিউট স্থাপনের মধ্য দিয়ে এদেশের আধুনিক শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে আন্দোলনের সূচনা হয়, তার একটি মোটামুটি প্রতিফলন এই সংগ্রহে পাওয়া যায়। জয়নুল, তাঁর দুই সহকর্মী কামরুল হাসান এবং সফিউদ্দিন আহমেদের কাজ এ সংগ্রহে আছে, এবং আরও আছে আরেক পথিকৃৎ শিল্পী এস এম সুলতানের একটি কাজ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগ্রহে এসব অগ্রগণ্য শিল্পীর একটি করে কাজ থাকলেও এঁদের ঠিক পরপর যারা বাংলাদেশের শিল্পভুবনে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁদের একাধিক কাজ সংগৃহীত হয়েছে। এঁদের মধ্যে আছেন মোহাম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, আবদুর রাজ্জাক, দেবদাস চক্রবর্তী, কাইয়ুম চৌধুরী, মুস্তাফা মনোয়ার, কাজী আবদুল বাসেত, মুর্তজা বশীর, সৈয়দ জাহাঙ্গীর ও নিতুন কুণ্ডু। তবে সংখ্যায় কম হলেও এসব শিল্পীর কাজ দেখে গত শতকের পঞ্চাশ দশক থেকে শুরু করে আমাদের শিল্পকলায় যে উৎসার ঘটে, তার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। তবে, আবারও, একটি সীমাবদ্ধতার কথা বলতে হয়। তেল ও জলরং ছাড়া অন্যান্য মাধ্যম বলতে রশিদ চৌধুরীর দুটিমাত্র বুনন শিল্পের কাজ এ সংগ্রহে আছে। ফলে ভাস্কর্যসহ অন্যান্য মাধ্যমে যেসব চমৎকার ও মেধাবী কাজ বাংলাদেশে হচ্ছে, সে সম্পর্কে এই সংগ্রহটি হয়তো কোনো ধারণা দিতে পারবে না। হয়তো প্রদর্শনীর জন্য উপযুক্ত পরিসরের অভাবে ভাস্কর্য ও স্থাপনাশিল্পের কাজ সংগৃহীত এবং প্রদর্শিত হয়নি। ছাপাই ছবির বৈভব ও বৈচিত্র্য যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তবে, এই সংগ্রহের পেছনে যে নিষ্ঠা এবং শিল্পচেতনা কাজ করেছে, তা নিশ্চয় ভবিষ্যতে বিভিন্ন মাধ্যমে করা কাজের একটি ব্যাপক সমাহার ঘটাবে সার্থকভাবে, একথা নিশ্চিত করে বলা যায়। এ প্রসঙ্গে এতে আমাদের প্রতিভাবান অসংখ্য তরুণ শিল্পীর কথা বলা যায় যাঁরা দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে তাদের মেধার স্বাক্ষর রাখছেন। তাঁদের কাজও নিশ্চয় একদিন বাংলাদেশ ব্যাংকের শিল্পকলা ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

তবে এই সংগ্রহ বেশ কয়েক প্রজন্মের শিল্পীকে এক কাতারে নিয়ে এসেছে। এখানে প্রজন্ম বলতে সেই কুড়ি-পঁচিশ বছরের বয়স ব্যবধানকে বোঝানো হচ্ছে না, বরং বোঝানো হচ্ছে সেসব শিল্পীকে যাঁরা অগ্রজদের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি, শৈলী, মাধ্যম এবং পরিবেশনগত পার্থক্য তৈরি করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রচনা করেছেন, তাঁদের। দেখা যাবে, পথিকৃৎদের সঙ্গে দশ বছরের ব্যবধানেই শিল্পচর্চায় নতুন ধ্যানধারণা নিয়ে অনেকে উপস্থিত হয়েছেন। এর পেছনে কাজ করেছে যুগের প্রভাব এবং পৃথিবীর, প্রধানত পশ্চিমের সমকালীন শিল্পধারাগুলোর সঙ্গে এঁদের পরিচয়। এভাবে আমরা পাই আবু তাহের, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, শামসুল ইসলাম নিজামী এবং হাশেম খানকে যাঁদের কেউ কেউ বিমূর্তায়নের বিশুদ্ধতা সন্ধান করেছেন, কেউ করেছেন দৃশ্যের অভ্যন্তরের কাব্যিকতাকে। এঁদের পরপরই আবির্ভাব ঘটে রফিকুন নবী, মনিরুল ইসলাম ও মাহমুদুল হকসহ বেশ কিছু প্রতিভাবান শিল্পীর। ষাট-সত্তর দশক জুড়ে দৃশ্যপটে আরও আসেন আবদুস শাকুর শাহ, হাসি চক্রবর্তী, আবদুস সাত্তার, বীরেন সোম, শাহাবুদ্দীন আহমেদ, মনসুরুল করিম, অলকেশ ঘোষ, মারুফ আহমদ, রেজাউল করিম, কে এম এ কাইয়ুম, ওয়াকিলুর রহমান, মোহাম্মদ ইউনুস। ব্যাংকের সংগ্রহে তরুণ শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন মো. মনিরুজ্জামান, শেখ আফজাল হোসেন, মামুন কায়সার, মো. আমিরুল মোমেনীন চৌধুরী, মোহাম্মদ ইকবাল, রণজিৎ দাস, মো. আনিসুজ্জামান ও একেবারে নবীন বিশ্বজিৎ গোস্বামী। পাশাপাশি আরও রয়েছেন নাজলী লায়লা মনসুর, ফরিদা জামান, নাসরিন বেগম, রোকেয়া সুলতানা ও কনক চাঁপা চাকমা। এই শেষ পাঁচজনকে নারী শিল্পী হিসেবে পরিচয় দিতে দেখেছি কোনো কোনো লেখালেখিতে, তবে তাতে তাঁদের মেধা ও দক্ষতার বিষয়টি পাশ কাটিয়ে একটি আরোপিত পরিচিতিতে তাঁদের বন্দী করা হয় বলেই আমার ধারণা। শিল্পী প্রধানত শিল্পী, এবং এই পরিচয় পুরুষ-নারী বিভাজনে ফেলা উচিত নয়। তবে এ ক'জন শিল্পীর সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে, তাঁদের কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলার আন্দোলনে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি তাঁরা যে কাজটি করেছেন, তা হচ্ছে শিল্পকলায় নারীদের সামাজিক অবস্থানটি, তাঁদের সংগ্রাম এবং পুরুষতান্ত্রিকতা ও সমাজের নানা প্রতিকূলতাকে পাশ কাটিয়ে তাদের নিজস্বতা অর্জনের বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। শিল্পকলায় একটি নারী-ভাষা সৃষ্টিতেও তাঁদের অবদান রয়েছে এবং তাঁদের সংবেদী কাজে সমাজের দৃষ্টিতে 'অনুপস্থিত' মননের একটি সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। তা ছাড়া, অনেকে তরুণী শিক্ষার্থীকে শিল্পকলাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার একটি বিষয় হিসেবে নিতে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের সৃষ্টিশীলতার স্ফুরণ ঘটাতে উৎসাহিত করেছেন।

মোহাম্মদ কিবরিয়া Mohammad Kibria

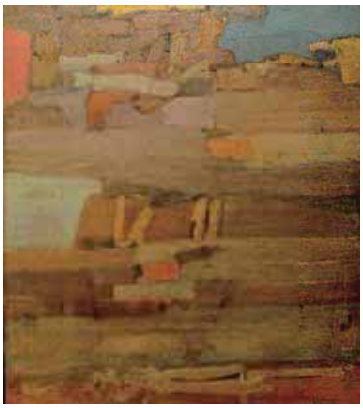

কাজী আবদুল বাসেত Kazi Abdul Baset

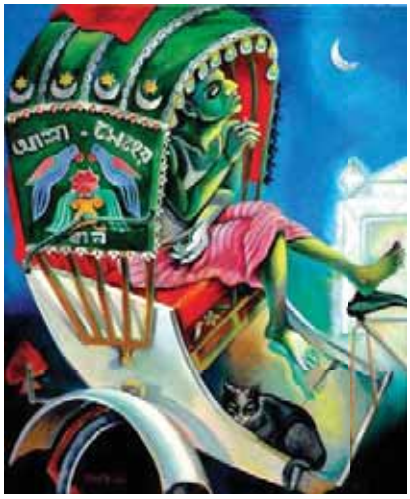

Nazlee Laila Mansur নাজলী লায়লা মনসুর

K.M.A. Quayyum কে.এম.এ. কাইউম

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগ্রহটি আমাদের শিল্পকলার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যকেও তুলে ধরেছে। ছবিগুলোতে যেমন একদিকে উন্মুক্ত প্রকৃতিকে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে, অন্যদিকে নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে সেই প্রকৃতির বিপন্নতাও তুলে ধরা হচ্ছে; একদিকে পরিসরের (এবং তা শুধু স্থানিক নয়, মানসিক এবং একান্ত মুহূর্তেরও) প্রশান্তি, অন্যদিকে এই পরিসর সংকুচিত হওয়ার উদ্বেগ; একদিকে স্বাধীনতার গান, অন্যদিকে ১৯৭১ পরবর্তী নানা রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনায় সেই স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার শঙ্কা। বিষয়গৌরবে আমাদের শিল্পকলার যে বিশিষ্টতা রয়েছে, ছবিগুলোতে রয়েছে তার প্রমাণ।

সংগ্রহের অনেক শিল্পীই বিমূর্তায়নকে, আরও নির্দিষ্ট করে বললে বিমূর্ত প্রকাশবাদকে তাঁদের পছন্দের আঙ্গিক ও বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন, তবে অবয়বের প্রতি আকর্ষণটিও অনেকের মধ্যে তীব্র। সার্বিকভাবে, নিরীক্ষাধর্মিতার প্রতি একটি প্রবল টান অনুভব করেছেন আমাদের শিল্পীরা। প্রবীণ-তরুণ অনেক শিল্পীই দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের স্থাপন করতে আগ্রহী। তবে যে প্রক্রিয়ায় আমাদের আধুনিক শিল্পকলা বর্তমানের অবস্থানে এসেছে, তার একদিকে ছিল নিরীক্ষাধর্মিতার প্রতি আগ্রহ, অন্যদিকে ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য। ফলে ঐতিহ্যকে তাঁরা নতুন নতুন ভাবে পুনর্নির্মাণ করেছেন, এর সঙ্গে আধুনিকতার চমৎকার একটি মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। এজন্য আমাদের আধুনিক শিল্পকলা তার নিরীক্ষাগত চমৎকারিত্ব এবং আধুনিক নানা শৈলীগত সৌকর্য সত্ত্বেও একটি নিজস্ব ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে। এ শিল্পকলা কখনো নিরালম্ব হয়নি, ঠিকানা হারায়নি। সবচেয়ে বিমূর্ত চিত্রকলাতেও তাই একটু খুঁটিয়ে দেখলে বাংলাদেশের প্রকৃতিকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

ঐতিহ্যের সঙ্গে এই সংলাপে বাংলাদেশের শিল্পকলা সবসময় একটি অগ্রবর্তী অবস্থানে থেকে পশ্চিমা নানা শিল্পধারা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে আত্মস্থ করেছে, এবং সমৃদ্ধ হয়েছে। সেই ১৯৬০-এর দশকে যখন বিমূর্ত প্রকাশবাদ গুরুত্ব পেতে থাকে, তখনও আমাদের শিল্পকলার প্রধান চিন্তাগুলি আমাদের সমাজকে ঘিরেই, জনজীবনকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে।

এই সমাজঘনিষ্ঠতার পেছনে একটু ইতিহাস আছে। ১৯৪০-এর দশকে, ইংরেজ উপনিবেশী শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট দেশে অনেক বিপর্যয়ের সঙ্গে একটি মানুষ-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষও যুক্ত হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল; বাস্তুচ্যুত হয়েছিল আরও অসংখ্য মানুষ। দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অন্যান্য ঘটনা একটা দীর্ঘ ছায়া ফেলেছিল ওই দশকের ওপর। জয়নুল আবেদিন ১৯৪৩-এর মন্বন্তরকে উপজীব্য করে তখন অনেকগুলি স্কেচ আঁকেন। সেগুলো ভারতজুড়ে একটা সাড়া ফেলে দেয়। এসব স্কেচে জয়নুলের স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি এবং মানবতার প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর অন্যান্য কাজেও বাঙালি জীবনের রূপায়ণে তিনি এই নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা বজায় রেখেছেন। জয়নুল বিষয় ও আঙ্গিকের খোঁজে লোকশিল্পের কল্পনা ও নান্দনিকতার কাছে ফিরে গেছেন, এর নানা ফর্মকে নিজের করে নিয়েছেন। তাঁর এই স্বদেশ ও ঐতিহ্যযাত্রায় সামিল হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঢাকায় পাড়ি দেওয়া তাঁর কয়েক শিল্প সহযাত্রী–কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হক প্রমুখ। ১৯৪৮ সালে এঁদের সহযোগিতায় জয়নুল ঢাকায় যে আর্ট ইনস্টিটিউট স্থাপন করলেন, তা বাংলাদেশে একটি নতুন শিল্প আন্দোলনের সূচনা করল। বলতে গেলে, এখান থেকেই, একেবারে গোড়া থেকেই যেন আমরা যাত্রা শুরু করলাম। প্রায় শূন্য থেকে যে এতদূর পৌঁছাল আমাদের আধুনিক শিল্পকলা, একে বৈপ্লবিকই তো বলতে হয়।

এরপর পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে চলতে থাকে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। সম্মুখসারির অনেক শিল্পী ইউরোপে এবং জাপানে শিল্পশিক্ষার জন্য গেলেন, এবং ফিরে এলেন পশ্চিমা শিল্পকলা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান নিয়ে। ঘনকবাদ ও বিমূর্ত প্রকাশবাদ সম্বন্ধেও তাঁরা হাতেকলমে পাঠ নিলেন। তাঁরা ফিরে এসে যে শিল্পচর্চায় সামিল হলেন, তাতে এই নতুন জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটতে থাকল। ফর্ম ও আকারের জ্যামিতির দিকে শিল্পীদের দৃষ্টি গেল। রং নিয়ে নিরীক্ষা এবং পরিসর বা স্পেস নিয়ে নতুন চিন্তা শুরু হল। বিমূর্তায়ন এক নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করল।

তবে বিমূর্তায়ন যখন গুরুত্ব পাচ্ছে, লোকজ কল্পনা ও ফর্মের উপস্থিতিও তখন সমান সক্রিয়। জয়নুল, সুলতান ও কামরুলের ছবিতে শুধু নয়, পশ্চিমা শিল্পচিন্তা যাঁদের প্রভাবিত করেছিল, তাঁদের কাজেও হঠাৎ হঠাৎ এগুলোর উদ্ভাস এই বিষয়টিকেও স্পষ্ট করে তুলল।

পশ্চিমা শিল্পশিক্ষায় দীক্ষিত দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পীরা অবশ্য প্রধানত নিজস্ব ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে বিমূর্ত প্রকাশবাদকেই উপস্থাপিত করতে আগ্রহী হলেন। এঁরা পশ্চিমা অর্থে আধুনিকতাকে ব্যাখ্যা করতে উৎসাহী হলেন। কিবরিয়া, আমিনুল, হামিদুর রাহমান, মুর্তজা বশীর, রশীদ চৌধুরী অথবা আবদুর রাজ্জাকের ছবিতে তাই আধুনিকতার নিরীক্ষাধর্মী, বস্তুনিষ্ঠ রূপটিই প্রধান হল।

১৯৭১ সালে একটি সফল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি আমাদের সৃষ্টিশীলতায় এক বিশাল প্রভাব ফেলে। এই যুগান্তকারী ঘটনা–যাতে ভয়াবহতার সঙ্গে বীরত্বের এক অদ্ভুত ভারসাম্য ছিল–আমাদের শিল্পকলায় একটি অবধারিত উপস্থিতি হয়ে দাঁড়ায়। তবে প্রত্যক্ষ রূপায়ণের পাশাপাশি ১৯৭১-এর ঘটনাবলি একটি প্রতীকী মাত্রাতেও সন্নিবেশিত হয়। প্রত্যক্ষ অথবা প্রতীকী যে ভাবেই ওই ঘটনাবহুল বছরটিকে শিল্পীরা প্রকাশ করে থাকেন না কেন, দেখা গেল অবয়বের একটি পুনরুত্থান ঘটছে। আধা-বিমূর্ত ও আধা-অবয়বধর্মী ছবির পাশাপাশি অবয়বপ্রধান ছবিরও আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও একটা বিপ্লব ঘটে গেল। মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক ভাস্কর্যের পাশাপাশি ক্ষুদ্র পরিসরেও অনেক ভাস্কর্য তৈরি হল।

সত্তরের দশকে যেসব শিল্পী সক্রিয় ছিলেন, তাঁদের অনেকে এর আগেই, ষাটের বা পঞ্চাশের দশকেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। তবে তাঁরা সবাই তাঁদের কাজে নতুন যুগের নতুন বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটাতে সচেষ্ট হলেন। যাঁরা বিমূর্তায়নে আগ্রহী ছিলেন, তাঁরা সময়ের নানা বৈপরীত্য এবং বাস্তবের নানা দ্বন্দ্বসংঘাত তাঁদের ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। যাঁরা বাস্তবের দাবিগুলোকে একটি অন্তর্নিহিত রোমান্টিক চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে প্রকাশ করতে চাইছিলেন, তাঁরা প্রকৃতি ও লোকজ শিল্পের কৃৎকৌশল এবং অবয়বধর্মিতাকে তাঁদের কাজে নিয়ে এলেন। মাধ্যমগত একটি বৈচিত্র্যও এ সময়ের কাজে পরিলক্ষিত হল। ভাস্কর্যের কথা আগেই বলা হয়েছে–ছাপাই ছবি নিয়েও নতুন এক উৎসাহ তৈরি হল। এ সময়ের সক্রিয় শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী, নিতুন কুণ্ডু, আবু তাহের, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন নবী, মনিরুল ইসলাম, মাহমুদুল হক, কালিদাস কর্মকার, শহীদ কবির, আবদুস শাকুর, চন্দ্রশেখর দে, হাসি চক্রবর্তী, মনসুর উল করিম, কাজী গিয়াসউদ্দিন, বীরেন সোম, কে এম এ কাইয়ুম, শাহাবুদ্দীন আহমেদ, নাজলী লায়লা মনসুর, অলক রায় প্রমুখ।

সত্তর ও আশির দশক ছিল শিল্পশিক্ষার বিস্তার এবং চিত্র গ্যালারির আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ও। শিল্পপ্রদর্শনীর সংখ্যাও বাড়ল। ১৯৮৬ সালে ঢাকাতে প্রথম এশীয় দ্বিবার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনীর সূত্রপাত হল। এ পর্যন্ত এ প্রদর্শনীটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য টানাপোড়েন সত্ত্বেও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মাধ্যমে চিত্রপ্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। ফলে শিল্পীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি জায়গা করে নেওয়ার উৎসাহও তৈরি হল। এশীয় দ্বিবার্ষিকে যে স্থাপনাশিল্পের প্রদর্শনী হয়, তা দেখে আমাদের তরুণ শিল্পীরাও উদ্বুদ্ধ হন। শীঘ্রই তাদের হাতে চমৎকার কিছু স্থাপনা শিল্প তৈরি হয়। বলা যায়, খুব দ্রুত এই নতুন মাধ্যমে তারা পারঙ্গমতা অর্জন করেন।

আশির দশক থেকে আমাদের শিল্পকলায় উত্তরাধুনিক সংবেদনশীলতারও একটি প্রকাশ ঘটতে থাকে। 'উত্তরাধুনিক' কথাটি নিয়ে অনেক সময় যে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে, এখানে তার কোনো অবকাশ নেই। কেননা, একটি উত্তরাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, লঘুত্বকে প্রাধান্য দিয়ে, কৌতুক ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে, শিল্পের উচ্চ-নিচ বিভাজনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, উদ্ভট এবং অদ্ভুতের ব্যাপক ব্যবহার করে কিছু শিল্পী আমাদের বাস্তবতা এবং জীবনাভিজ্ঞতাকে একটি নতুন আলোতে উপস্থাপনা করলেন। এসব শিল্পী সময় ও পরিসরের যুগলবন্দিকে নতুন ব্যাখ্যা দিলেন। ফলে, শিল্পকর্মে যে জীবন ধরা পড়ল, তা বাস্তব থেকে ভিন্ন না হলেও একটি ভিন্ন মাত্রায় তা উদ্ভাসিত হল। এই দশকের শিল্পীদের মধ্যে যাঁদের উল্লেখ প্রথমেই করতে হয়, তাঁদের মধ্যে আছেন ফরিদা জামান, রণজিৎ দাস, মোহাম্মদ ইউনুস, রোকেয়া সুলতানা, নাসরীন বেগম, কাজী রকিব, তরুণ ঘোষ, নাইমা হক, জি এস কবির, ঢালী আল মামুন, দিলারা বেগম জলি, খালেদ মাহমুদ মিঠু, শেখ আফজাল হোসেন, নিসার হোসেন, কনক চাঁপা চাকমা, শিশির ভট্টাচার্য, ওয়াকিলুর রহমান, নীলুফার চমন, মোকলেসুর রহমান ও মোহাম্মদ ইকবাল।

রোকেয়া সুলতানা Rokeya Sultana

অনেক শিল্পীর জন্য আশির দশকটি ছিল লাভ এবং ক্ষতি উভয়ের। ক্ষতিটি ছিল এই যে, রাজনৈতিক পালাবদল ও সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য তাঁরা স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের উচ্ছ্বাস এবং আকাঙ্ক্ষার অনেকটাই হারিয়ে ছিলেন, কিন্তু লাভ হয়েছিল এই যে, তাঁরা তাঁদের সময়, বাস্তবতা ও ইতিহাস সম্পর্কে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করলেন। তাঁদের আবেগের ঘরে যে ক্ষতি হল, তাঁদের বুদ্ধি ও চেতনার ঘরে পাওয়া নতুন প্রজ্ঞা দিয়ে তার অনেকটাই তাঁরা ভরে দিলেন। সত্তরের শিল্পীরাও আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে আবেগাক্রান্ত ছিলেন, একটি নতুন পরিচিতি এবং নতুন নানা সম্ভাবনা নিয়ে উদ্দীপ্ত ছিলেন। কিন্তু মধ্য-সত্তরের ঘটনাপ্রবাহ, বিশেষ করে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যের হত্যাযজ্ঞ, তাঁদের সেই উদ্দীপনাকে কেড়ে নিয়েছিল। সত্তরের মাঝামাঝি থেকে আত্মপ্রকাশ করা শিল্পীদের মধ্যেও এসব নিয়ে হতাশা ছিল। কিন্তু দেশ নিয়ে, সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে তাঁরা যত ভাবতে থাকলেন, তত তাঁরা দেশের সংস্কৃতির শেকড়ে গেলেন। এসময়ের চিত্রকলা ও ছাপাই ছবিতে লোকজ নানা কাহিনি, কিংবদন্তি এবং লোকজ শিল্পের ফর্ম বেশ প্রভাব ফেলে। তবে এসব কাহিনি বা কিংবদন্তির বাইরেটা শুধু নয়, তাঁরা এসবের অন্তর্নিহিত সত্য এবং ইতিহাস ও সময়ের অমোঘ বাণীগুলোকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। এইসঙ্গে লোকজ প্রজ্ঞা যুক্ত হলে শিল্পীরা ইতিহাসের নির্মম সত্যগুলো বুঝতে এবং এগুলো মোকাবেলা করতে ভেতর থেকে শক্তি পেলেন। আশির দশকে অনেক শিল্পী ইতিহাস ও কিংবদন্তির সঙ্গে ব্যঙ্গ ও কৌতুকের ব্যবহার এবং সামাজিক বিশ্লেষণের মিশ্রণ ঘটালেন। অবশ্য এতে যে উত্তরাধুনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটে, তা উপমহাদেশসহ অন্যত্র আশির দশকে বেশ দেখা যাচ্ছিল।

একসময়, সেই ষাটের দশকে, বিমূর্তায়নের দিকে, একটা ঝোঁক ছিল। তবে এখন আর সেই ঝোঁকটি প্রধান নয়, এখন আধা-বিমূর্ত এবং অবয়বধর্মী কাজের প্রতি আগ্রহটাই বেশি, যদিও অবয়বের ব্যবহারে নিরীক্ষাধর্মিতা এখন প্রায় স্বতঃসিদ্ধ একটি ব্যাপার। রঙের ব্যবহারে ব্যাপকতা, গভীরতা এবং দার্ঢ্য এসেছে, এবং বিভিন্ন মাধ্যমের সম্ভাবনাগুলোকে তীব্রতা নিয়ে দেখা হচ্ছে। এর ফলে যে শিল্প এখানে সৃষ্টি হচ্ছে, আন্তর্জাতিক পরিসরেও তা একটি জায়গা করে নিচ্ছে।

এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে যত শিল্পীর উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের প্রায় সবার কাজ বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগ্রহে আছে। তবে সংগ্রহের ধারাবাহিকতায় যাঁদের কাজ নেই নিশ্চয় ভবিষ্যতে তা সংযুক্ত হবে। তারপরও বর্তমান সংগ্রহটি বাংলাদেশের শিল্পকলায় আধুনিকতার উৎসারের সময়টি ভালভাবেই যে ধরে রাখতে পেরেছে, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সদিচ্ছাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক সংগ্রহ

মুনতাসীর মামুন

শিল্পকলা সংগ্রহের বিষয়টি এদেশে পুরানো কোনো ঐতিহ্য নয়। সামগ্রিকভাবে, শিল্পকলা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো ধারণা নেই। শিল্পকলা আন্দোলনকে এখানে অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে আসতে হয়েছে।

স্বাধীনতার পর সে আবহ অনেকটা বদলেছে। প্রযুক্তি শিক্ষার উন্নতি এবং গোলকায়নের কারণে মানুষ এখন সচেতন। মধ্যবিত্তের প্রসারের সঙ্গে রুচি, নান্দনিকতার বিকাশ ঘটেছে। শিল্পকলা, বিশেষ করে চিত্রকলা এখন সংগৃহীত হচ্ছে, কখনো ভালো লাগার কারণে, কখনো মর্যাদার জ্ঞাপক হিসেবে, কখনো-বা বিনিয়োগ হিসেবে।

আমাদের দেশে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহও চিত্রকলা সংগ্রহ করছে। তবে, তা নির্দিষ্ট কোনো নীতিমালার কারণে নয়। ব্যক্তির আগ্রহ, যোগাযোগ, অর্থপ্রাপ্তি সবকিছুর ওপর নির্ভর করছে সংগ্রহের ধারা। প্রাক স্বাধীনতা আমলে এ ধারা ছিল ক্ষীণ। এখন খানিকটা বেগবান হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিত্রকলার প্রতি আগ্রহ

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ '৭১ এর ভাষণ
শিল্পী : হাশেম খান

Speech of the 7th March, 1971 by Bongobondhu
Artist : Hashem Khan

দেখান। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধানের চিত্রায়নের ভার তিনি দিয়েছিলেন শিল্পাচার্যের ওপর। তরুণ চিত্রকরদের নিয়ে তিনি সে কাজ সমাপন করেছিলেন। খুব কম দেশে এরকম ঘটেছে। তিনি যখন বাইরে যেতেন তখন উপহারের জন্য চিত্রকলা নিয়ে যেতেন। সরকারি মহলে এ বিষয়টি প্রভাবিত করে।

বাংলাদেশের সরকারি সংস্থায় এক জরিপ করে দেখেছি, শেখ হাসিনার আমলে ব্যাপকভাবে চিত্রকলা সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথমবার তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী হন তখন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সজ্জিত করেছেন চিত্রকলা দিয়ে। দ্বিতীয়বারও গণভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জন্য সংগ্রহ করেছেন। এর প্রভাব অন্যান্য সরকারি সংস্থায়ও পড়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্যাপকভাবে চিত্রকলা সংগ্রহ করেছে। সরকারে ব্যক্তি যখন আগ্রহী হয়েছেন তখন এ ধরনের সংগ্রহ হয়েছে।

এশিয়ার অনেক দেশে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা পৃষ্ঠপোষকতা, বিনিয়োগ ও নান্দনিকতার কারণে শিল্পকলার সংগ্রহ গড়ে তুলছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে বিশাল সংগ্রহ আছে এবং তা দেখাশোনার জন্য বিশিষ্ট কোন শিল্পীকে নিয়োগ দেওয়া হয় কিউরেটর হিসেবে। মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আলাদা শিল্পসংগ্রহ শুধু গড়ে তোলেনি তা প্রদর্শনের জন্য আলাদা প্রদর্শনীশালাও গড়ে তুলেছে।

এ সময়ের তুলনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগ্রহ নবীন। কেন্দ্রীয় এই ব্যাংকে এখন মোটামুটি নিয়মিত ছবি সংগ্রহ করা হয় তবে এখনও তা নির্ভর করে গভর্নরের ব্যক্তিগত আগ্রহের ওপর। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার বিভিন্ন বিভাগে নিজস্ব স্থাপনায় ম্যুরাল তৈরি করেছে, ভাস্কর্যও। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংগৃহীত চিত্রকলার সংখ্যা এখন ১০০। এর মধ্যে স্বাধীনতার আগে কেনা হয়েছে মাত্র তিনটি চিত্রকর্ম। ১৯৯৮ সালে ৩৭টি, ২০০০ সালে ৭টি, বাকিগুলো সংগৃহীত হয়েছে এরপর। মনে হয় ১৯৯৮-২০০০ সালে পরিকল্পনা করে চিত্রকলা সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশের খ্যাতিমানদের এবং অপেক্ষাকৃত তরুণদের ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে বলা যেতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি চমৎকার সংগ্রহ গড়ে উঠেছে।

এসব সংগ্রহ রাখা হয়েছে ঢাকায় ব্যাংকের প্রধান ভবনের করিডোরে, বিভিন্ন কক্ষে। ফলে, প্রধান ভবনটি অন্য মাত্রা পেয়েছে। নিচতলায় প্রবেশপথেই চোখে পড়ে মুর্তজা বশীরের বিশাল ম্যুরাল, বাইরে শিল্পী হামিদুজ্জামান খানের ভাস্কর্য। এখন মোটামুটি নিয়মিতভাবেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক চিত্রকলা সংগ্রহ করেছে।

১৯৯৮-২০০০ সালেই ৪৪টি চিত্রকর্ম কেনা হয়েছে। অর্থাৎ, বাজারে যাদের ছবি পাওয়া গেছে তাই ক্রয় করা হয়েছে। তাই কোন শিল্পীর শিল্পকলা বিকাশের কোন ধারা এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে, যাঁরা নিজস্ব একটি রীতি গড়ে তুলেছেন, যেমন মোহাম্মদ কিবরিয়া, কামরুল হাসান, এস এম সুলতান, কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খান এবং রফিকুন নবীর চিত্রকলায় আমরা তার স্বাক্ষর পাই। তরুণদের কাজের সংগ্রহটিও অবহেলার নয়। এ সংগ্রহে আমরা বাংলাদেশের নামি শিল্পীদের প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ পাই। কয়েকদিন আগে এ সংগ্রহে জয়নুল আবেদিনের একটি স্কেচ সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি বেশ দুষ্প্রাপ্য যেমন, রশিদ চৌধুরী বুনন, 'সোনার তরী' যা স্বাধীনতার আগে সংগ্রহ করা হয়েছিল। দুর্লভ ছবির তালিকায় আছে সফিউদ্দিন আহমেদের 'দি ক্রাই', কামরুল হাসানের 'রমণী' ও এস এম সুলতানের 'গ্রামবাংলা'। একাধিক ছবি আছে মোহাম্মদ কিবরিয়া, মুর্তজা বশীর, আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী ও হাশেম খানের। তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সেখানে বিদ্যমান। বিশেষ করে গভর্নরের অফিস কক্ষে ঢোকার আগে হাশেম খানের ইতিহাসনির্ভর ব্যতিক্রমী একটি ছবি সবার চোখে পড়বে। তা হল, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। খ্যাতিমানদের মধ্যে আবদুর রাজ্জাক, নিতুন কুণ্ডু, রফিকুন নবী এর ছবি সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগ্রহ আমাদের দেশের তিন প্রজন্মের প্রথিতযশা শিল্পীদের কাজ একত্রিত করেছে। একসঙ্গে এই সংগ্রহ দেখলে, আমাদের শিল্পকলা বা চিত্রকলার জগৎটি উন্মোচিত হয়। প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের সঙ্গে দ্বিতীয় এবং তাদের সঙ্গে তৃতীয় প্রজন্মের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে। বোঝা যায় কীভাবে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চিত্রকলার জগৎ ক্রমেই বৈচিত্র্যময় ও নিরীক্ষাধর্মী হয়ে উঠেছে। ব্যাংক যদি এখন নিয়মিতভাবে একটি নীতিমালার আলোকে ছবি সংগ্রহ করে তবে তা আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। নীতিমালাটি হতে পারে, প্রত্যেক শিল্পীর বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ সংগ্রহ এবং তরুণদের কাজ নিয়মিত সংগ্রহ। এর ফলে যে সংগ্রহ গড়ে উঠবে তা আমাদের চিত্রকলা আন্দোলনের ইতিহাসই তুলে ধরবে। এর একটি ঐতিহাসিক মূল্য হবে শুধু তাই নয় তা বিনিয়োগ হিসেবেও বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনসমূহের চিত্রশিল্প, দেয়ালচিত্র ও ভাস্কর্য

রবিউল হুসাইন

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্ন থেকে প্রধানত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি ও প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সফলভাবে পরিচালনা করে যাচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রেও এক প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। সুদৃঢ় অর্থনীতি যেমন একটি দেশের ভিত্তিভূমি তেমনি শিল্প ও সংস্কৃতি তার অন্তর্নিহিত কাঠামো। এইসব নিয়েই একটি দেশ প্রতিষ্ঠিত এবং প্রকৃত পরিচয়ে পরিচিতি পায়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক কার্যালয় অবস্থিত। সেখানে আকর্ষণীয় স্থাপত্যশৈলী অনুযায়ী যেসব ব্যাংক ভবন নির্মিত হয়েছে সেসবের প্রবেশমুখে, বাইরে ও ভেতরের দেয়ালে, অভ্যর্থনা কক্ষে, বারান্দার দুই দিকে এবং কক্ষাভ্যন্তরে বিভিন্ন আকার-আয়তনে দেশের প্রথিতযশা শিল্পীদের সৃষ্ট চিত্রশিল্প শিল্পের প্রকাশ সর্বজনীন, তবে যখন একটি দেশ বা সমাজের যে শিল্পী দ্বারা শিল্পচর্চা হয় তখন সেই পরিবেশ, প্রতিবেশ, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা, প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকতার ওপর নির্ভর করে তা গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দেশব্যাপী বিভিন্ন শহরের ব্যাংক কার্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় ও মাধ্যমের যেসব শিল্পকর্ম দেখা যায়, সেসবের মধ্য দিয়ে অনুরূপভাবে এ দেশের মূল শিল্পরূপটি পরিদৃশ্যমান হয় এবং সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অতীত, সাম্প্রতিক এবং আগামী দিনের শিল্পসৃষ্টির মূল পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। এসব কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের এই নান্দনিক শিল্পের প্রতি ঐকান্তিক প্রেরণামূলক পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসাধন্য কার্যক্রম। দেশের বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন কার্যালয়ে যেসব চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপনা ও দেয়ালচিত্র বিদ্যমান সেসব নিয়ে একটি বৃহৎ চিত্রপুস্তক বা অ্যালবাম প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই সংগৃহীত, সংযোজিত ও সংরক্ষিত পুস্তকে শিল্পকর্মের সন্নিবেশিত ছবি ও আলোকচিত্রসমূহ ব্যাংক ও জনগণের কাছে ব্যক্তি বা

ঢাকা, বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনে ম্যুরাল চিত্রের অংশ বিশেষ
শিল্পী : মুর্তজা বশীর

Part of the Mural Painting in Bangladesh Bank, Dhaka
Artist: Murtaja Baseer

দেখা যায়। এইসঙ্গে সিমেন্ট ও কাঠের ভাস্কর্য, স্থাপনাশিল্প এবং কাঠ, মোজাইক ও পোড়ামাটির ম্যুরাল বা দেয়ালচিত্রের শিল্পকর্মও। চিত্রশিল্পসমূহ প্রধানত জল ও তেল রং, অ্যাক্রেলিক, মিশ্ররীতি, কোলাজ বা বিভিন্ন বস্তু সংযোজনরীতিসহ নানান উপাদান এবং শিল্পশৈলীর সাহায্যে সৃষ্টি হয়েছে। শিল্প ও শিল্পীর বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গির নিদর্শন যেমন এগুলোতে দেখা যায় তেমনিভাবে নানান বিষয়–সেই প্রাগৈতিহাসিক কালের অর্থনৈতিক প্রতিবেশ ও মুদ্রার ক্রমবিকাশ এবং ইতিহাসের ধারাবাহিকতা থেকে শুরু করে '৪৭-এ দেশভাগের আগে ও পরের অবস্থা, সুলতানি, মোগল, বিলেতি ও পাকিস্তানি সময়ের রাজনীতি, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ৬ দফা, '৬৯-এর গণআন্দোলন, '৭০-এর নির্বাচন এবং বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভ–এসব নিয়েই চিত্রশিল্প ও দেয়ালচিত্রের সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া দেশের প্রকৃতি ও তার ঋতুভিত্তিক পরিবর্তনের নানান দৃশ্যপট, গাছপালা, নদীনালা, রোদবৃষ্টি, মানুষের গ্রামীণ ও শহুরে জীবন এবং জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন বাস্তবচিত্র, জীবজন্তু, পশুপাখি, আকাশ-মেঘ এসবের বিভিন্নরূপের ছবিও বিভিন্ন শিল্পীর তুলিতে ধরা পড়েছে।

সমষ্টিগত সংগ্রহের একটি মূল্যবান উপহার-পুস্তক হিসেবে বিবেচিত হবে, এই আশা করা যায়।

ঢাকার বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনে শিল্পী আমিনুল ইসলাম, শিল্পী মুর্তজা বশীর ও ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদের দেয়ালচিত্র বা ম্যুরাল দেখা যায়। এই সঙ্গে ভাস্কর হামিদুজ্জামানের ধাতব ও সিমেন্টের ভাস্কর্য এবং স্থাপনাও স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া দেশের নবীন-প্রবীণ অনেক চিত্রশিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরুল হাসান, এস এম সুলতান, সফিউদ্দিন আহমেদ, কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন নবী থেকে শুরু করে তরুণ গৌতম চক্রবর্তী– এরকম প্রায় সবার সৃষ্টকর্ম বিভিন্ন বিষয় ও আঙ্গিকে সংরক্ষিত হয়েছে।

অন্যান্য বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন যেগুলো চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, সিলেট ও বগুড়া শহরে অবস্থিত সেখানে বিভিন্ন প্রথিতযশা শিল্পীদের দ্বারা দেয়ালচিত্র কাঁচ, কাঠ ও পোড়ামাটির শিল্পকর্ম বা ম্যুরাল এবং চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যশিল্প

রাজশাহী বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনে ম্যুরালের অংশবিশেষ
শিল্পী: কাইয়ুম চৌধুরী

Part of the Mural Painting in Bangladesh Bank, Rajshahi
Artist: Qayyum Chowdhury

খুলনা বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনে ম্যুরালের অংশবিশেষ
শিল্পী : সৈয়দ জাহাঙ্গীর

Part of the Mural Painting in Bangladesh Bank, Khulna
Artist: Syed Jahangir

রংপুর বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনে ম্যুরালের অংশবিশেষ
শিল্পী : রফিকুন নবী

Part of the Mural Painting in Bangladesh Bank, Rangpur
Artist : Rafiqun Nabi

চিত্র-৭
আমিনুল ইসলাম
স্বাধীনতা ॥ তেলরঙ, ১০৮ x ৯৩ সে:মি: ১৯৯৪

Painting-7
Aminul Islam
Freedom ॥ oil colour, 108 x 93 cm. 1994

চিত্র-৮
আমিনুল ইসলাম
বর্ণালী ॥ জলরঙ, ৭০ x ৮৮ সেঃমিঃ ১৯৯৬

Painting-8
Aminul Islam
Spring ॥ water colour, 70 x 88 cm. 1996

Artwork is not subjected of visible experience as representative, rather independent from experience, itself a world. Artists see other artwork at beginning, not nature. Art invention is expression of style that expression is always individual methodical type of narration. Idea of eternity has been purified in idea of history. Those senses need to judge art.

B. K. Jahangir Page-39

Many artists have taken to abstraction- abstract expressionism to be more precise- as their preferred mode of expression, but the charm of the figurative still remains strong. The sheer range of experimentation in our art suggests a reading in our artists to extend their horizon and place their art in a global perspective. Our art today has evolved through a process which, on the one hand, saw a predilection for experimentation, and on the other, a desire to reinterpret tradition according to the expectations of our time.

Sayed Manzoorul Islam Page-42

Bangladesh Bank's collection brought together the works of Bangladesh's renowned artists spanning over three decades. This collection exposes the world of our fine arts. We could point out the difference between the first generation painters and those from the second generation and their individual characteristics.

Muntassir Mamoon Page-45

Art is supposed to be always universal but when an artist of any country engages himself to create, it grows automatically with the surroundings, expressing socio-political and economic conditions, nature and environs of that land.

Rabiul Husain Page-46

The Artistic Tradition of Bangladesh

B. K. Jahangir

Zainul Abedin has turned into an institution. Art movement has developed in this country either centred around or in opposition to him. This movement has innovation as well as reverberation and it has been integrated with international art trend with immense significance. Among artistic genres the medium of painting is international as it does not remain confined within geographical boundaries. The history or the rules of history of its international dimension is responsible for both action and reaction in fine arts. This rule has turned Zainul Abedin into an ally, adversary and mentor of this movement. Almost all the young artists involved in painting here are his students. The international aspect of the medium has inspired his students to be modern, which does not care for the boundaries of any country and does not consider any convention to be adequate.

Conflict emerges involving the medium, the author and the mind. Modernity that is born from artistic endeavour has to be coordinated with the mind eventually. But is our country modern? Are we beset with the problems of Europe? The oppositional structure of the art movement has developed around this question of Zainul Abedin. If we want to discover the country we have to go to the countryside and it is possible through the bolstering of folklore and folk art. But we have to respond to the international call of this medium in our country or mindscape. Do indigenous models suffice in fine arts? What survives in painting till the end is the eye that observes objects, scenes and the endeavour to rediscover the invisible. And this process is endless. This logic of young friends of Zainul Abedin cannot be denied. That's why to me the conflict in fine arts of this country is not between abstract and realistic art in a narrow sense. Shall we portray objects, nature and human face beautifully following indigenous rules or against the backdrop of complexity of mindscape developing new forms which is absent in nature and habitat? May be this is the process through which the power of human observation and comprehension can be changed. Most probably this is the form of the conflict.

'Shital Pati'

2.

How has the form of folk art developed in our country? Conservativeness is the nature of folk art. The same design survives for a long time without any change, as if there is no thirst for diversity among the folk artists. This can be attributed to the unchanging social structure of Bengali agricultural society where folk art developed leading to its conservative nature. Besides, artistic pursuits were hereditary. So potter, mat maker, wood designer and other artisans have worked hereditarily. In those hereditary occupations one group pampered ordinary style and the other indulged in stagnant habituality. An artisan makes all his dolls and horses following a fixed pattern. But these dolls and horses are surprisingly beautiful. They are doing the same work for generations, so their works have regularity of habit, are well finished and without any flaws. But it goes without saying that their work is monotonous. On the other hand, the terracotta plaques of Paharpur cannot be distinguished from those of Mainamati because of the same design and rhythm. This similarity can be attributed to the social structure. The artistic elements and technological equipments of folk art are limited in nature. The major elements are mud, wood, cane and bamboo and major equipment include chisel, wheel and chopper. The workers are using these elements and equipment from one generation to the next. That's why most probably one type of mental make-up emerged. The terracotta plaques of Mainamati belong to 14th century, which has strong resemblance with terracotta objects found in different village fairs in mymensingh district in terms of shape, design etc. because of similarity of elements and instruments. These two limitations either individually or collectively have determined on one hand the applied aspect of folk art and on the other the

hereditary habits of folk artists, which has shaped the course of folk art towards geometric design or natural subject matter. Geometric designs are found on mats, needle works, colourful blankets etc. Natural rhythm is found in wooden objects, dolls, toys etc. Sometimes two trends have been blended. Geometric design on shital pati or engraving on wooden object or wavy lines on bamboo fence attract the attention and win the heart. Preference of geometric design or rhythmic style lies in the techniques and materials used for making objects. Shital pati quite naturally is woven geometrically and the wheel of potters creates whirling design on earthenware. Needle works generally prefer natural designs. Folk art is not a form of representative art. Elephant, horse and doll is not the facsimile of original creatures and objects. Similarly adornments of flowers, leaves and birds on mat or thin blanket do not represent the original objects.

3.

Bengali folk art has borrowed techniques from the pictures on temple tiles, statues and metallurgy as well as from the distant tradition of Ajanta. Both traditions are found in Bangladesh. One tradition has exerted its influence on western part of Bangladesh travelling routes of Ajanta, Dakkhinatya [the south], and Orissa and the other has entered from Tibet, Nepal, Nalanda and through North Bengal to eastern part. That tradition has been replicated in the pictures of folk texts *(puthi)* emanating from metallurgic techniques. The disposition of Bengali art has been shaped and enriched by these two traditions. Tibetan and Nepalese metallurgic techniques have been successfully implemented in the works of temple tiles and grinding stones of Bengal. The sculpture-like works on temple walls have resemblance with metallurgic works of Nepal and Tarai region. The figures of deities and *asuras* engraved on temple walls are based on Tibetan and Nepalese school of statue sculpture, where incorporeal, peacefulness and heavenly theme predominate.

In Bengal because of the combination of these two traditions main form, shape and design become a dominant style. Other traits take a backseat vis-à-vis that form, shape and design. The form becomes evident against the colour contrast. That form or design has been influenced by tile works of temple, metallurgy, sculpture and works of mud statue as well as by the calligraphic techniques of Orissa, Gujrat and South India. Bengali style which has been shaped by these two traditions is sharp and clear and has been endowed with statue-like depth and thickness. Another influence has come from Nepalese metallurgic work and Bengali mud-figure making which has exerted its effect on cloth design.

The local design predominates in the art, sculpture and dress pattern of ancient inhabitants of Bangladesh. This local theme has been adapted to the natural colour of environment. That's why in Bangladesh white, grey and ochre shades have been given prominence along with the horizon line suitably blended with the curved roof of mud-house, where pure geometric design, primary colours and trigonometric shapes are assembled together. Indigenous tradition owes its origin to Kalighat and works of mobile Patuas. The artists of Kalighat are *patua* (folk artists) in sub-caste but carpenter in hereditary occupation, which includes wooden work, temple construction and making of mud-figure. But the making of mud-figure depends on season so when suitable time for it arrived they used to draw backgrounds, make mud and wooden toys. Drawing of lines runs in their blood and their knowledge of form is inherited from their forefathers.

Terracotta Plaque From Mainamati
14th Century

Earthen Doll

Lord Buddha : Black Stone,
10th Century, Faridpur

The nomad patuas were of mixed religion. One of their traditions has come from the ancient style of Orissa. Those creations were devoid of volume, mass and perspective but were composed of pictures with trappings. Another tradition has come from the volume, mass and model of mud-figures. Background painting is the collective outcome of those two traditions; deep lines pre-dominate the figure, where brush strokes are equally applied with a rhythm of mud-figure or doll. A different shape is given an ultimate form in earthen works with unusual contours of model in background. The main aim of making mud-figures or dolls is to highlight the form and design, similarly in background painting the original form is given prominence through the use of contrastive colours. Fewer colours are used like deep green, bright brown or deep blue. The background of rolled *pata* and Kalighat differs from each other in the use of colour and line.

That artistic tradition has now experienced deterioration due to change in old village structure. The hereditary occupational groups are becoming disorganized and artistic excellence is becoming weaker, lines are drawn quite carelessly and arrangement is becoming poorer due to this change. So, social significance of their occupations is questioned. Village fair, drama and festivals are getting scarcer.

4.

Bangladeshi art has been newly discovered due to British colonial invasion, which has given birth to a new society and a new consciousness. Expression suitable for such consciousness has been channeled initially through wayward groping, mixture of different traditions and puzzled state of mind, which has spurred the discovery of heritage. Discovered heritage has been reflected in three ways: feudal, institutional and folk tradition.

Abanindranath who is the founder of modern Bengali art, has furnished it with multi-dimensional questions. He has introduced indigenous element in European form and this indigeneity is a pivotal part of preserving self-esteem and purity of consciousness. He embarked on a mission of discovering heritage not to succumb to European tradition rather to preserve own identity and tradition. Despite having anthropological interest in folk art, folk culture and tradition he discovered only a part of that tradition. Ajanta Konarak is a feudal tradition which he expounded relentlessly from an idealist point of view. On the other hand despite having intensive knowledge on folk tradition his power in the last analysis has remained undiversified. His emperor-like disposition, preference for Japanese wash technique, natural caprice has created a reality which is intangible, distant, a pal of poetry, his use of colour is soft, flexible and replete with receding tone. Thus the first stage of art movement has veered away from the European counterpart and on the other hand, rural theme, poetry has been presented as its subject matter.

Academic tradition has emerged from art school established by British colonial rulers, which has created a perspective of observing a singular, static object or drawing-class standpoint. This understanding or perspective helps us grasp only the creations of a particular era but not the productions of different traditions. On the other hand, the training of Bangladeshi modern artists have started in European tradition which has helped them master the technique of producing three-dimensional image using a two-dimensional piece of paper or bringing volume, thickness in natural objects using line and colour and incorporating qualities of sculpture and architecture in pictures. But later they discovered that the representation of mud-figures and its arrangement on a two-dimensional paper is the predilection of eastern tradition, where two-dimensional design has been promoted primarily through lines and secondarily

through colour to highlight the form. Almost all artists have fallen in that trap of adversity; they have suffered from dilemma at preparation stage. The mental world of the senior artist of Bangladesh has been developed from pre-partition period. Institutional tradition of Kolkata Art School abstract view of art inaugurated and proclaimed by Abanindra Nath Tagore and one sided feelings of folk tradition have strongly influenced Zainul Abedin, Quamrul Hassan, Shafiuddin Ahmed. This is how they have equated visual reality with folk tradition and have let invention of visual reality as native tradition. Impression of that dilemma embalmed in their work and because of that adversity their using of form has been hesitated from time to time. Is contemporary art indisciplined imagination, absurd instatation, strange rubbish? Answer is: no. Because tradition, methods of judgment of art are kept in rules. Another name of circulation of those traditions, methods and rules is criticism. All fundamental ideas are born from the reinforcement of that realization. Those are: artists are individual human. They are not like all other people who are habitants of time, historic person, not habitant of eternal world. Artwork is not subjected of visible experience as representative, rather independent from experience, itself a world. Artists see other artwork at beginning, not nature. Art invention is expression of style that expression is always individual methodical type of narration. Idea of eternity has been purified in idea of history. Those senses need to judge art. By using those senses can come close to the individual artist and helps to get exertion making shadow into eyes from his work. That exertion/desire breaks taste, form taste and adjoin taste. Taste formation or breaking is dependant to spontaneity or inclination of those senses. Tendency is primary, never the last. Artists are habitants of time like all human that is why two moments of history is not same, memory only makes unification. That is why history is process, tide of time, it's impact is strong and energetic, in that sense past is not clear or vanished: in that sense not possible to be neutral to human, that past that time universe have been rectified in that. First stage of that rectification is taste last stage is aesthetics.

Flower & Leafs made from Bamboo

5

Idea of phase and school has been made from similarities of style. That similarity is link between two artists and between a group of artists and is expression of a style or proof of magnification. On the other hand, senses of change upwards from regulation of artistry like; nature; figureless nature; still life; non-materialistic from still life; flaming line and light from everlasting sketch and posture; form of colour within the motion; mind-born tendency; disappear issue; new issue: artists presence in canvas; more space are occupied by artists; all of those artistry forms have forwarded in new ground. Reality is exposed in three ways: through feelings or logic or imagination. Exposition of that reality previous tradition of art judgment and contemporary tendency all have been become within reach of misjudgment. On the other side relation of history and time is urgent about this Artist can throw himself/herself into future. If revelation, nature or history is not real, then this is also true that revelation nature and history organize human experience and can become close to inner knowledge of reality only by analyzing those experiences. Therefore, despite having the primary advancement of Cubism, purification of tradition and new exertion concentrate on the invention of arithmetic laws and association what considered as subjugating and restraining the nature. On the other side there are different stages and levels of reality. Artist makes level of his/her own reality. He/she marches journey of many sizes to make that level. Every size goes behind period. Alteration occurs from nature. This is how nature is born newly; in the way of perversion, division, summation, invention.

Form must be felt as pure form but in the way of that feelings, description like Zainul Abedin, or nostalgia like Quamrul Hassan is not abnormal. There has chronological division between black and white in tone's nature and has quality of weight. There have different implications of weight or measurement in the character of colour. Colour is qualitative; measurable; cause is tone's brightness; measurable, causes are limit field expansion of color. With those sizes there is adjoined another one size. That is the definite consistency of line, multitude of few tones from scale of tone; definite grace of color.

6.

Those are the reasons for what vision of eyes are changed. Pure form has been made in the way of that change; that is why artists are not imitator of natural form they are inventor of form. But personal effect of that invention or discovery is not the last truth because society is the source of power to invent or discover of artist, his/her division or unity with society is boundary of that power. Ancient trace of that created form is found in Cizanne's work at fine arts of West Europe. That is also found here: in the works of Zainul Abedin. works of *Sapure, Manoharon, Chotushkon* etc. Neck of women has gone tall or women sit down like triangle. This is how immaterial constituent has come in artist's work. Critic only emphasizes on that constituent. It can be noted Aminul Islam's 'Vor' (morning), The way reality is grasped by the artist is not replete with familiar figures through which the harsh existence of reality becomes superimposed on the medium. Reality is here terminated into pure constituents of space and volume. These constituents are organized in a balanced way in immaterial world, formulated by sensory intellect of revelation of that immateriality is expressed through use of color. Along with Zainul Abedin the works of Aminul and Kibria have created a different trend where nature and geographical locations do not pre-dominate the theme. Their work has a dominant tone of nostalgic journey towards their time in terms of colour somewhat like renaissance visibility where everything is united, clear and strong. This collective state of being gave birth to nostalgia which traveled along with their country and time towards their present existence engendering a conclusive relationship. In this sense nostalgia has opened the closed window and Aminul and the like-minded artists have stepped towards danger from the standpoint of art. The development of social sensibility that exists in the field of art is not similar to the history of science. Their work is based on text and practice where the artists and the mass people are engaged in a battle-like relationship. In their work they have tried to analyze the change in art and society

Zainul Abedin

Hashem Khan

and to portray those factors which are responsible for creating action and reaction in human beings. Because of their faith in human freedom they have seen that human beings tend to react in different ways in similar condition. The way Zainul Abedin and his allies have reacted in the case of art does not match with the reaction of Aminul and his associats. That's why they have created models of art and humanity in two different ways. Aminul and his associats viewed art as a journey from one reality to another and it is not salvational rather confessional work. An artist in his work confesses his power, truth of imagination, etc. The process is like staring at the light of imagination, confessing through the light of colour and geographical space, taking stock of its power and eventually indulging in invention.

7.

Another trend, which is called experience of nature, has been introduced by Qayuum Chowdhury, Hashem Khan and Rafiqun Nabi. This experience stems from constructed entity where the aura of novelty and documentation of mundane life is given prominence. They have focused on simplicity of selfhood; everyone's selfhood is developed through experience, which has been portrayed meticulously in their work. They have also invented their selfhood in this way. As a subject this invention led to the formation of their entity. They tend to focus on the development of other individual's entity. They have examined the invention of simple selfhood as public's object of observation as well as described the simplicity of the process of scrutiny. Is simplicity in the last analysis simple? Simplicity is dissemination of experience. This experience has invented one's country, society and state in one's and other's eyes. They have presented every detail to public, which is at the same time the evaluation of the viewer. Thus they have turned themselves into the medium of liberation. This journey is to portray the everyday life, that's why their work has been imbued with politics. There is oppression, hardship and irregularity in our society. They have thought that there should be an overtone of social revolution in art. This consciousness has brought them closer to the country, society and state. *

Rashid Choudhury

* Translated from original Bangla
by Mrinmoy Samaddar

S.M. Sultan

An illustrative Journey through Bangladeshi Modern Art: the Bangladesh Bank Collection

Sayed Manzoorul Islam

Bangladesh Bank's collection of paintings and tapestries is indeed fairly representative of the theme, style and trend of the contemporary art of Bangladesh. In fact, the task of collecting paintings and drawings by Bangladesh Bank commenced just after the country's independence. The paintings preserved in Bangladesh Bank main building, Governor's residence, Bogra office and other buildings also introduce the viewers with some of the renowned painters of modern art. A reflection of the modern art revolution of the country set up through the Institute of Fine Arts in 1948 led by the pioneer role of Shilpacharya Zainul Abedin has aslo been articulated in these collections. Arts of Zainul Abedin and two of his illustrious colleagues Qamrul Hassan and Safiuddin Ahmed and another legendary artist SM Sultan are also there. The collection has only one work of each of these early masters and a couple or so of those who immediately followed them, such as Mohammad Kibria. Aminul Islam, Abdur Razzaque, Devdas Chakraborty, Qayyum Chowdhury, Mustafa Monowar, Kazi Abdul Baset, Murtaja Baseer, Syed Jahangir and Nitun Kundu. But even in the small selection of individual works, the viewers would find an adequate reflection of the distinguishing characteristics of our art from the 1950s onwards; although apart from two tapestries by Rashid Choudhury, works in other media are missing, Samples of sculptural work, or site specific installation work are absent, probably because of an absence of suitable display space and the cost involved. But eventually, as the collection grows, there will certainly be sculptures and works in other media, particularly by younger artists who are blazing a trail in their experimental and challenging work in these media.

The collection, as it stands, brings several generations of our artists together. If Abu Taher, Samarjit Roy Choudhury, Shamsul Islam Nizami, and Hashem Khan represent the generation immediately following that of Kibria and Aminul Islam, then Rafiqun Nabi, Monirul Islam and Mahmudul Haque represent those who appeared in the art scene within a couple of years. Thus the procession of talented artists continued with Abdus Shakoor Shah, Hashi Chakraborty, Abdus Satter, Biren Shome, Shahabuddin Ahmed, Monsur Ul Karim, Alokesh Ghosh and Maruf Ahmed down to Md. Maniruzzaman, Sheikh Afzal Hossain and Mamun Kaiser. The collection also has works by a number of accomplished women artists such as Nazlee Laila Mansur, Nasreen Begum, Farida Zaman, Rokeya Sultana and Kanak Chanpa Chakma who have inspired many women to take up the pursuit of art as an academic subject. They also have established themselves as successful artists, mounting regular exhibitions at home and abroad. Nasreen, Farida, Rokeya or Kanak Chanpa, for that matter, have contributed to the formation of a modernist ethos in their own way, each pursuing a style that suits her artistic temperament and intention, but their work slows ways of seeing women's position in society, their struggle to survive and be heard beyond the stereotypical ways the male imagination sees them. Their work indeed, has opened alternative spaces for accommodating women's experiences and sensibilities and helped shape a critical visual language with which women artists can examine a broad spectrum of artistic, cultural and political issues of their time.

The Bangladesh Bank collection also shows the range of themes that our artists like to explore- from a celebration of nature to rising ecological concerns as nature loses out to urbanization; from a valorization of unrestricted space (not simply landscape, but one's private space as well) to an anxiety about the loss of that space; from a celebration of our long and protected fight for freedom to a realization that the post-1971 political and social developments have made it all the more imperative for us to vigilantly guard that freedom.

Many artists have taken to abstraction- abstract expressionism to be more precise- as their preferred mode of expression, but the charm of the figurative still remains strong. The sheer range of experimentation in our art suggests a reading in our artists to extend their horizon and place their art in a global perspective. Our art today has evolved through a process which, on the one hand, saw a predilection for experimentation, and on the other, a desire to reinterpret tradition according to the expectations of our time, The Bank's collection is a record of the way our individual talents reinterpreted and remade tradition and in the process, made possible the advent of a modernism which appears quite distinct from the modernism that changed the art scene in other regions of the world, notably in the west.

Modern art in Bengal had always maintained a dialogue with tradition while accommodating western trends and interpretations. The works of the early exponents of modernism are informed with a sensibility that respects tradition while promoting innovation. In that sense modern art in Bangladesh has never severed its bonds with tradition – even when abstraction became the preferred expressive mode with some painters in the 1960s – as the artists' outlook on life, their use of materials, their strong commitment to society. Culture and politics of their time provided the frame of reference for their art.

Political and social developments of the 1940s inclined artists towards realism and real life studies. The decade saw great political developments including the end of the British rule and the partition of the subcontinent into two countries, but also a man made famine that decimated rural population and turned many into refuges. There were also communal riots leading up to the partition. These unsettling developments cast a pall a gloom over the whole decade. When Zainul Abedin presented his album of famine sketches in 1943, it signaled the triumph of realism. It also showed that and artist's commitment to life could help him created significant forms, Zainul's search for a meaning of life lead him to further explorations of the Bengalese psyche, and he entered the rich world of folk forms and folk imagination and aesthetics. Qamrul Hassan, Safiuddin Ahmed, Anwarul Huq and others who has migrated to Dhaka from Calcutta after partition of India in 1947, joined him in this journey. The Art Institute, Zainul and his colleagues set up in Dhaka in 1948, gave a huge boost to their efforts to initiate a modern art movement in Bangladesh. Indeed, the setting up of the Art Institute inaugurated the most formative chapter in our art history.

Throughout the nineteen fifties and sixties, there were frenzied activities in the art scene. Leading artists had gone to Europe for further training and had come back. They initiated a cult of modernism that expropriated most of the western techniques, including cubism and abstract expressions. Geometric configuration was dominant, colour became a means of exploring of hidden meanings, and space became a thing to invest with structures of feeling. Experimentation, in other words, was a distinguishing preoccupation of these artists.
But even when abstraction held the sway, the presence of folk form and folk imagination was unmistakable. SM Sultan and Quamrul Hassan were obvious exponents of the genre that sought interpretative strength in folk forms, but there were others who combined a sharply western sensibility with the timeless folk imagination.

The second generation of artists, who had taken a keen interest in the modern art movement in the western world, indulged more in the individualistic abstract expressionism than follow any particular school or style. With the emergence of Mohammad Kibria, Aminul Islam, Hamidur Rahman, Murtaja Baseer, Rashid Chouhdury and Abdur Razzaque who received training in Europe and America in advance technique and media, a revolutionary change took place in the form and style of art in the 1960s.

The war of independence and the eventual emergence of Bangladesh as a sovereign country in 1971 had a tremendous impact on our creative imagination. For a time images of the cataclysmic events had an overpowering presence in our art, but gradually these were placed at a more symbolic and metaphorical level where they helped shape a new sensibility. The reappearance of semi-abstract and half-figurative works in the seventies was one outcome of that accommodation. There was also a new awareness of colour, with red and green – the colours of our flag – becoming predominant. But there were also other symbolic associations of this colour which artists began to exploit. Sculptures also became important preoccupation of many artists. Sculptures depicting freedom fighters began to be installed in important public places, but individually artists also began to create small-scale, medium-intense sculptures.
Many of the artists who were active in the seventies had actually started earlier, in the early or late sixties. Their work strove to achieve a distinctive expression and style that reflected their enthusiasm. Those who worked in abstraction were trying to accommodate the divisive nature of time and reality within the frame of familiar experiences. Folk forms and half-figurative or figurative style became attractive for those who tried to balance their innate lyricism with demands of reality. The art of the time saw wide diversity of mediums used. Graphic art received a new impetus and sculptural art became a field to explore. Among important artists of the time were Qayyum Chowdhury, Nitun Kundu, Abu Taher, Samarjit Roy Choudhury, Hashem Khan, Rafiqun Nabi, Monirul Islam, Kalidas Karmakar, Mahmudul Haque, Shahid Kabir, Abdus Shakoor Shah, Chandra Shekhar Dey, Hashi Chakraborty, Monsur Ul Karim, Kazi Ghiasuddin,

Shahabuddin Ahmed

Monirul Islam

Mohammad Eunus

Biren Shome, K M A Qayyum, Shahabuddin Ahmed, Nazlee Laila Mansur and Aloke Roy.

The seventies and eighties were a time of expansion of art institutes, art galleries, and an increase of exhibitions. Art sales also picked up. Our contact with international art communities grew. Dhaka hosted the first Asian Art Biennale in 1981, and, despite political and other problems the event has been held regularly, with participation even from some African and Pacific countries. As a result of the exposure to installation art that the Biennale exhibitions displayed, our young artists also picked up this very new trend, and created some spectacular site, specific installations and art works using found objects. There were also bilateral exchanges of exhibitions with other countries, which resulted in artistic formations that could appeal to wider audiences elsewhere. The cultivation of a postmodern sensibility in the eighties was somehow related to that imaginative expansion. The term postmodern should not create any misunderstanding here; for, in the spirit of playfulness that many artists employed at the time, in going against seriousness and valorizing levity and a sense of the absurd, the artists were truly interpreting our life and experience with a new insight. They no longer felt inhibited in giving due importance to the grotesque, the ludicrous and the absurd, and defying conventions of serious interpretations. Among the artists of the time whose works deserve special mention are Farida Zaman, Ranjit Das, Mohammad Eunus, Rokeya Sultana, Nasreen Begum, Kazi Raqib, Tarun Ghosh, Naima Haque, G S Kabir, Dhali Al Mamaun, Dilara Begum Jolly, Khalid Mahmood Mithu, Sheikh Afzal, Nisar Hossain, Kanak Chanpa Chakma, Shishir Bhattacharya, Wakilur Rhaman, Nilufar Chaman, Mokhlesur Rahman and Mohammad Iqbal.

For the artists of the eighties the time was one of both loss and gain. They lost the earlier exuberance and sense of confidence in the destiny of a new nation because of political and social realities, but they gained a deeper insight into their time, history and reality. What they lost in terms of passion, they gained in terms of intellectuality. The artists of the seventies had also felt passionately about the liberation of our country, about its new-found identity and its prospects, but the events of the mid-decade, especially the assassination of the founder to the nation Sheikh Mujib, along with most members of his family disillusioned them. Their younger contemporaries inherited that disillusionment, but struggled to come out of it. They too, went to rural Bangladesh and to myths and legends, But their search went deeper that the surface images, motifs and impressions. Their intellectual probing enabled them to understand the historical inevitabilities that shaped our life. They learnt to take them in stride, arming themselves with the wisdom of the common people. Some pursued a style that blended elements of satire, social commentary, myth and a personal interpretation of time and history, that was apparently a reflection of a rising postmodernist attitude to art in the eighties everywhere. There are indeed enough postmodernist elements in their works to describe them as such; but their satire, self-reflexivity, incongruities, caricature and fun are ultimately a contribution of our rational art and creative practices.

Once, in the sixties, the leading tendency was towards abstraction. Today, semi-abstraction (figures for personalized expression) and figurative work (figure for whatever potentials they symbolize, in whatever innovative ways that offer themselves) are the principal norms, although abstraction is still very much pursued. The use of colour has a striking range and depth, the exploitation of the potentials of different media is exhaustive, and the artists' understanding of their means and their medium is often of a very high level. What all this means is that, contemporary art in Bangladesh has developed to an extent that it can claim its own niche in the world of art.

Almost all the artists mentioned have been represented in the Bangladesh Bank's collection. But considering the continued support successive Bank administrations given to the project of accumulating the art works, it can be expected that in the future, the collection will grow to be substantive enough to represent Bangladeshi modern art in all its variety and diversity, and include all the media used and are being used today. The present collection has been a substantial step towards that direction. Bangladesh Bank deserves our thanks for compiling a representative selection of our modern art in its most formative period.

Bangladesh Bank Collection

Muntassir Mamoon

The trend of collecting art is not an old tradition in this country. The mass on the whole has very little idea about art. The art movement in this country had to go past many obstacles to reach where it is today.

However, things have changed since independence. Thanks to technology, educational reform and globalization, people have grown much more conscious. With the expansion of a middle class, taste and aesthetics blossomed. People and organizations these days collect art, especially painting, as hobby, as symbol of status or as investment.

In our country, government and non-government organizations also collect fine art. However, they do not always follow any guideline. The trend depends on individual's interests, connections and availability of funds. The trend that was at its infant stages before independence, has gained momentum of late.

After liberation, Bongobondhu Sheikh Mujibur Rahman showed interest in fine arts. Shilpacharya Zainul Abedin was very close to him. He gave Shilpacharya the responsibility to illustrate the Constitution of Bangladesh. Zainul Abedin completed that task with the help of young artists. Not too many countries in the world have seen anything like this. Whenever Bongobondhu went abroad, he took paintings as gifts for his hosts which had an impact on the government.

A survey conducted in the government organizations of Bangladesh revealed that there had been extensive collection of fine arts during the tenure of Prime Minister Sheikh Hasina. When she took the Prime Minister's office for the first time, she got her office decorated with paintings. The second time she collected paintings for her official residence Gonobhaban and her Tejgaon office. This practice influenced other government offices as well. The Ministry of Foreign Affairs also extensively collected fine arts. Whenever the individual at the top of the government got interested, there had been such collections.

In many other Asian countries, government and non government organizations are building up fine art collections for various reasons including patronization, investment and for the sake of aesthetics. There is a huge collection at the Rashtrapati Bhaban (Presidential Palace) in India's New Delhi and a noted artist is generally appointed as the curator to look after it. The central banks of Malaysia and Philippines have not only built up collections, they have separate exhibition halls for displaying the collections as well.

Compared to all these, The Bangladesh Bank has a relatively new collection. The central bank these days collects art on a regular basis which again depends on the interest of the governor. However, the central bank has set up murals and sculptures at its establishments. The central bank's collection now is 100 strong. Out of these, only three had been bought before independence. 37 were collected in 1998 and 7 in 2000. The rest had been collected after that. It seems as though in 2000 and 1998, there were specific plans to buy paintings of both noted and young artists of the country. So it could now be said that the Bangladesh Bank now has a wonderful collection. These paintings are now being displayed on the walls of the corridor and the rooms in the bank's head office. They have given the building a new dimension. A huge mural made by Murtaja Baseer punctuates the entrance of the ground floor with a sculpture on the outside.

Bongobondhu, Painting by Jamal Ahmed

A total of 44 paintings were bought between 1998 and 2000. This must mean that no particular trend was followed in purchasing the paintings. Those available in the market during that period were bought. But still, we can find the paintings of those artists who developed unique styles of their own including Mohammad Kibria, Quamrul Hassan, S M Sultan, Qayyum Chowdhury, Hashem Khan and Rafiqun Nabi. The collection of paintings by young artists were not neglected either. We can find paintings that represent the noted artists of Bangladesh. Recently, Bank has acquired a sketch of Zainul Abedin which in very rare. It includes renowned pieces like Rashid Choudhury's *Sonar Tori (tapestry)*. These were collected before independence. Among the other rare pieces there is Shafiuddin Ahmed's *The Cry,* Quamrul Hassan's *Romony* and S M Sultan's *Gram Bangla.* There are more than one of paintings Murtaja Baseer, Aminul Islam, Qayyum Chowdhury and Hashem Khan each. These paintings feature these artists' very own styles. One particular painting that would grab everyone's attention is right beside the entrance of the governor's office. It is a painting by Hashem Khan featuring Bongobondhu and his 7 March speech. Among the renowned artists, Abdur Razzque, Nitun Kundu and Rafiqun Nabi's creations enriched the collection.

Bangladesh Bank's collection brought together the works of Bangladesh's renowned artists spanning over three decades. This collection exposes the world of our fine arts. We could point out the difference between the first generation painters and those from the second generation and their individual characteristics. They give us a view of how the world of paintings became diverse and experimental. Now if the Bank starts collecting fine arts on the basis of a policy, the collection would become even richer. The policy might include decisions about collecting one particular artist's creations from different stages of his/her career. It might also include decisions about patronizing young artists. The resultant collection would vividly portray our history of art movement. That would have a historical value and would eventually be considered a good investment in future.

Translated from Bangla by Rajib Sanyal

The paintings, Sculptures and Murals of Bangladesh Bank Office Buildings

Rabiul Husain

Bangladesh Bank from its very inception has been governing various programmes mainly with the purpose fostering continuous economic development, promotion and expansion. It is also contributing as a prime and important institution patronizing manifestation of history, tradition, art and culture of Bangladesh.

The strong economic base is supposed to be the very foundation, so its art and culture the inherent fabric of infrastructure. A number of offices of Bangladesh Bank are situated at different cities of Bangladesh with the impressive architectural designs and features. The painting and art works by eminent painters of the country are found to be displayed at the entrance lobby, reception rooms, outside and insiders walls, two sides of the corridors, office rooms etc. in various sizes and forms at the buildings. Along with those the sculpture-works in cement and wood, the installation arts, murals or wall paintings in wood, mosaic, glass and terracotta are also to be found. The paintings are there expressing mainly in water and oil colours, acrylic, mixed media, collages using varitites of objects on various subjects, with different elements and techniques. As the testimonies of bold expressions through art works made by its creators are to be found so the different subjects regarding economic development and evolution of currencies since the pre-historic times and sequential history continuing through the partition of Bengal of ’47 before and after, the successive political situations of Sultani, Mugal, British and Pakistani periods, language movement of ’52, United Front election of ’54, education movement of ’58, proposal of six-clause of ’66, mass movement of ’68, general election of ’70 and ultimately the war of liberation and independence of ’71- the supreme achievement of Bangali. These paintings and murals are created by eminent painters with the above historical events through the realistic expressions of the nature, six seasons transforming at different times, trees-foliages, flowers, rivers-canals, sunrays-rains with the rural and urban lives and livelihoods, animal kingdom, birds, sky-clouds-all are depicted in paintings with different ways and forms.

Art is supposed to be always universal. But when an artist of any country engages himself to create, it grows automatically with the surroundings, expressing socio-political and economic conditions, nature and environs of that land. The continuation of this process can be found and visualized through all the paintings and art objects displayed at different offices of Bangladesh Bank of the country where the main issues of aesthetics in view of the past, contemporary and coming days are present. This is why the very inspiring programme to display, preserve and collect those as carried by Bangladesh Bank is no doubt a unique and praiseworthy endeavour. With all those programme valuable art objects Bangladesh Bank has taken the initiative to publish an authentic book or an album and it is hoped this will be recognized as a collectors’ item of high quality without any doubt.

The creations of mural works performed by veteran painters like Aminul Islam, Murtaja Baseer and sculptor Syed Abdullah Khalid are found in the walls of Bangladesh Bank Head Office, Dhaka.

With these there are also the metal and cement sculpture and installation arts of sculptor Hamiduzzaman Khan. Besides, the works with different subjects and forms of senior painters right from Shilpacharya Zainul Abedin, Patua Quamrul Hassan, S M Sultan, Shafiuddin Ahmed, Qayyum Chowdhury, Hashem Khan, Rafiqun Nabi to young Gautam Chakraborty are created to be displayed. Bangladesh Bank Offices of Chittagong, Khulna, Rajshahi, Barisal, Rangpur, Sylhet and Bogra have many mural works in glass and terracotta medium including paintings made by eminent sculptors and painters of the country.

All those art works are of realistic and semi-abstract in styles expressing the scenic beauties of nature, six seasons, lives of village people, cultivation of land by farmers, fishing, lotus flower plucking from marshy land, folk musics of different areas, labourers working in factories and mills, construction of bridges, the embroidery quilt works of rural people, ancient architecture of heritage, age- old horse and cow- driven carts, barraige in the living rivers, steamers, the butterflies, tribal lives of Garo, Santhal, Mongs of hilly areas, the war of independence and extreme sacrifices of freedom fighters, their heroic performances in the war of independence of ’71 - all are depicted vividly as a showcase of the history of culture of the country. Those directly reach to the realisations and understandings of the general viewers.

Bangladesh Bank, Head Office, Dhaka

There are five mural works at Bangladesh Bank Head Office, Dhaka. Among these painter Aminul Islam’s realistic and semi abstract creation is depicted symbolically in coloured small mosaic pieces and it expresses the historic events of unforgetable liberation and independence war of ’71, valiant freedom fighters’ scarifices, their braveries, the national flag in red and green colours and the symbolic red sun of the independence kept high above with many out-stretched hands of the people. Aminul Islam’s another mural presented in metal work is shown with the currency- tree in black and golden colours impressively.

Painter Murtaja Baseer’s work is expressed in direct, easy and attractive techniques with the successive history of the currency-evolution since ancient Egyptian civilization, the traditional barter system to the contemporary modern banking office programmes in his long coloured mural works of cement through realistic and semi-abstract ways.

Sculptor Syed Abdullah Khalid’s terracotta mural creation is shown with the history of language movement of ’52 to the liberation war of ’71 keeping the sun of independence symbolically in the middle surrounding with the radially placed raised hands of the participating people all around.

Besides, painter Kazi Rakib’s work is presented with an exceptional mural piece in glass panel in pure abstract ways with the composition of different colours, forms, shapes, texture and

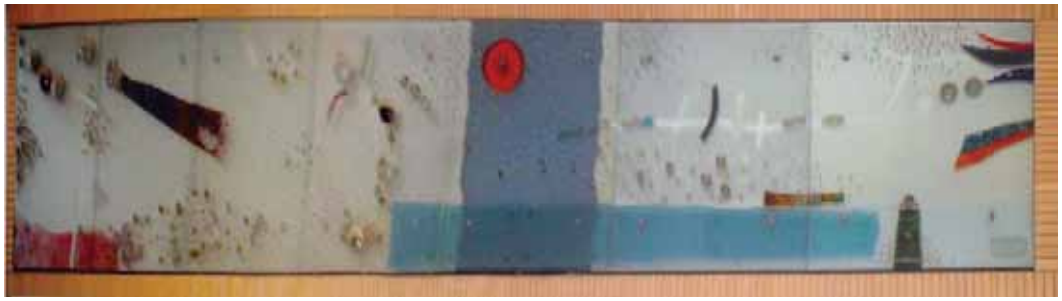

Mural : Made from Glass by Kazi Rakib

arrangements and it attracts the viewers' attention and interest.

Bangladesh Bank, Chittagong

The mural work of coloured cement technique of Bangladesh Bank, Chittagong is created by painter Alok Roy. The subjects with the ships of the port city, mills and factories, the workers' busy schedules, agricultural works, fishing-all are shown through terracotta black medium with stylised images of dolls or puppets in realistic and semi-abstract ways.

Bangladesh Bank, Khulna

The mosaic mural work with small coloured pieces at Bangladesh Bank, Khulna is created by painter Syed Jahangir. It is a realistic piece of work and depicted with the subjects like the largest mangrove of the world-Sundarban, tigers, deers, ancient architectural piece of Shatgambuj or sixty-domed mosque, Rupsha bridge, martyrs' monuments of language movement and war of independence along with the enchanting scenic beauties of nature as found in the industrial city of Khulna areas.

Bangladesh Bank, Rajshahi

There are two mural works at Bangladesh Bank Office at Rajshahi. One of these is created by painter Qayyum Chowdhury where the freedom fighters using red ribbon in the head, holding rifles, forwarding to the war field this with the images of once-mighty now dead Padma river due to Farakka barraige, the rural landscaping- through all these the symbolsical sun of independence rises in the sky above are used in realistic way with the use of bright colours vividly. Another piece is created by painter Abdur Razzaque completely with wood very realistically using different forms and compositions of the people and nature.

Bangladesh Bank, Barisal

In the mural work of coloured small mosaic pieces displayed at Bangladesh Bank, Barisal is completed by the painter Kanak Chanpa Chakma. The rivers, the steamer, rural lives, farming, fishing, animals, birds, lotus the national flower, tribal lives-all are arranged in a realistic ways. Besides, I have without the face of Bangla- the very popular line of Poet Jibanananda Das's poem has been used in another mural on the outside wall of the Bank building senior painter Mustafa Monowar has created with inherent subjects like liberation war, valiant freedom fighters, national flag, landscaping of nature etc. very boldly in realistic techniques.

Bangladesh Bank, Sylhet

The mural work of Bangladesh Bank, Sylhet is formed by senior painter Murtaja Baseer where the subjects of traditional folk arts of embroidery quilt, Jamdani and also the flying birds in the sky, fishes in the river along with the sun as the symbol of independence, the Shahid Minar of language movement, the national monument of unknown martyrs at Savar - all are attractively used and shown in realistic and traditional ways.

Bangladesh Bank, Rangpur

There are three mural works at Bangladesh Bank, Rangpur. Painter Rafiqun Nabi in his long wooden mural piece the regional and traditional singers of folk songs like Bhawaia, Jari-Shari, war of liberation, firming, fishing, rural lives, horse and cow-driven carts, landowners' palatial buildings, bridges and barraiges, mills and factories, mosques - all are treated in realistic and attractive ways.

Young painter Gautam Chakraborty in his bright mural piece depicts the very essence of continuous development of land and society symbolically as if the serpentine whirlwind coming up from the ground base to grow high and above with many colours and different small squary progressional forms in decorative and ornamental movements.

The other mural work of senior painter Samarjeet Roy Choudhury is made with the decorative and realistic manners where the subjects like boats, rivers, fishes, farmer, birds, scenic beauties of village and nature are incorporated in different geometric forms of circles, triangles, rectangles and squares with attractive and eye-catching presentation.

Bangladesh Bank, Bogra

The mural work of Bangladesh Bank Bogra is created by sculptor Hamiduzzaman Khan. This is decorative in style where different colours, forms and geometric arrangements are used with various subjects like monument of language movement, war of independence etc. in traditional techniques and styles with care and clearity.

চিত্র-৯
কাইয়ুম চৌধুরী
জয় বাংলা ॥ তেলরঙ, ১২৪ x ১২৪ সেঃমিঃ ১৯৯৬

Painting-9
Qayyum Chowdhury
JOY BANGLA ॥ oil colour, 124 x 124 cm. 1996

চিত্র-১০
কাইয়ুম চৌধুরী
বিশাল বাংলা ॥ তেলরঙ, ৯৮ x ১২৫ সেঃমিঃ ২০০৬

Painting-10
Qayyum Chowdhury
BISHAL BANGLA ॥ oil colour, 98 x 125 cm. 2006

চিত্র-১১
কাইয়ুম চৌধুরী
নিসর্গ ॥ তেলরঙ, ৬৪ x ৯৪ সে:মি: ২০০৪

Painting-11
Qayyum Chowdhury
Landscape ॥ oil colour, 64 x 94 cm. 2004

চিত্র-১২
কাইয়ুম চৌধুরী
নিজেকে খোঁজা-২১ ॥ অ্যাক্রেলিক, ৬০ x ৯০ সে:মি: ২০১০

Painting-12
Qayyum Chowdhury
Quest for self-21 ॥ acrylic, 60 x 90 cm. 2010

চিত্র-১৩
কাইয়ুম চৌধুরী
নিজেকে খোঁজা-৬৬ ॥ অ্যাক্রেলিক, ৯০ x ৯০ সে:মি: ২০১২

Painting-13
Qayyum Chowdhury
Quest for self-66 ॥ acrylic, 90 x 90 cm. 2012

চিত্র-১৪
রশীদ চৌধুরী
সোনার তরী ॥ বুনন, ৩০২ x ২৬৯ সে:মি: ১৯৬৯

Painting-14
Rashid Choudhury
SONAR TORI ॥ tapestry, 302 x 269 cm. 1969

চিত্র-১৫
রশীদ চৌধুরী
ইভ ॥ বুনন, ৯৪ x ১২১ সে:মি: ১৯৮৩

Painting-15
Rashid Choudhury
EVE ॥ tapestry, 94 x 121 cm. 1983

চিত্র-১৬

আবদুর রাজ্জাক

একটি দৃশ্য ॥ তেলরঙ, ৭৭ x ৯৬ সে:মি: ১৯৯৫

Painting-16

Abdur Razzaque

A view ॥ oil colour, 77 x 96 cm. 1995

চিত্র-১৭
মুর্তজা বশীর
পাখা- ২৫ ॥ তেলরঙ, ৯৮ x ১১৩ সে:মি: ১৯৯৯

Painting-17
Murtaja Baseer
Wing- 25 ॥ oil colour, 98 x 113 cm. 1999

চিত্র-১৮
ডান পৃষ্ঠার ছবি
মুর্তজা বশীর
আকাঙ্ক্ষা ॥ তেলরঙ, ১২৪ x ৮১ সে:মি: ১৯৯৭

Painting-18
right page
Murtaja Baseer
Desire ॥ oil colour, 124 x 81 cm. 1997

চিত্র-১৯
মুর্তজা বশীর
কালেমা তৈয়বা ॥ তেলরঙ, ৪৬ x ৭৬ সে:মি: ২০০২

Painting-19
Murtaja Baseer
Kalema Tayaba ॥ oil colour, 46 x 76 cm. 2002

চিত্র-২০
সৈয়দ জাহাঙ্গীর
বিজিত অশনী ॥ তেলরঙ, ১১৮ x ১১৩ সে:মি: ১৯৯৫

Painting-20
Syed Jahangir
Defeated Demon ॥ oil colour, 118 x 113 cm.1995

চিত্র-২১
কাজী আবদুল বাসেত
গল্পগুজব ॥ তেলরঙ, ১২২ x ১০৩ সে:মি: ১৯৯২

Painting-21
Kazi Abdul Baset
Gossip ॥ oil colour, 122 x 103 cm. 1992

চিত্র-২২
দেবদাস চক্রবর্তী
শরৎকাল ॥ তেলরঙ, ৯৫ x ১২৫ সে:মি: ১৯৯৬

Painting-22
Debdas Chakraborty
Autumn ॥ oil colour, 95 x 125 cm. 1996

চিত্র-২৩
মুস্তাফা মনোয়ার
পারাপার ॥ জলরঙ, ৯২ x ৭০ সে:মি: ১৯৮৬

Painting-23
Mustafa Monowar
Ferry ॥ water colour, 92 x 70 cm. 1986

চিত্র-২৪
নিতুন কুণ্ডু
চিত্র-১ ॥ তেলরঙ, ১০৯ x ১৫৬ সে:মি: ১৯৯৭

Painting-24
Nitun Kundu
Painting-1 ॥ oil colour, 109 x 156 cm. 1997

চিত্র-২৫
নিতুন কুণ্ডু
কম্পোজিশন ॥ অ্যাক্রেলিক, ৯৪ x ১২৫ সে:মি: ১৯৯৬

Painting-25
Nitun Kundu
Composition ॥ acrylic, 94 x 125 cm. 1996

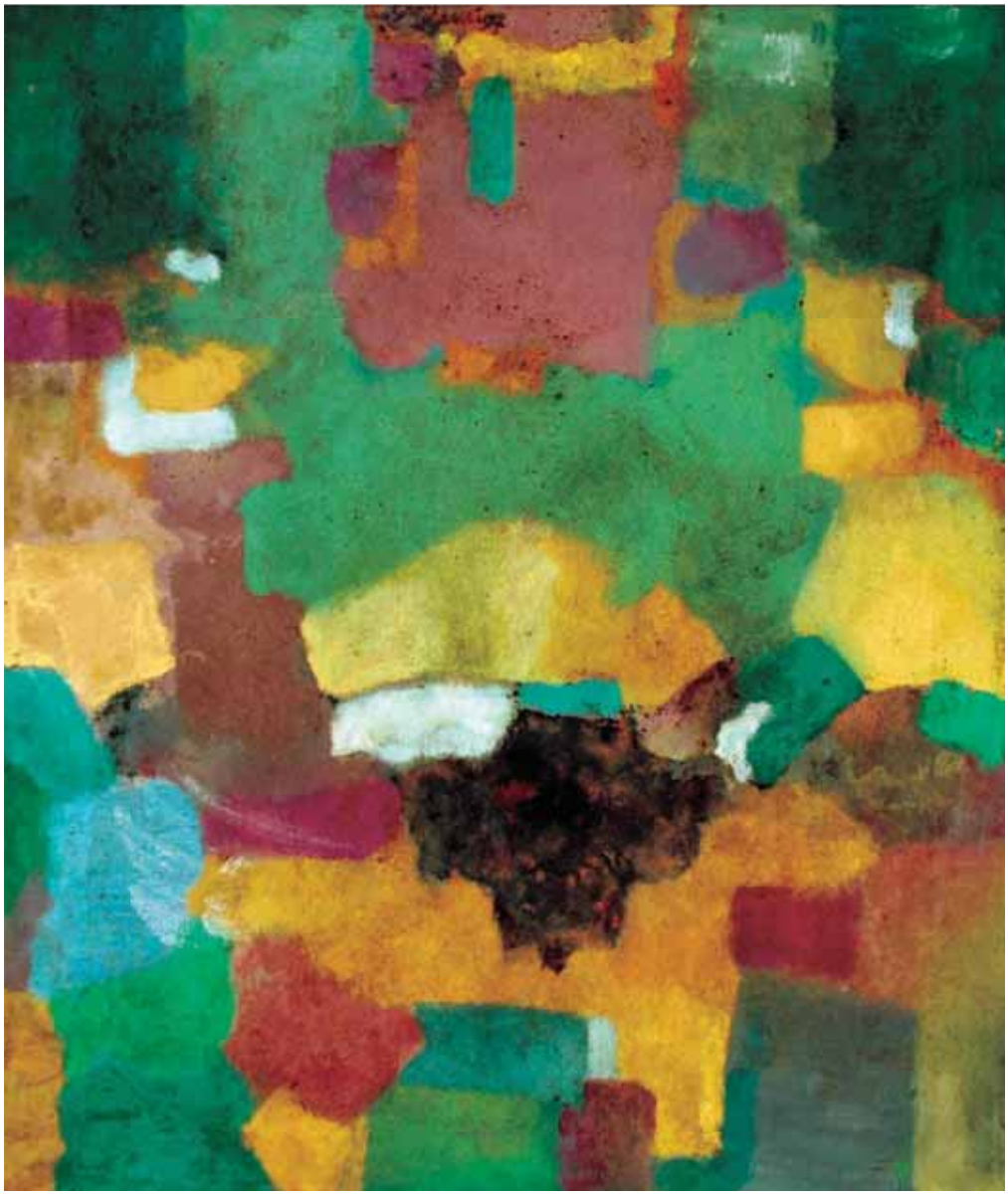

চিত্র-২৬
শামসুল ইসলাম নিজামী
ডায়নার প্রতি নিবেদন ॥ তেলরঙ, ১০৮ x ৯২ সে:মি: ১৯৯৭

Painting-26
Shamsul Islam Nizami
Homage to Diana ॥ oil colour, 108 x 92 cm. 1997

চিত্র-২৭
শামসুল ইসলাম নিজামী
অসমাপ্ত- ৪ ॥ তেলরঙ, ১২৫ x ১১০ সে:মি: ১৯৯২

Painting-27
Shamsul Islam Nizami
Incomplete- 4 ॥ oil colour, 125 x 110 cm. 1992

চিত্র-২৮
সমরজিৎ রায় চৌধুরী
সত্য সুখের অন্বেষায়- ৩ ॥
অ্যাক্রেলিক, ১৭৫ x ১১৩ সে:মি: ১৯৯৬

Painting-28
Samarjit Roy Choudhury
Desire for Truth and Peace- 3
acrylic, 175 x 113 cm. 1996

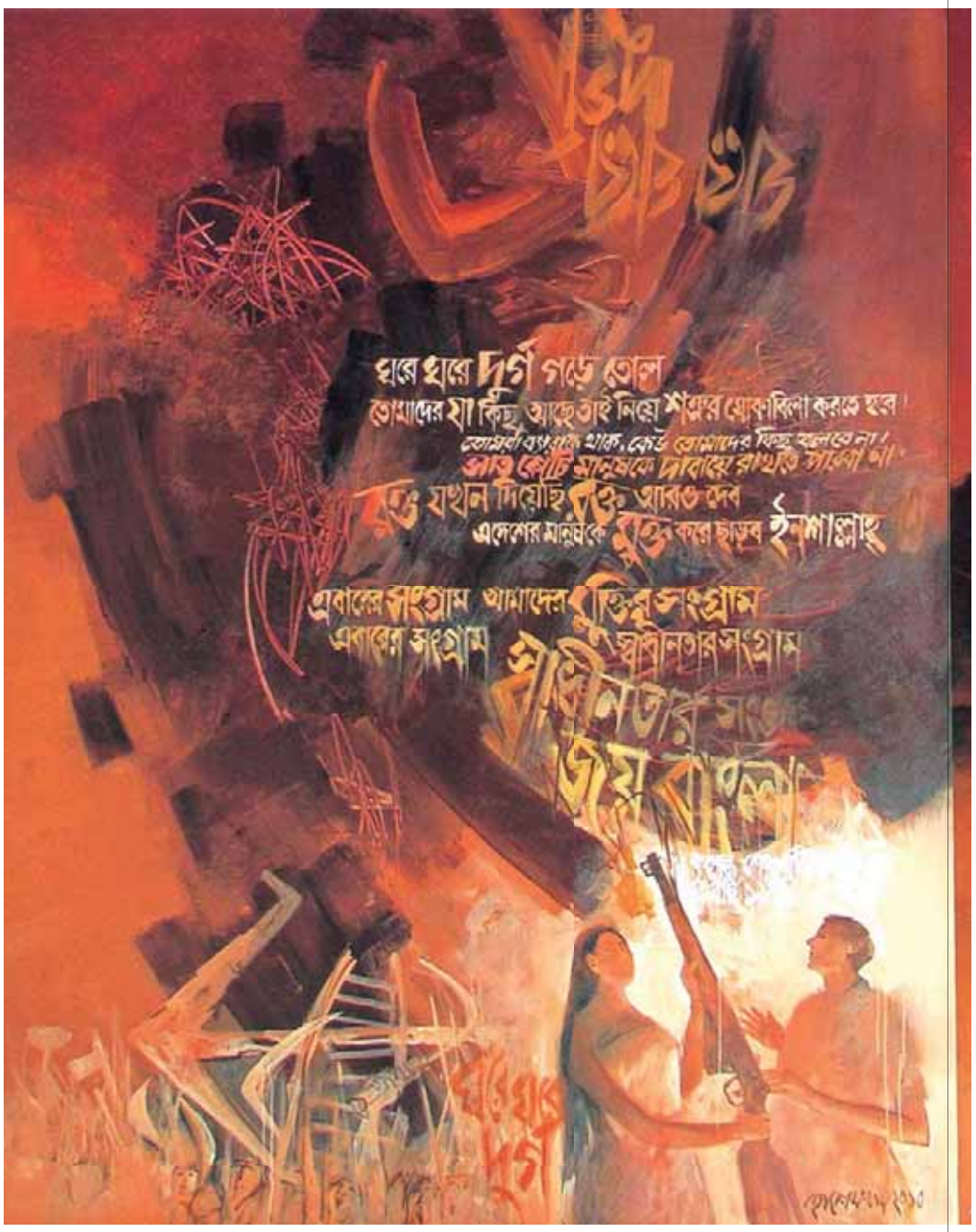

চিত্র-২৯
হাশেম খান
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ ১৯৭১-এর ভাষণ ॥ অ্যাক্রেলিক, ২১৪ x ৩৬৬ সে:মি: ২০১০

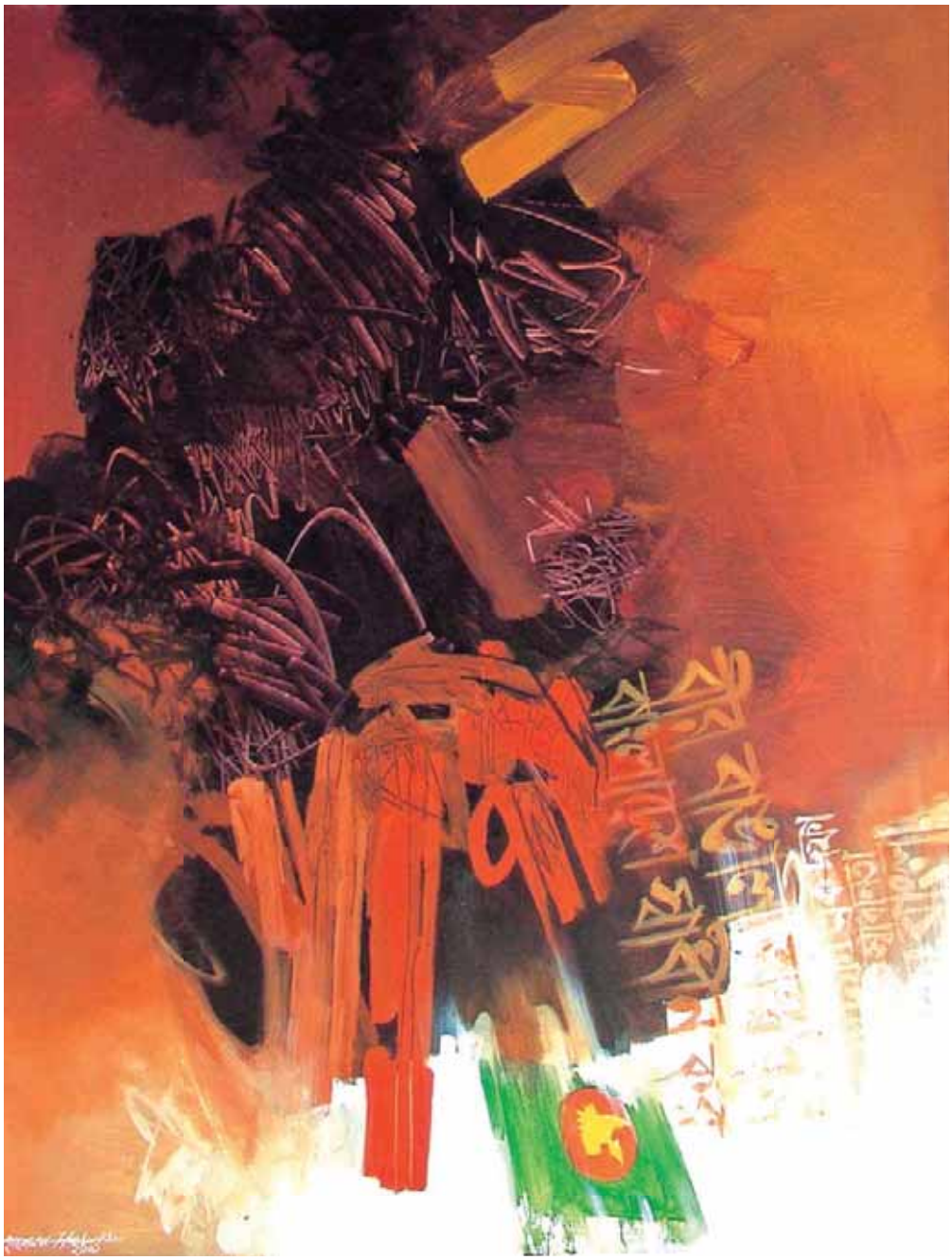

Painting-29
Hashem Khan
Speech of Bongobondhu Sheikh Mujibur Rahman on 7th March 1971, acrylic, 214 x 366 cm. 2010

চিত্র-৩০
হাশেম খান
কাক ও বর্ষা ॥ তেলরঙ, ১৪১ x ১২০ সে:মি: ১৯৯৬

Painting-30
Hashem Khan
Crows with Rain ॥ oil colour, 141 x 120 cm. 1996

চিত্র-৩১
আবু তাহের
অলিভার ॥ ছাপচিত্র, ৬৭ x ৫৬ সে:মি: ১৯৯৮

Painting-31
Abu Taher
Oliver ॥ print, 67 x 56 cm. 1998

চিত্র-৩২
রফিকুন নবী
নদী ॥ তেলরঙ, ১৫৭ x ১৫৬ সে:মি: ১৯৯৭

Painting-32
Rafiqun Nabi
River ॥ oil colour, 157 x 156 cm. 1997

চিত্র-৩৩
মনিরুল ইসলাম
সময়ের স্বাধীনতা ॥ এচিং, ৮১ x ৯৮ সেঃমিঃ ১৯৯৫

Painting-33
Monirul Islam
Freedom of Time ॥ etching, 81 x 98 cm. 1995

চিত্র-৩৪
মাহমুদুল হক
স্বপ্ন ॥ অ্যাক্রেলিক, ১২২ x ১৩৫ সে:মি: ২০০২

Painting-34
Mahmudul Haque
Dream ॥ acrylic, 122 x 135 cm. 2002

চিত্র-৩৫
মাহমুদুল হক
কম্পোজিশন ॥ তেলরঙ, ৭৭ x ৯৫ সে:মি: ১৯৯৭

Painting-35
Mahmudul Haque
Composition ॥ oil colour, 77 x 95 cm. 1997

চিত্র-৩৬
রেজাউল করিম
শিরোনামহীন-১ ॥ অ্যাক্রেলিক, ৫০ x ৭০ সে:মি: ২০১১

Painting-36
Rezaul Karim
Untitled-1 ॥ acrylic, 50 x 70 cm. 2011

চিত্র-৩৭
রেজাউল করিম
গণহত্যা-৩ ॥ অ্যাক্রেলিক, ৭০ x ৮৬ সেঃমিঃ ২০১২

Painting-37
Rezaul Karim
Genocide-3 ॥ acrylic, 70 x 86 cm. 2012

চিত্র-৩৮
সৈয়দ আবুল বারক আলভি
প্রকৃতি থেকে ॥ অ্যাক্রেলিক, ৭৬ x ৭৬ সে:মি: ২০১১

Painting-38
Syed Abul Barak Alvi
From the nature ॥ acrylic, 76 x 76 cm. 2011

চিত্র-৩৯
বীরেন সোম
জয়োল্লাস ॥ অ্যাক্রেলিক, ১০৩ x ৭৬ সে:মি: ২০০৪

Painting-39
Biren Shome
Chorus of Victory ॥ acrylic, 103 x 76 cm. 2004

চিত্র- ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩
বীরেন সোম
প্রকৃতির ৪টি রূপ ॥ অ্যাক্রেলিক, ৪১ x ৪১ সে:মি: x ৪ ২০১২

Painting- 40, 41, 42, 43
Biren Shome
4 different faces of nature ॥ acrylic, 41 x 41 cm. x 4 2012

চিত্র- ৪৪
বীরেন সোম
গ্রামীণ জীবনের ছায়া ॥ অ্যাক্রেলিক, ৭৬ x ১০৭ সেঃমিঃ ২০১১

Painting- 44
Biren Shome
Reflection of Pastoral Life ॥ acrylic, 76 x 107 cm. 2011

চিত্র- ৪৫
মতলুব আলী
এবং লুক্কায়িত বাস্তবতা ॥ তেলরঙ, ১০৪ x ২৬৪ সে:মি: ১৯৯৫

Painting- 45
Matlub Ali
and the Camouflage Reality ॥ oil colour, 104 x 264 cm. 1995

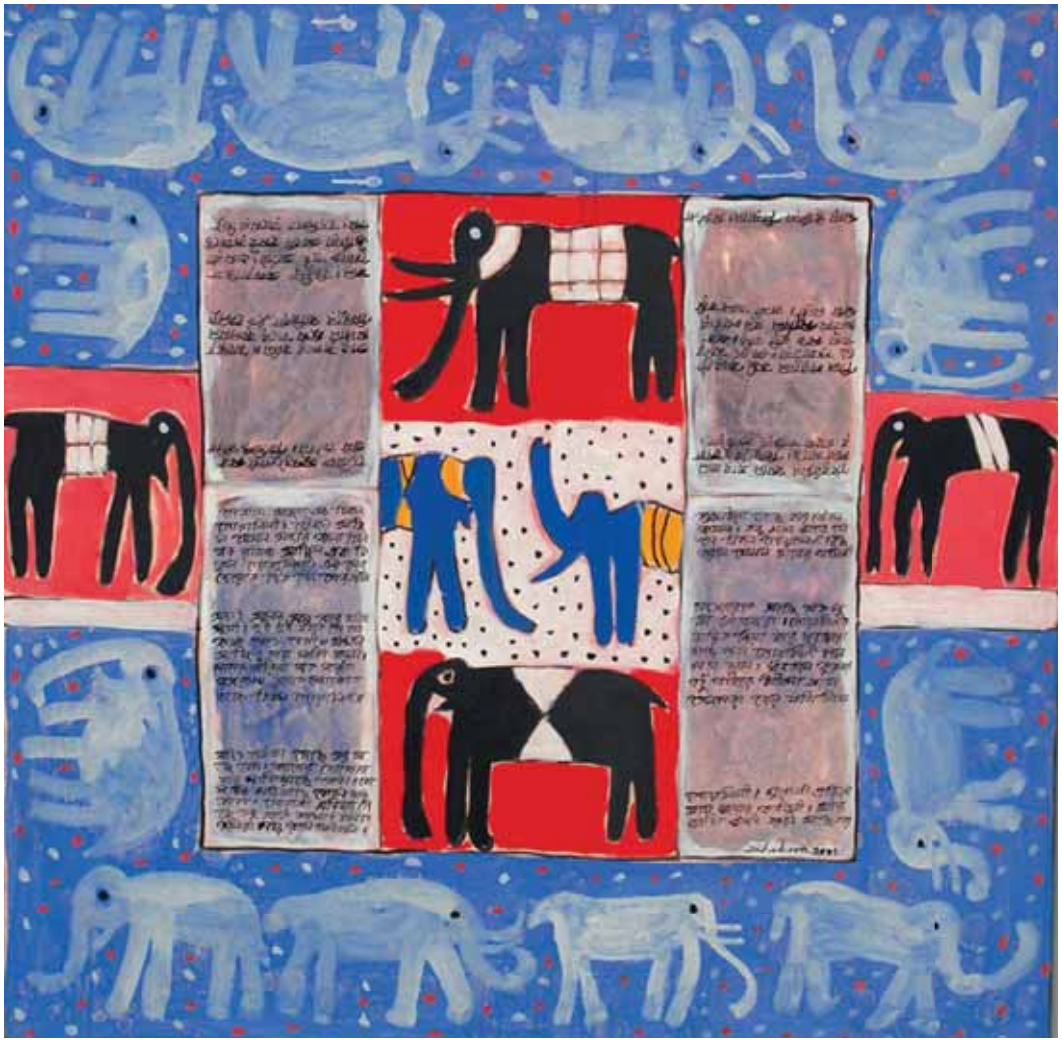

চিত্র- ৪৬
আবদুস শাকুর শাহ
চিরায়ত ॥ অ্যাক্রেলিক, ৯২ x ৯২ সে:মি: ২০০১

Painting- 46
Abdus Shakoor Shah
Tradition ॥ acrylic, 92 x 92 cm. 2001

চিত্র- ৪৭
হাসি চক্রবর্তী
জানালা ॥ তেলরঙ, ৮৭ x ১০২ সেঃমিঃ ১৯৯২

Painting- 47
Hashi Chakraborty
Window ॥ oil colour, 87 x 102 cm. 1992

চিত্র- ৪৮
আবদুস সাত্তার
সাত ভাই চম্পা ॥ জলরঙ, ১১৪ x ৮৬ সে:মি: ১৯৯৫

Painting- 48
Abdus Satter
Chanmpa with her 7 brothers ॥ water colour, 114 x 86 cm. 1995

চিত্র- ৪৯
মনসুর-উল-করিম
উদ্ভব-২৪ ॥ তেলরঙ, ৯৫ x ১২৮ সে:মি: ১৯৯৩

Painting- 49
Mansur-Ul-Karim
Source-24 ॥ oil colour, 95 x 128 cm. 1993

চিত্র- ৫০
শাহাবুদ্দীন আহমেদ
বাংলা ভাষা ॥ তেলরঙ, ১৬৬ x ১৩২ সে:মি: ১৯৯৭

Painting- 50
Shahabuddin Ahmed
BANGLA BHASHA ॥ oil colour, 166 x 132 cm. 1997

চিত্র- ৫১
কে এম এ কাইয়ুম
মাছ-১ ॥ অ্যাক্রেলিক, ১১০ x ৯৮ সে:মি: ২০০৭

Painting- 51
K M A Quayyum
Fish-1 ॥ acrylic, 110 x 98 cm. 2007

চিত্র- ৫২
মারুফ আহমেদ
শিরোনামহীন ।। তেলরঙ, ১০৭ x ১০৭ সেঃমিঃ ১৯৯৭

Painting- 52
Maruf Ahmed
Untitled ।। oil colour, 107 x 107 cm. 1997

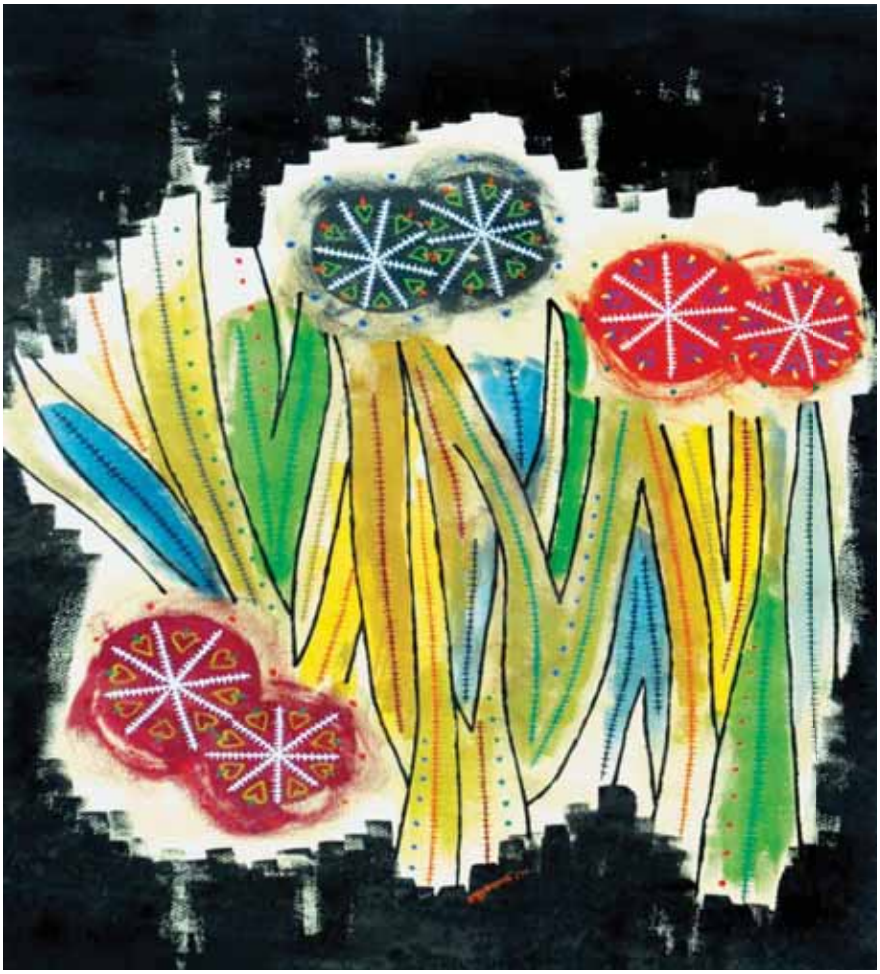

চিত্র- ৫৩
মামুন কায়সার
কম্পোজিশন ॥ তেলরঙ, ৮৩ x ৬৫ সে:মি: ২০১১

Painting- 53
Mamun Kaiser
Composition ॥ oil colour, 83 x 65 cm. 2011

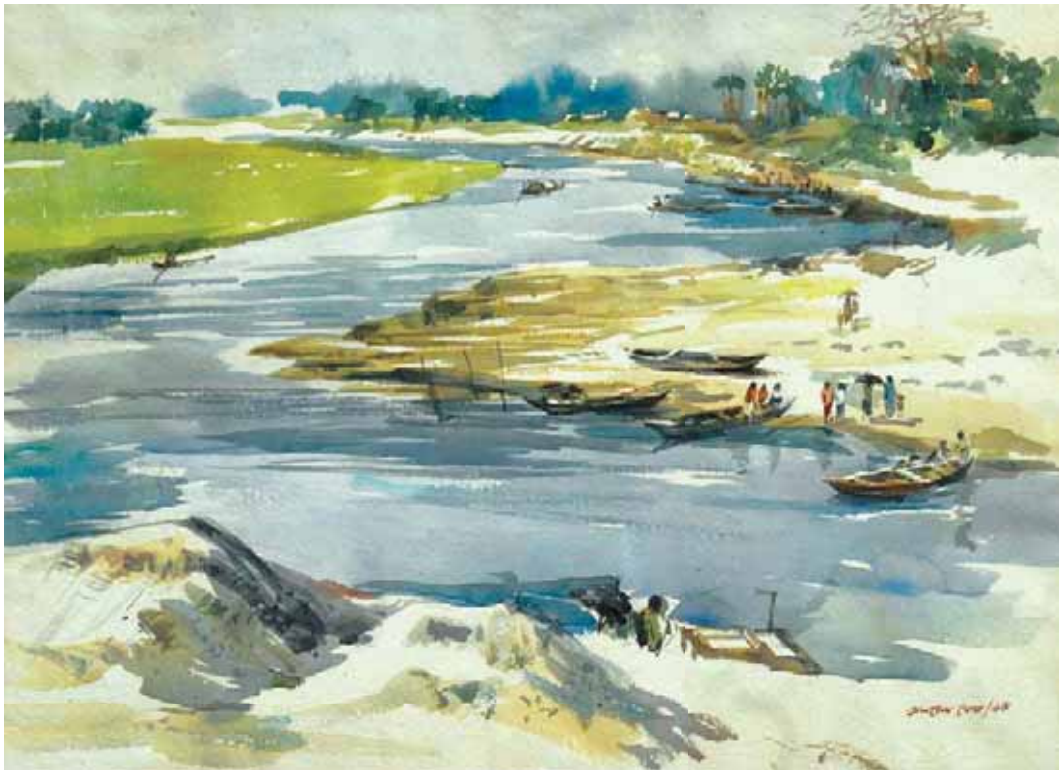

চিত্র- ৫৪
অলকেশ ঘোষ
নিসর্গ ॥ জলরঙ, ৭৩ x ৯১ সে:মি: ১৯৯৫

Painting- 54
Alokesh Ghosh
Landscape ॥ water colour, 73 x 91 cm. 1995

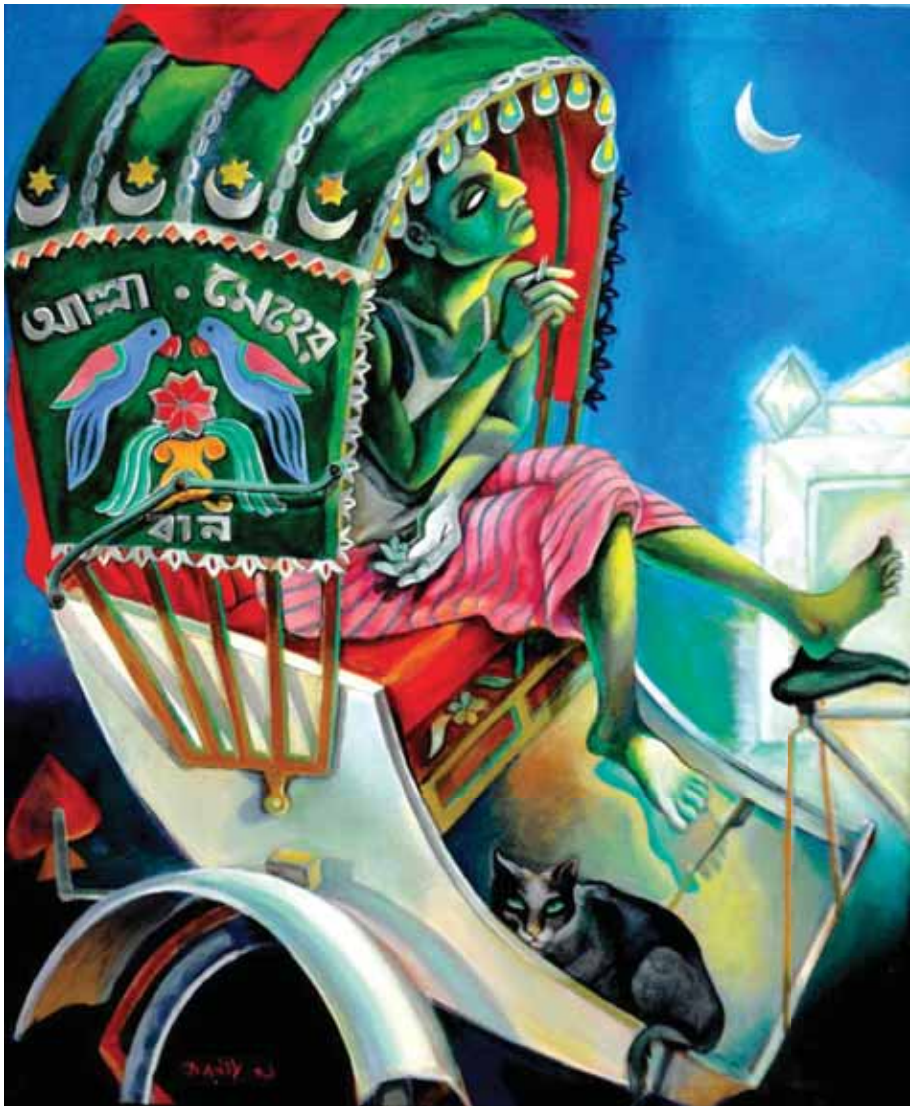

চিত্র- ৫৫
নাজলী লায়লা মনসুর
রিকশায় বিড়াল ॥ তেলরঙ, ৭৫ x ৬০ সে:মি: ২০০৯

Painting- 55
Nazlee Laila Mansur
The Cat on the Rickshaw ॥ oil colour, 75 x 60 cm. 2009

চিত্র- ৫৬
ফরিদা জামান
জাল ও পাখি ॥ তেলরঙ, ৯৩ x ৯৩ সে:মি: ২০০৪

Painting- 56
Farida Zaman
The net with a bird ॥ oil colour, 93 x 93 cm. 2004

চিত্র- ৫৭
ফরিদা জামান
সুন্দরী সুফিয়া ॥ অ্যাক্রেলিক, ৯০ x ৯০ সে:মি: ২০০৯

Painting- 57
Farida Zaman
Charming Sufia ॥ acrylic, 90 x 90 cm. 2009

চিত্র- ৫৮
ফরিদা জামান
জলাভূমি-৮ ॥ অ্যাক্রেলিক, ৯০ x ৯০ সে:মি: ২০১২

Painting- 58
Farida Zaman
Marshy Land-8 ॥ acrylic, 90 x 90 cm. 2012

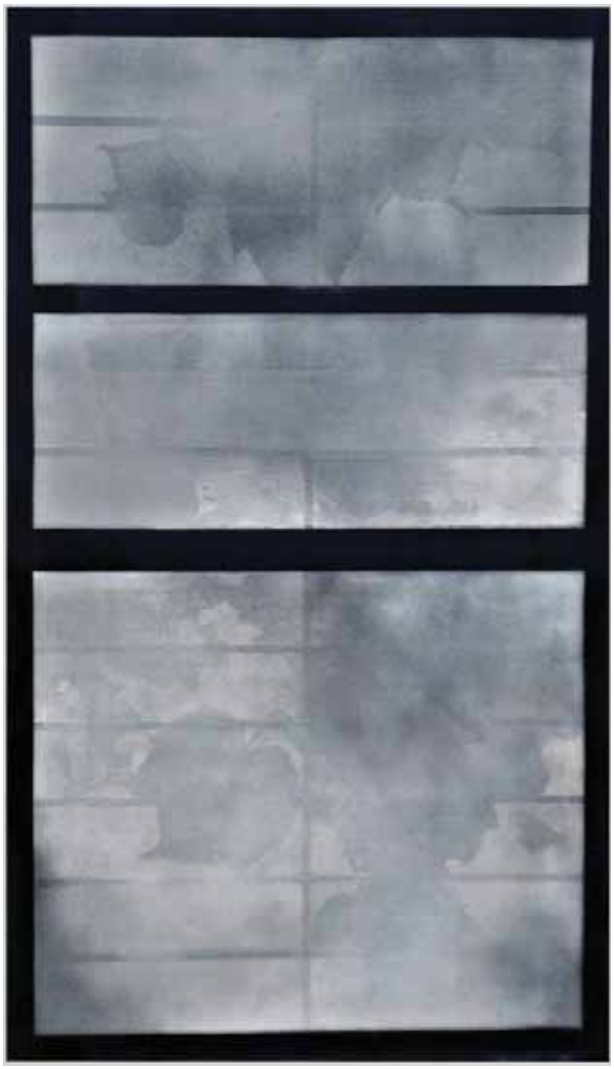

চিত্র- ৫৯
নাসিম আহমেদ নাদভী
জানালা-৩ ॥ অ্যাক্রেলিক, ১৫২ x ৯০ সে:মি: ২০০৪

Painting- 59
Nasim Ahmed Nadvi
Window-3 ॥ acrylic, 152 x 90 cm. 2004

চিত্র- ৬০
মোহাম্মদ ইউনুস
দগ্ধ-১ ॥ অ্যাক্রেলিক, ১৫০ x ১৫০ সে:মি: ২০১২

Painting- 60
Mohammad Eunus
Burnt-1 ॥ acrylic, 150 x 150 cm. 2012

চিত্র- ৬১
রোকেয়া সুলতানা
কম্পোজিশন ॥ অ্যাক্রেলিক, ১২৮ x ১২৮ সে:মি: ১৯৯৭

Painting- 61
Rokeya Sultana
Composition ॥ acrylic, 128 x 128 cm. 1997

চিত্র- ৬২
তরুণ ঘোষ
বেহুলা ॥ তেলরঙ,
১৮০ x ১১৮ সে:মি: ১৯৯৬

Painting- 62
Tarun Ghosh
BEHULA ॥ oil colour,
180 x 118 cm. 1996

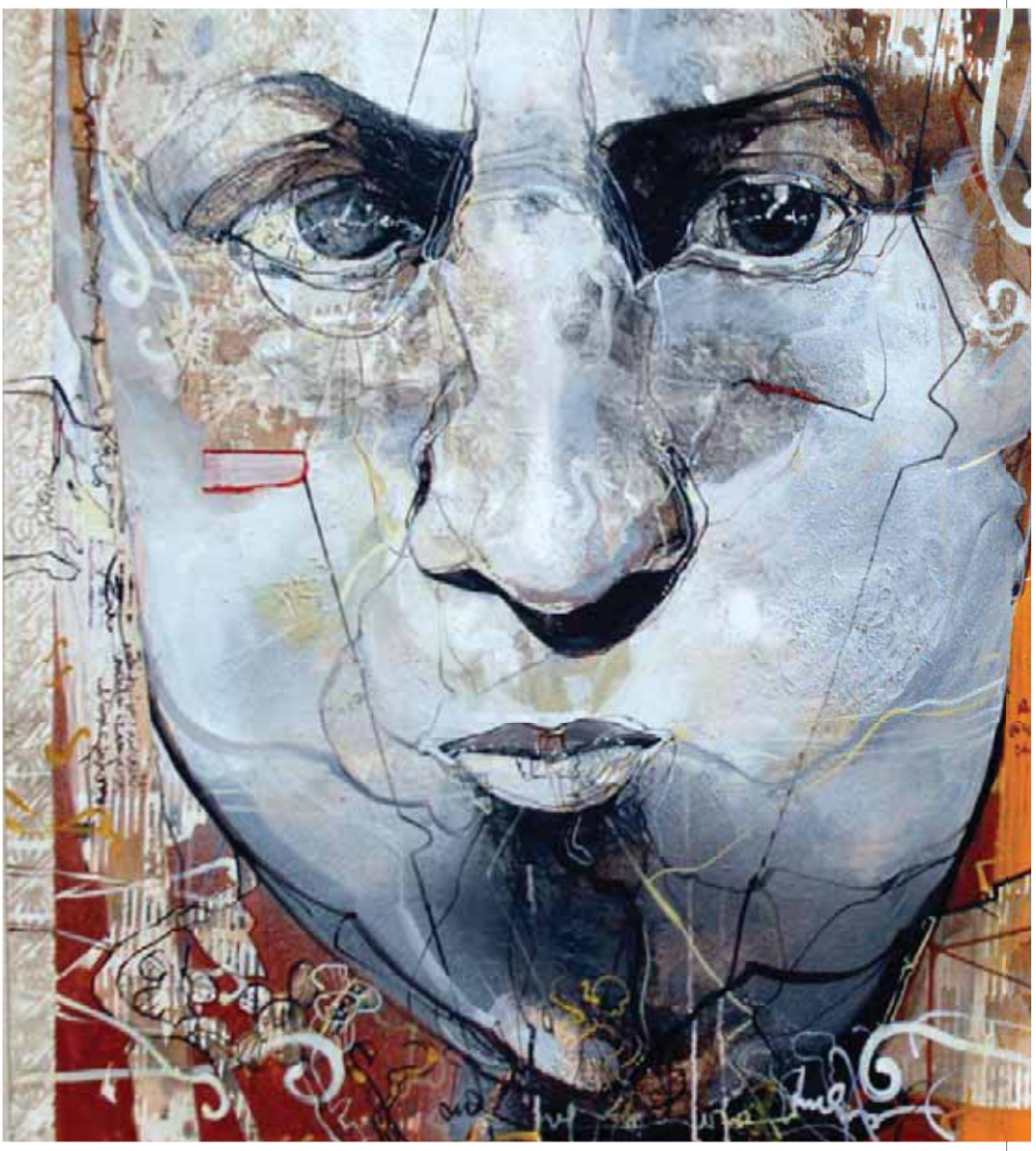

চিত্র- ৬৩
রণজিৎ দাস
বিকৃতি ও ছন্দ-১ ॥ অ্যাক্রেলিক, ৯৫ x ১৬৭ সে:মি: ২০১২

Painting- 63
Ranjit Das
Rhythm and Distortion-1 ॥ acrylic, 95 x 167 cm. 2012

চিত্র- ৬৪

জামাল আহমেদ

জাতির পিতা ॥ মিশ্র মাধ্যম, ১২২ x ৯১ সেঃমিঃ ২০১১

Painting- 64

Jamal Ahmed

Father of the Nation ॥ mixed media, 122 x 91 cm. 2011

চিত্র- ৬৫

মো. মনিরুজ্জামান

অতীত স্মৃতি ॥ তেলরঙ, ১২৮ x ১২৮ সে:মি: ১৯৯৬

Painting- 65

Md. Maniruzzaman

Past Memory ॥ oil colour, 128 x 128 cm. 1996

চিত্র- ৬৬
মো. মনিরুজ্জামান
শীত সকাল ॥ তেলরঙ, ৬৮ x ১০৮ সে:মি: ১৯৯৭

Painting- 66
Md. Maniruzzaman
Winter Morning ॥ oil colour, 68 x 108 cm. 1997

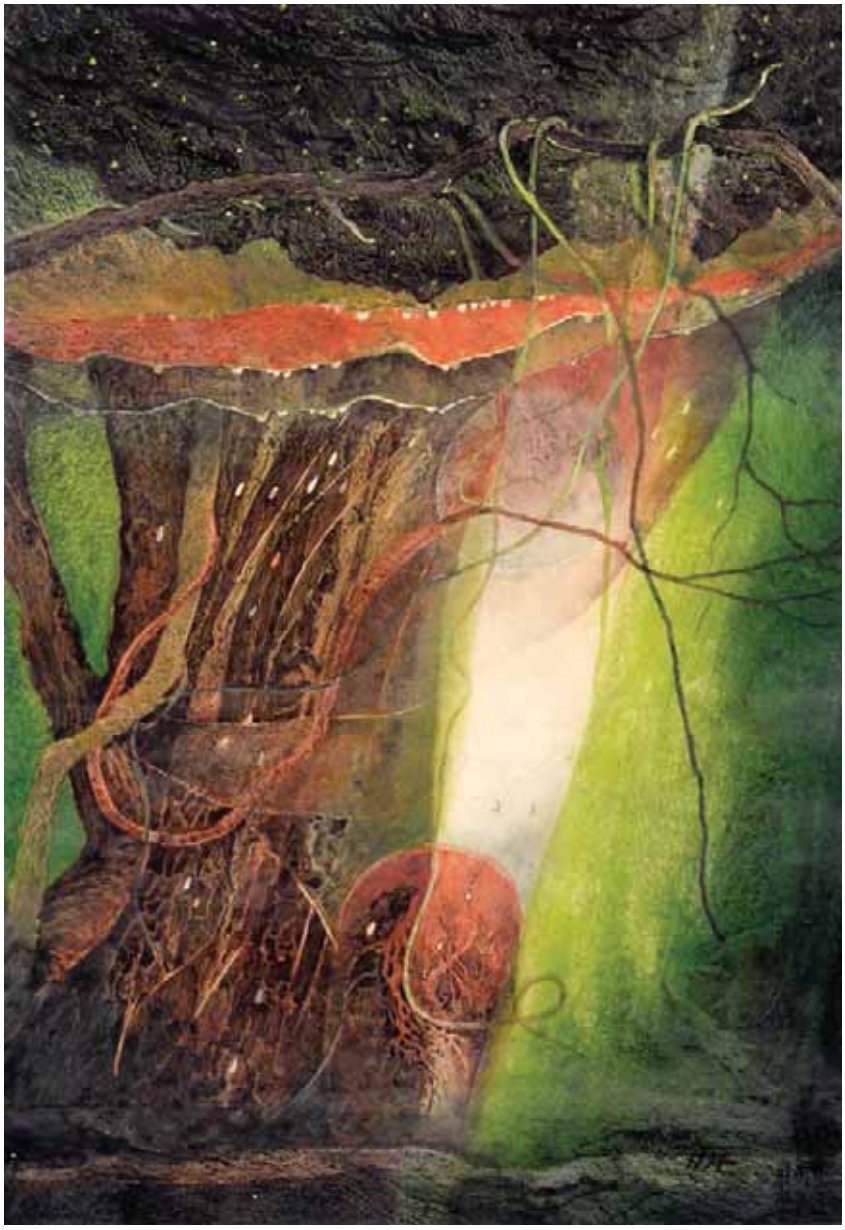

চিত্র- ৬৭
নাসরীন বেগম
অন্ধকারে আলো ॥ জলরঙ, ৯৪ x ৬৮ সে:মি: ১৯৯৪

Painting- 67
Nasreen Begum
Light in the Dark ॥ water colour, 94 x 68 cm. 1994

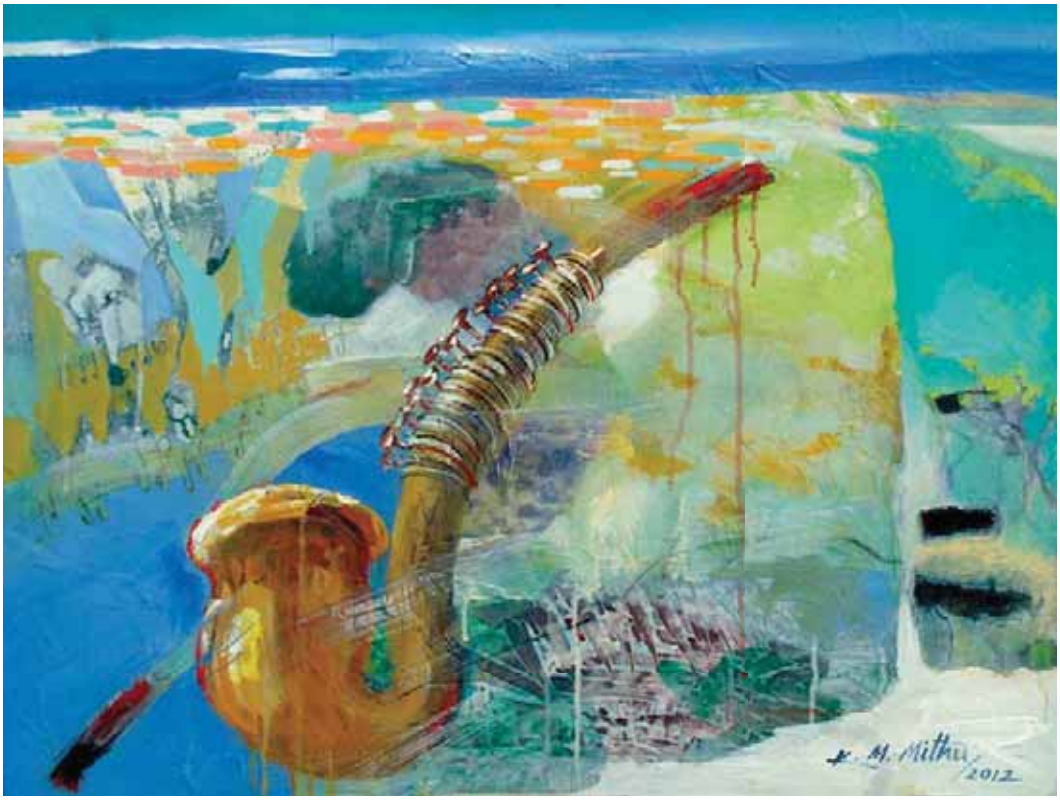

চিত্র- ৬৯
খালিদ মাহমুদ মিঠু
সাগরের গান ॥ অ্যাক্রেলিক, ৬০ x ৭৬ সে:মি: ২০১২

Painting- 69
Khalid Mahmood Mithu
Music of Ocean ॥ acrylic, 60 x 76 cm. 2012

চিত্র- ৬৮
বাম পৃষ্ঠার ছবি
শেখ আফজাল হোসেন
শৈশব ॥ তেলরঙ, ১৫৩ x ১২২ সে:মি: ১৯৯৬

Painting- 68
left page
Sheikh Afzal Hossain
Childhood ॥ oil colour, 153 x 122 cm. 1996

চিত্র- ৭০
শামসুদ্দোহা
নিসর্গ ॥ তেলরঙ, ৬৯ x ১১৪ সে:মি: ১৯৯৭

Painting- 70
Shamsuddoha
Landscape ॥ oil colour, 69 x 114 cm. 1997

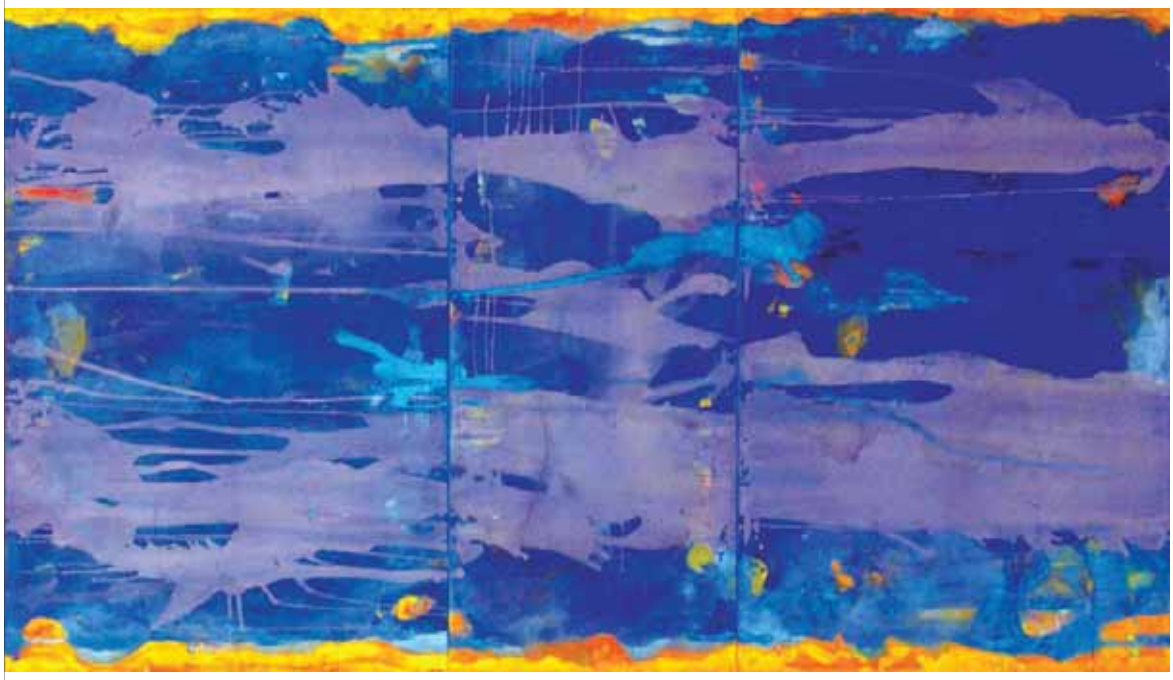

চিত্র- ৭১
ওয়াকিলুর রহমান
জলবয়ান-১০ ॥ মিশ্র মাধ্যম, ১৫০ x ২৬৫ সে:মি: ২০০৬

Painting- 71
Wakilur Rahman
Waterscript-10 ॥ mixed media, 150 x 265 cm. 2006

চিত্র- ৭২
দিলারা বেগম জলি
তাহাদের কথা ॥ অ্যাক্রেলিক, ৯০ x ১২০ সে:মি: ২০০৬

Painting- 72
Dilara Begum Jolly
Their Words ॥ acrylic, 90 x 120 cm. 2006

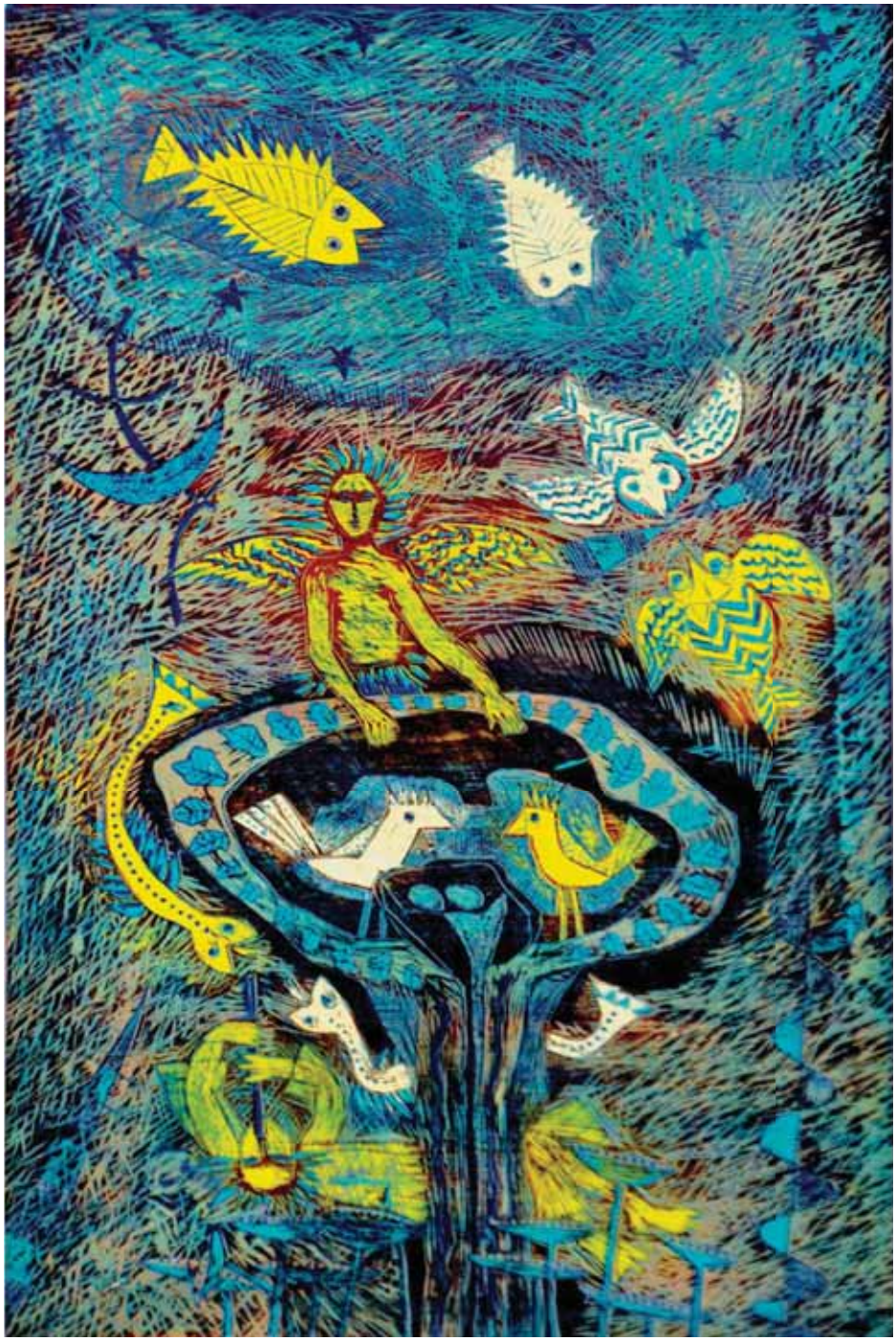

চিত্র- ৭৪
কনক চাঁপা চাকমা
রাঙামাটির এক বিকেল ॥ তেলরঙ, ৯০ x ১০৪ সেমি: ১৯৯৮

Painting- 74
Kanak Chanpa Chakma
Afternoon at Rangamati ॥ oil colour, 90 x 104 cm. 1998

চিত্র- ৭৩
বাম পৃষ্ঠার ছবি
মোঃ আমিরুল মোমেনীন চৌধুরী
নুহাশ এবং অন্যান্য-৫১ ॥ রঙিন কাঠ খোদাই, ১০০ x ৭৫ সেঃমিঃ ২০০৯

Painting- 73
left page
Md. Amirul Momanin Chowdhury
Nuhash and others-51 ॥ coloured wood cut print, 100 x 75 cm. 2009

চিত্র- ৭৫
উপরের ছবি
কনক চাঁপা চাকমা
বাঁশনৃত্য ॥ অ্যাক্রেলিক, ১১০ x ১৪৮ সে:মি: ১৯৯৯

Painting- 75
Top
Kanak Chanpa Chakma
Bamboo Dance ॥ acrylic, 110 x 148 cm. 1999

চিত্র- ৭৬
কনক চাঁপা চাকমা
অপেক্ষা ॥ অ্যাক্রেলিক, ৯৭ x ১১৩ সে:মি: ১৯৯৮

Painting- 76
Kanak Chanpa Chakma
Waiting ॥ acrylic, 97 x 113 cm. 1998

চিত্র- ৭৭
কনক চাঁপা চাকমা
পাহাড়ী মেয়ে ॥ অ্যাক্রেলিক, ১৩৭ x ১৩৭ সেঃমিঃ ২০০৬

Painting- 77
Kanak Chanpa Chakma
Tribal Woman ॥ acrylic, 137 x 137 cm. 2006

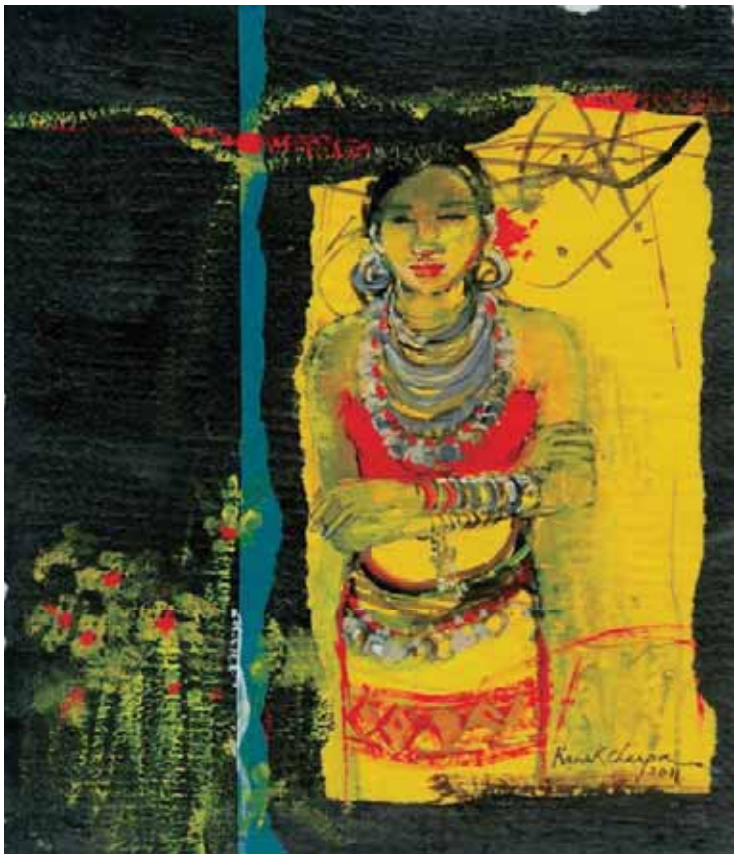

চিত্র- ৭৮
উপরের ছবি
কনক চাঁপা চাকমা
ত্রয়ী ॥ অ্যাক্রেলিক, ৪১ x ৫১ সে:মি: ১৯৯৯

Painting- 78
Top
Kanak Chanpa Chakma
Three girls ॥ acrylic, 41 x 51 cm. 1999

চিত্র- ৭৯
কনক চাঁপা চাকমা
আদিবাসী সুন্দরী ॥ অ্যাক্রেলিক, ৯৬ x ৫৭ সে:মি: ১৯৯৯

Painting- 79
Kanak Chanpa Chakma
Tribal Beauty ॥ acrylic, 96 x 57 cm. 1999

চিত্র- ৮০
মোঃ আনিসুজ্জামান
বহুবর্ণিল জটিলতা-৩০ ॥ কাঠ খোদাই ছাপচিত্র, ১৮০ x ৩৬০ সেঃমিঃ ২০১২

Painting- 80
Md. Anisuzzaman
Kaleidoscopic Complexity-30 ॥ woodcut on paper, 180 x 360 cm. 2012

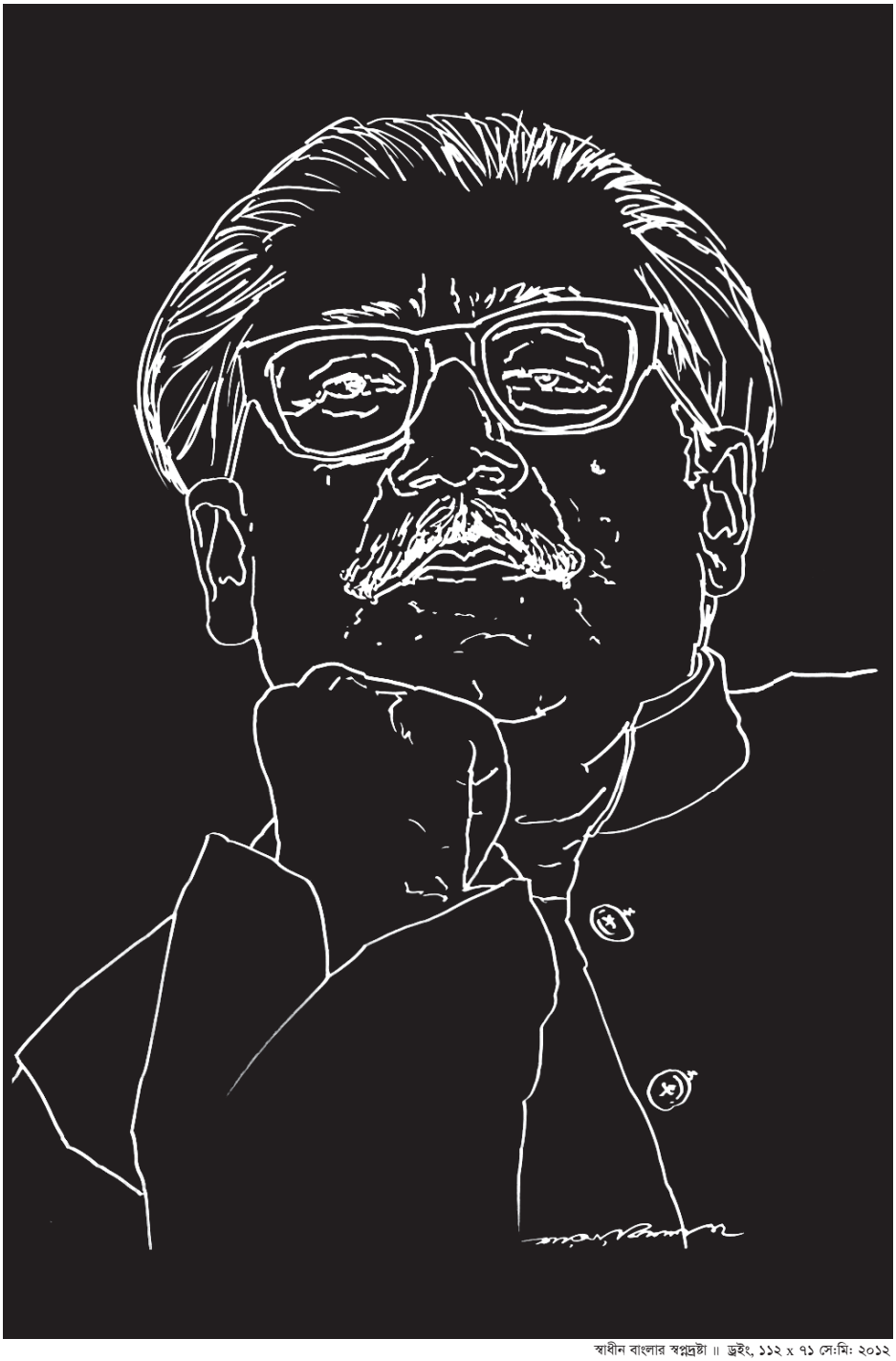

স্বাধীন বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা ॥ ড্রইং, ১১২ x ৭১ সে:মি: ২০১২

Painting- 81
Shahjahan Ahmed Bikash
Dreamer of Bangladesh ॥ drawing, 112 x 71 cm. 2012

চিত্র- ৮২
শাহজাহান আহমেদ বিকাশ
জাতির পিতা ॥ ড্রইং, ১১২ x ৭১ সে:মি: ২০১২

Painting- 82
Shahjahan Ahmed Bikash
Off to prison, but the independence struggle must go on ॥ drawing, 112 x 71 cm. 2012

চিত্র- ৮৩
মোহাম্মদ ইকবাল
তোমার মুখোমুখি ॥ অ্যাক্রেলিক, ১১৬ x ১১৬ সে:মি: ২০১২

Painting- 83
Mohammad Iqbal
Facing you ॥ acrylic, 116 x 116 cm. 2012

চিত্র- ৮৪
রফিকুল ইসলাম
প্রকৃতি ॥ তেলরঙ, ৬৫ x ৯১ সে:মি: ১৯৯৭

Painting- 84
Rafiqul Islam
From the nature ॥ oil colour, 65 x 91 cm. 1997

চিত্র- ৮৫
মাকসুদা ইকবাল নিপা
স্বর্ণাক্ষর ॥ তেলরঙ, ৯১ x ৯১ সে:মি: ২০১২

Painting- 85
Maksuda Iqbal Nipa
Gold Scribbles ॥ oil colour, 91 x 91 cm. 2012

চিত্র- ৮৬
বিশ্বজিৎ গোস্বামী
প্রাণের অন্বেষণে-৯ ॥ তেলরঙ ১৫০ x ১৫০ সে:মি: ২০১০

Painting- 86
Bishwajit Goswami
Quest for Soul-9 ॥ oil colour 150 x 150 cm. 2010

চিত্র- ৮৭
মাসুদ চৌধুরী
কিছুক্ষণ ॥ তেলরঙ, ৯৩ x ৯৩ সে:মি: ১৯৯৯

Painting- 87
Masud Chowdhury
Few Moments ॥ oil colour, 93 x 93 cm. 1999

চিত্র- ৮৮
সাঈদ খন্দকার
আমার দেশ ॥ জলরঙ, ৬৬ x ৮৮ সেঃমিঃ ১৯৯৬

Painting- 88
Sayeed Khandokar
My Country ॥ water colour, 66 x 88 cm. 1996

চিত্র- ৮৯
রোখসানা সাঈদা আক্তার
কম্পোজিশন ॥ তেলরঙ, ৬৬ x ৬৫ সেঃমিঃ ১৯৯৮

Painting- 89
Rukhsana Saida Akhtar
Composition ॥ oil colour, 66 x 65 cm. 1998

ম্যুরাল
দেয়াল চিত্র

ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর
বগুড়া, খুলনা, বরিশাল
চট্টগ্রাম ও সিলেট

শিল্পের প্রকাশ সর্বজনীন, তবে যখন একটি দেশ বা সমাজের যে শিল্পী দ্বারা শিল্পচর্চা হয় তখন সেই পরিবেশ, প্রতিবেশ, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা, প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকতার ওপর নির্ভর করে তা গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দেশব্যাপী বিভিন্ন শহরের ব্যাংক কার্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় ও মাধ্যমের যে সব শিল্পকর্ম দেখা যায় সে সবের মধ্য দিয়ে অনুরূপভাবে এদেশের মূল শিল্পরূপটি পরিদৃশ্যমান হয় এবং সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অতীত, সাম্প্রতিক এবং আগামী দিনের শিল্পসৃষ্টির মূল পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়।

রবিউল হুসাইন পৃষ্ঠা ২৫

MURALS

Dhaka, Rajshahi, Rangpur
Bogra, Khulna, Barisal
Chittagong and Sylhet

Art is supposed to be always universal but when an artist of any country engages himself to create, it grows automatically with the surrounding, expressing socio-political and economic conditions, nature and environs of that land. The continuation of this process can be found and visualized through all the paintings and art objects displayed at different offices of Bangladesh Bank of the country where the main issues of aesthetics in view of the past, contemporary and coming days are present.

Rabiul Husain Page 46

ম্যুরাল-১
আমিনুল ইসলাম
সম্পদ বৃক্ষ ॥ মিশ্র মাধ্যম, কাঠ, তামা, পিতল, স্টেইনলেস স্টীল এবং মোজাইক, ৩৩৬ বর্গফুট, ১৯৬৮
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান ভবন, ঢাকা

Mural-1
Aminul Islam
Tree of Treasures ॥ Mixed Media, Wood, Copper, Brass, Stainless Steel and Mosaic, 336 sq.ft. 1968
Bangladesh Bank, Main Building, Dhaka

ম্যুরাল-২
মুর্তজা বশীর
টাকার ক্রমবিকাশ ॥ মিশ্র রং, ৭৪৯ বর্গফুট, ১৯৬৮
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান ভবন, ঢাকা

Mural-2
Murtaja Baseer
Evaluation of Money ॥ Mixed Media, 749 sq.ft. 1968
Bangladesh Bank, Main Building, Dhaka

মুর্তজা বশীর
ম্যুরাল নং-২ এর আরও কিছু অংশ

Murtaja Baseer
Some other parts of the Mural No-2

মুর্তজা বশীর
ম্যুরাল নং ২ এর একটি অংশ

Murtaja Baseer
Part of the Mural No. 2

ম্যুরাল-৩
সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ
বাংলার রূপ ॥ পোড়ামাটির ফলক, ৪৮৪ বর্গফুট, ১৯৯৫
বাংলাদেশ ব্যাংক, দ্বিতীয় সংলগ্নী ভবন, ঢাকা

Mural-3
Syed Abdullah Khalid
Beauty of Bangladesh ॥ Terracotta Plaque, 484 sq.ft. 1995
Bangladesh Bank, Annexe Building-2, Dhaka

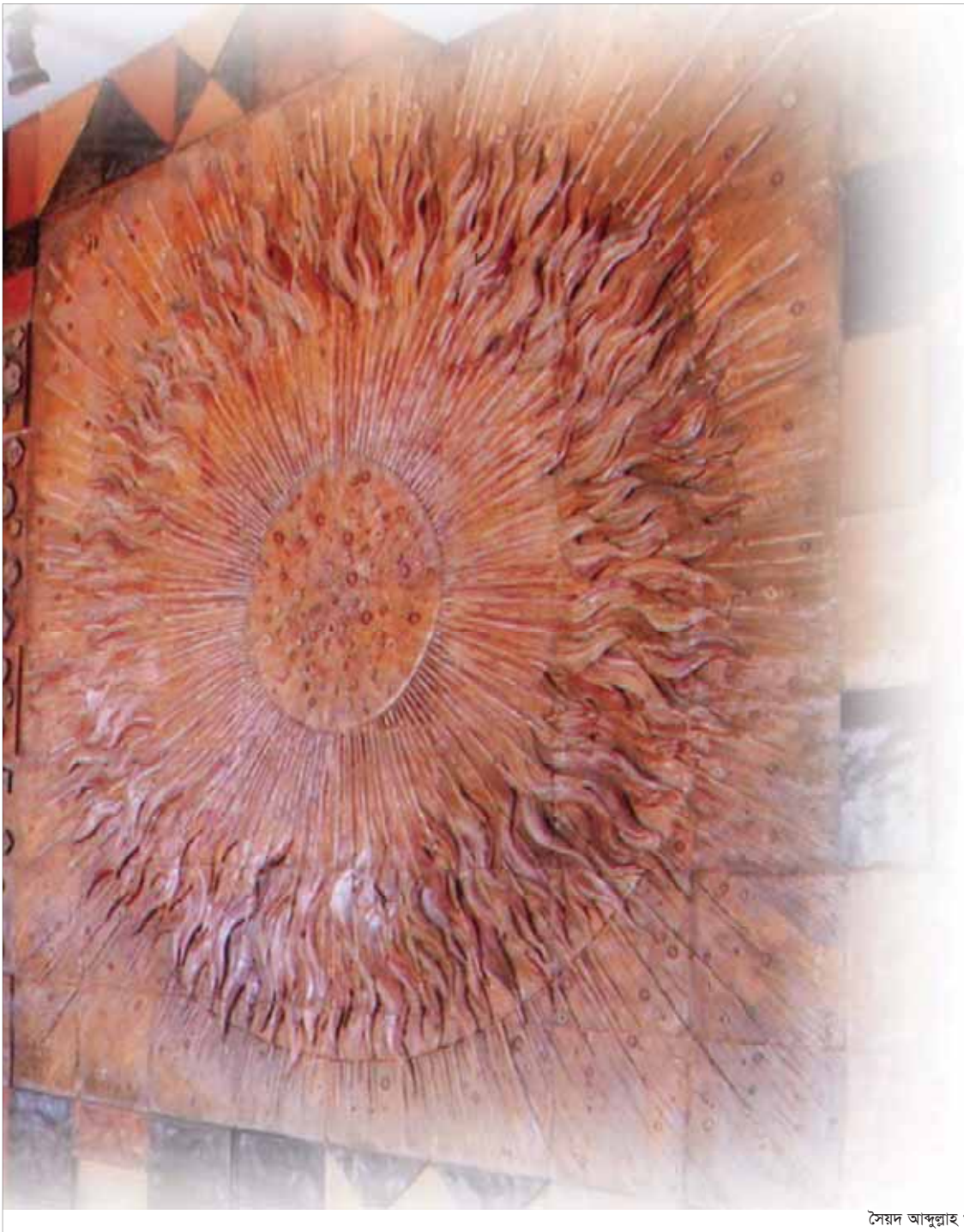

সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ
ম্যুরাল নং ৩ এর একটি অংশ

Syed Abdullah Khalid
Part of the Mural No. 3

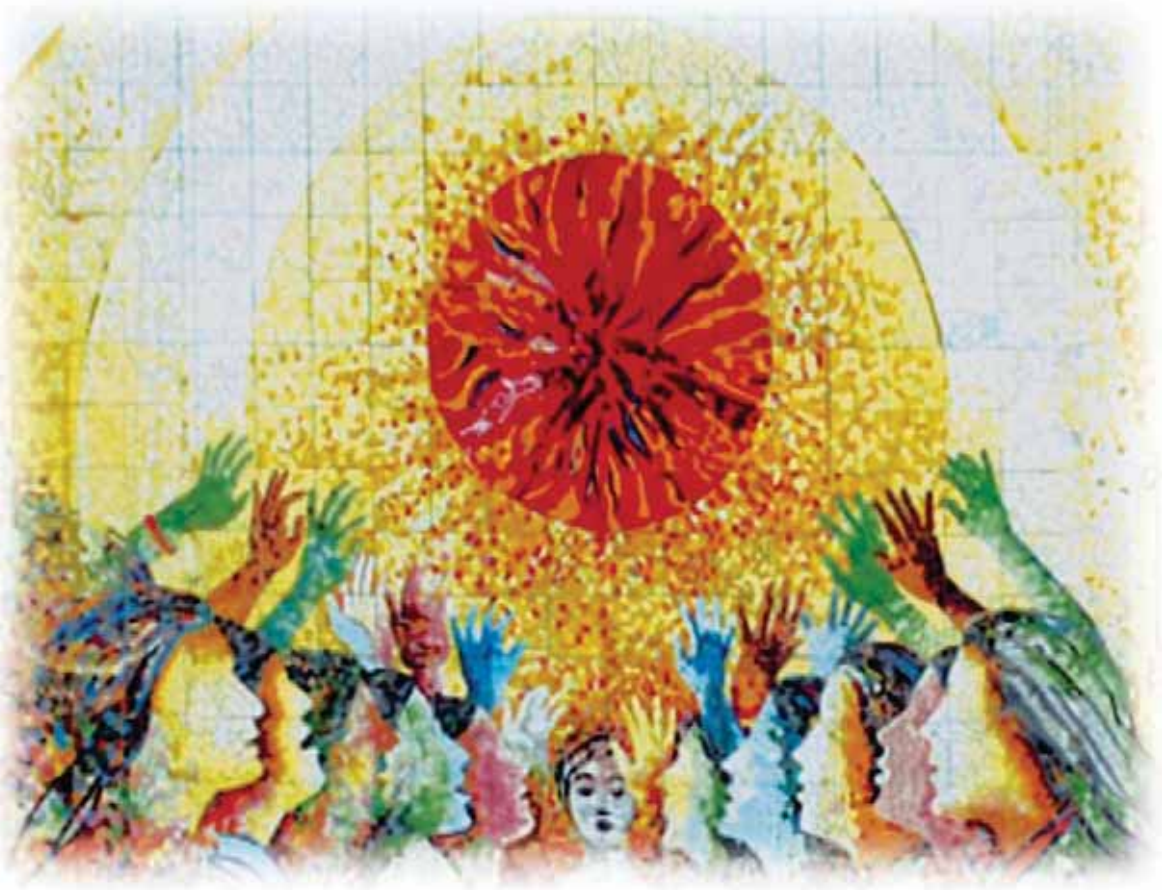

আমিনুল ইসলাম
ম্যুরাল নং ৪ এর একটি অংশ

Aminul Islam
Part of the Mural No. 4

ম্যুরাল-৪
আমিনুল ইসলাম
মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ ॥ গ্লেইজড টাইলস, ১২৬৭ বর্গফুট, ১৯৯৬
বাংলাদেশ ব্যাংক, দ্বিতীয় সংলগ্নী ভবন, ঢাকা

Mural-4
Aminul Islam
Liberation War 1971 ॥ Glazed Tiles, 1267 sq.ft. 1996
Bangladesh Bank, Annexe Building-2, Dhaka

ম্যুরাল-৫
হামিদুজ্জামান খান
মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ ॥ কাঠ, পিতল, তামা ও স্টেইনলেস স্টীল, ৩১৬.৪ বর্গফুট, ১৯৯৬
বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া

Mural-5
Hamiduzzaman Khan
Liberation War 1971 ॥ Wood, Brass, Copper and Stainless Steel, 316.4 sq.ft. 1996
Bangladesh Bank, Bogra

হামিদুজ্জামান খান
ম্যুরাল নং ৫ এর অংশ বিশেষ

Hamiduzzaman Khan
Parts of the Mural No. 5

ম্যুরাল-৬
অলক রায়
সমাজ, সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধ ॥ পোড়ামাটি ও মার্বেল গুঁড়া, ৫১৬ বর্গফুট, ১৯৯৬
বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম

Mural-6
Alok Roy
Liberation War and the then society and culture ॥ Terracotta and Marble Dust, 516 sq.ft. 1996
Bangladesh Bank, Chittagong

অলক রায়
ম্যুরাল নং ৬ এর একটি অংশ

Alok Roy
Part of the Mural No. 6

ম্যুরাল-৭
আবদুর রাজ্জাক
বরেন্দ্র বাংলা ॥ কাঠ, ধাতু ইত্যাদি, ২১৬ বর্গফুট, ১৯৯৬
বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী

Mural-7
Abdur Razzaque
BORENDRA BANGLA ॥ Wood, Metals etc. 216 sq.ft. 1996
Bangladesh Bank, Rajshahi

আবদুর রাজ্জাক
ম্যুরাল নং ৭ এর অংশ বিশেষ

Abdur Razzaque
Part of the Mural No. 7

কাইয়ুম চৌধুরী
ম্যুরাল নং ৮ এর অংশ বিশেষ

Qayyum Chowdhury
Part of the Mural No. 8

ম্যুরাল-৮
কাইয়ুম চৌধুরী
মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় ১৯৭১ ॥ রঙিন টাইলস, ৪৩১.৭৫ বর্গফুট, ১৯৯৮
বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী

Mural-8
Qayyum Chowdhury
Liberation War 1971 and the Victory ॥ Coloured Tiles, 431.75 sq.ft. 1998
Bangladesh Bank, Rajshahi

ম্যুরাল-৯
মুর্তজা বশীর
১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ॥ রঙিন টাইলস, ৮৬৬ বর্গফুট, ১৯৯৬
বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট

Mural-9
Murtaja Baseer
The Language Movement 1952 and The Liberation War 1971 ॥ Coloured Tiles, 866 sq. ft. 1996
Bangladesh Bank, Sylhet

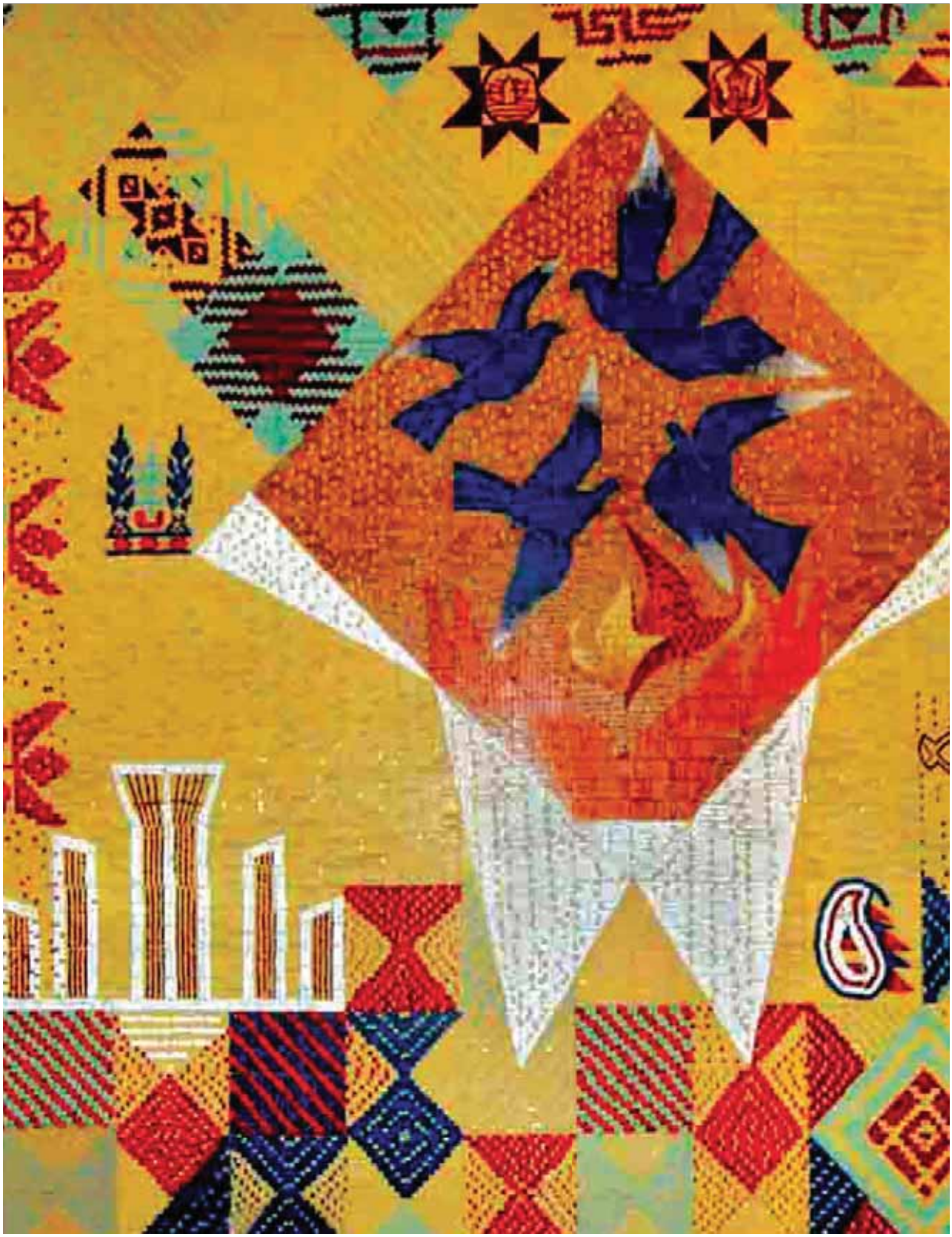

ম্যুরাল-১০
সৈয়দ জাহাঙ্গীর
মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ ও বাংলাদেশ ॥ টাইলস ও মোজাইক, ৩২৪ বর্গফুট, ১৯৯৬
বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা

Mural-10
Syed Jahangir
The Liberation War 1971 and Bangladesh ॥ Tiles and Mosaic, 324 sq. ft. 1996
Bangladesh Bank, Khulna

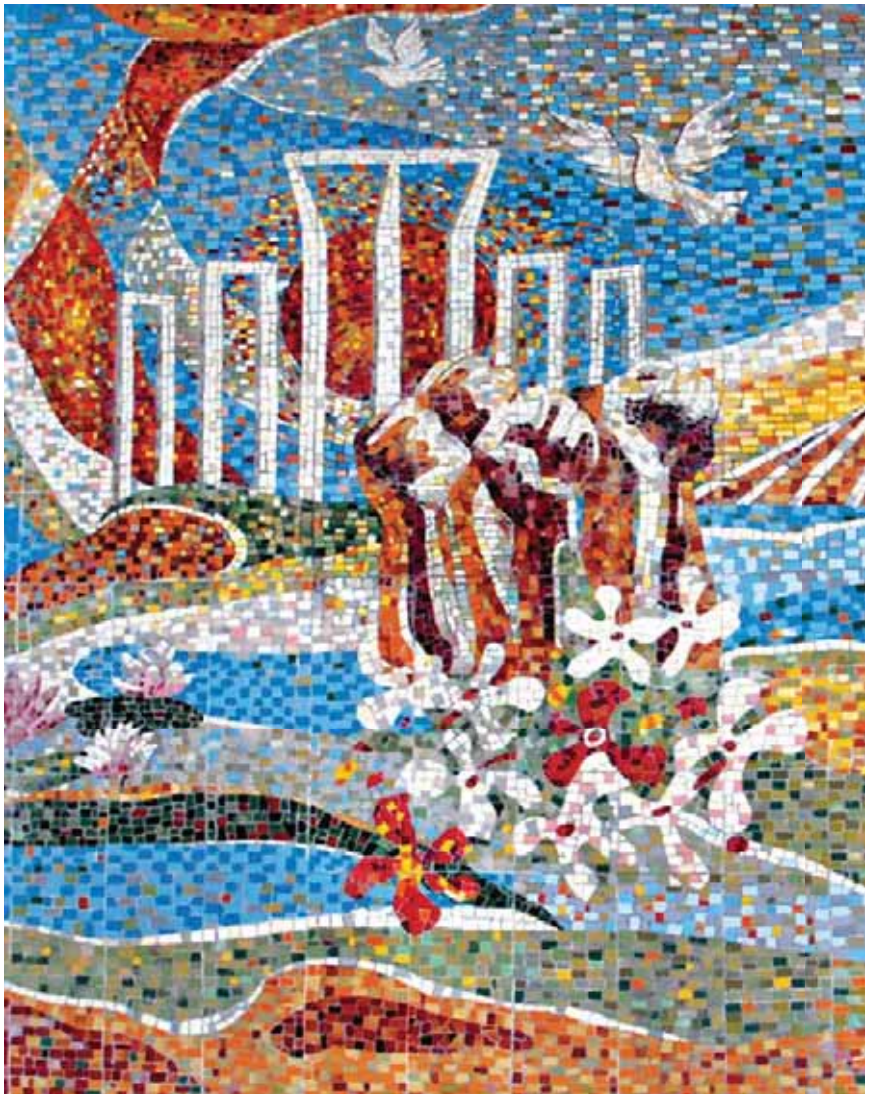

সৈয়দ জাহাঙ্গীর
ম্যুরাল নং ১০ এর একটি অংশ

Syed Jahangir
Part of the Mural No. 10

রফিকুন নবী
ম্যুরাল নং ১১ এর একটি অংশ

Rafiqun Nabi
Part of the Mural No. 11

ম্যুরাল-১১
রফিকুন নবী
নন্দিত উত্তর জনপদ ॥ কাঠ ও টাইলস, ১১৩৪ বর্গফুট, ২০১১
বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর

Mural-11
Rafiqun Nabi
The Beautiful North Bengal ॥ Wood and Tiles, 1134 sq. ft. 2011
Bangladesh Bank, Rangpur

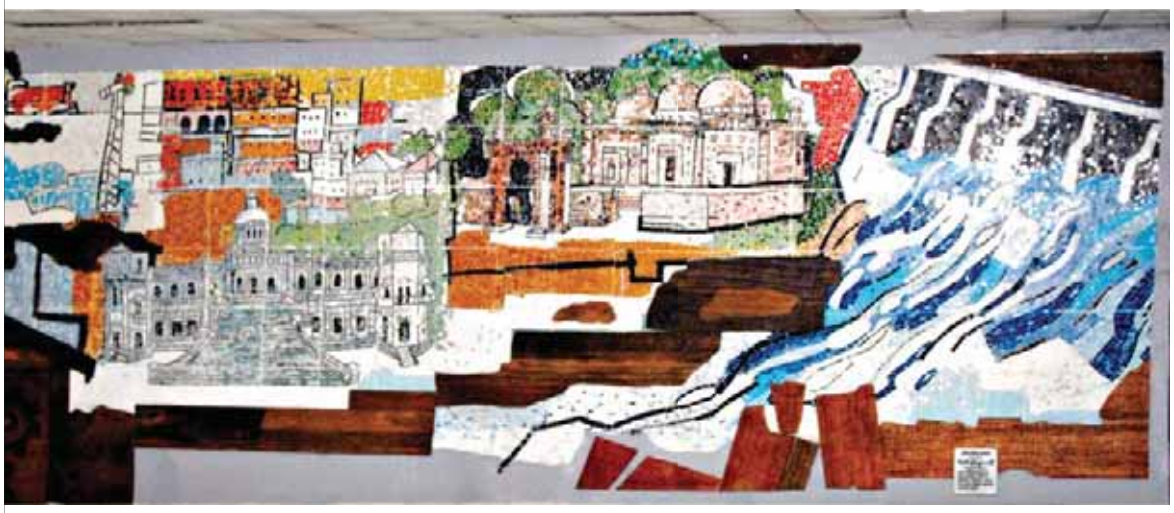

রফিকুন নবী
ম্যুরাল নং ১১ এর অংশ বিশেষ

Rafiqun Nabi
Parts of the Mural No. 11

গৌতম চক্রবর্তী
ম্যুরাল নং ১২ এর একটি অংশ

Goutam Chakraborty
Part of the Mural No. 12

ম্যুরাল-১২
গৌতম চক্রবর্তী
উন্নয়নের তরঙ্গমালা ॥ পোড়ামাটির ফলক, গ্লেইজড টাইলস ও ধাতু, ৪৩০ বর্গফুট, ২০১১
বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর

Mural-12
Goutam Chakraborty
Waves of Development ॥ Terracotta Plaques, Glazed Tiles and Metals, 430 sq. ft. 2011
Bangladesh Bank, Rangpur

সমরজিৎ রায় চৌধুরী
ম্যুরাল নং ১৩ এর একটি অংশ

Samarjit Roy Choudhury
Parts of the Mural No. 13

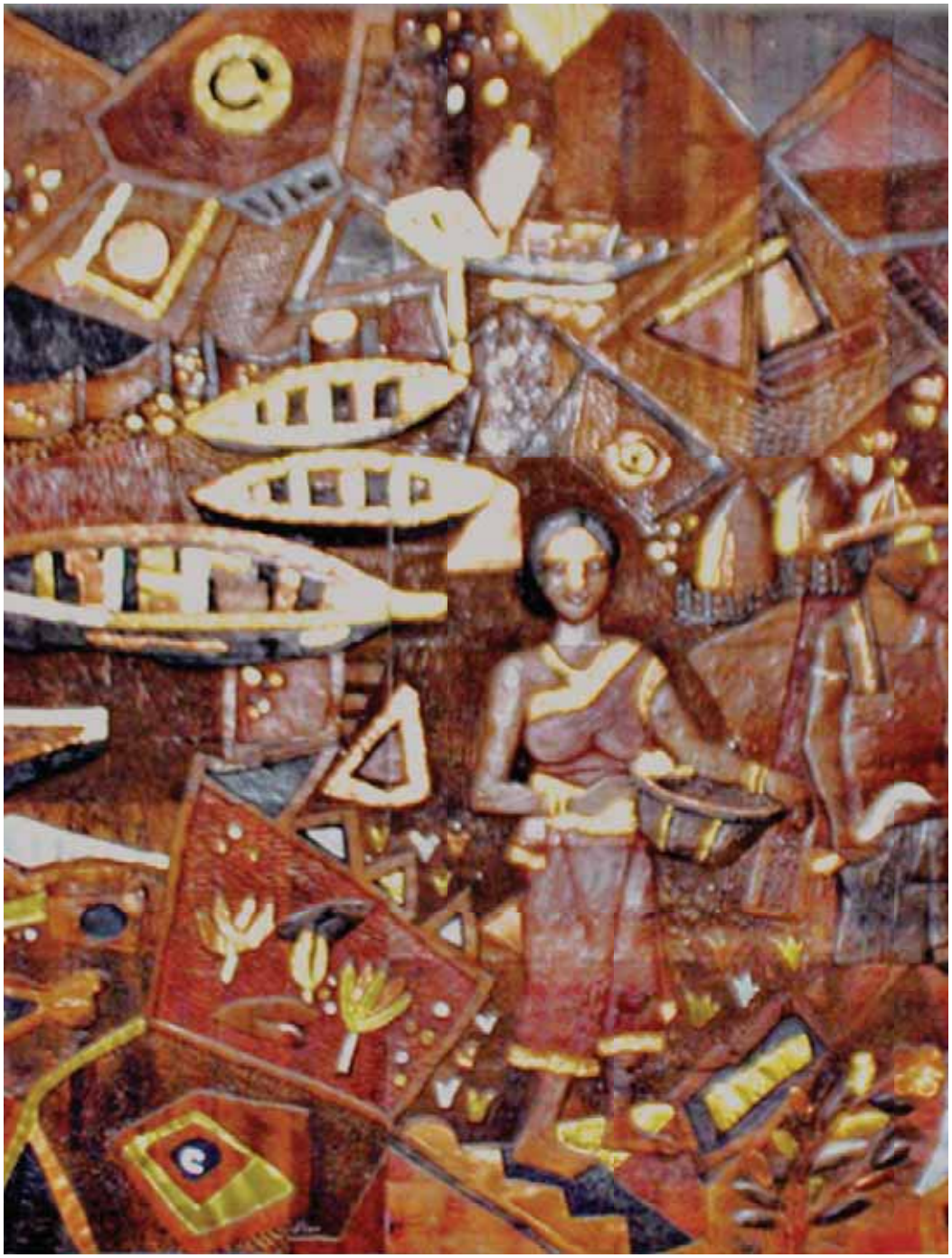

ম্যুরাল-১৩
সমরজিৎ রায় চৌধুরী
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ॥ কাঠ ও ধাতু, ৪৬০.২৭ বর্গফুট, ২০১১
বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর

Mural-13
Samarjit Roy Choudhury
Affluent Bangladesh ॥ Wood and Metals, 460.27 sq. ft. 2011
Bangladesh Bank, Rangpur

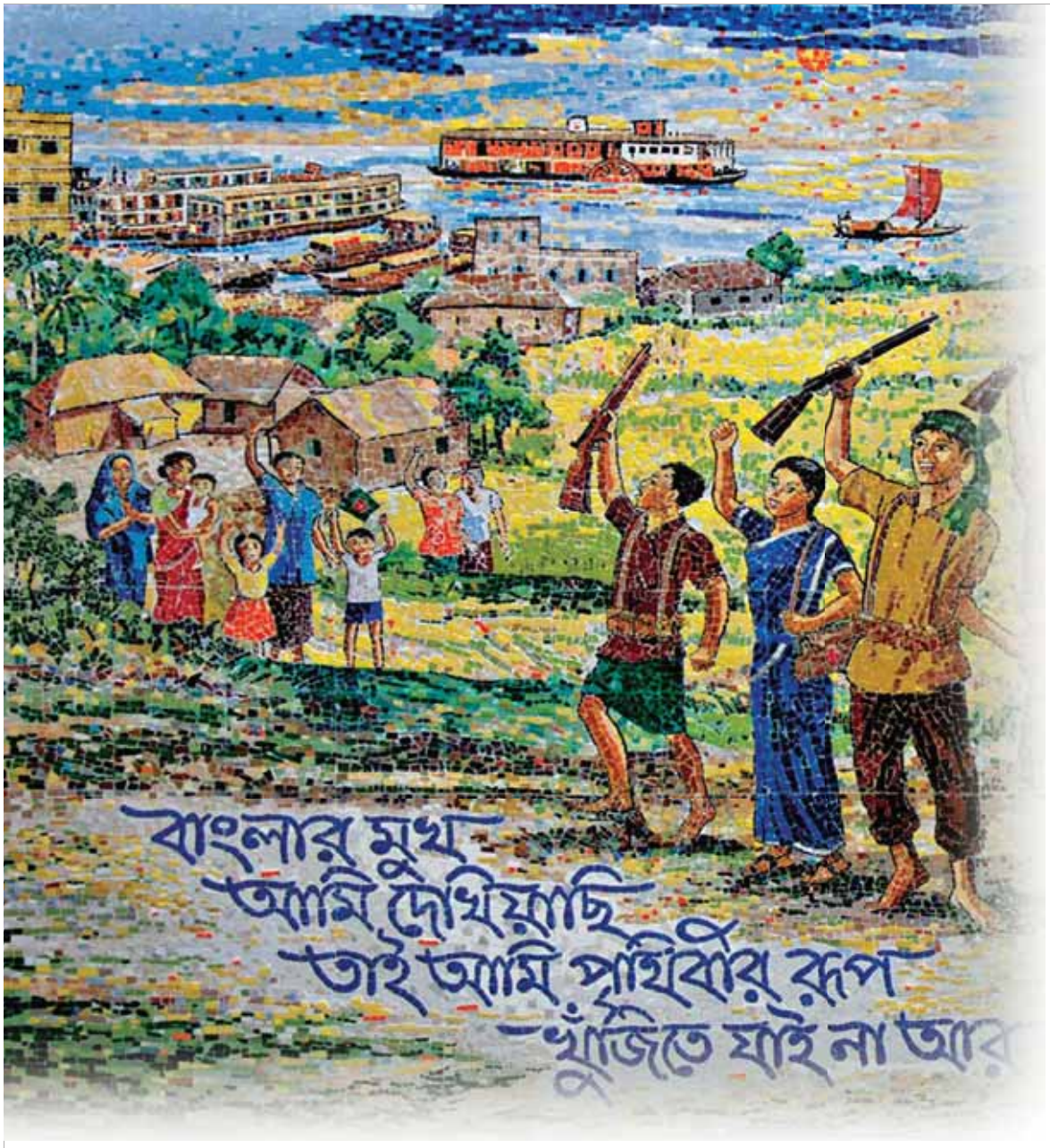
বাংলার মুখ
আমি দেখিয়াছি
তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর

ম্যুরাল-১৪

মুস্তাফা মনোয়ার

মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ ॥ টাইলস ও অন্যান্য, ৩৩৬ বর্গফুট, ২০১১

বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল

Mural-14

Mustafa Monowar

The Liberation War 1971 ॥ Tiles and Others, 336 sq. ft. 2011

Bangladesh Bank, Barisal

মুস্তাফা মনোয়ার
ম্যুরাল নং ১৪ এর একটি অংশ

Mustafa Monowar
Part of the Mural No. 14

কাজী রকিব
ম্যুরাল নং ১৫ এর অংশ বিশেষ

Kazi Rakib
Part of the Mural No. 15

ম্যুরাল-১৫
কাজী রকিব
মহাকাশ ॥ কাঁচ ও কাঁচ সম্পর্কিত উপাদান, ২৭৩ বর্গফুট, ২০০৬
বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী, মিরপুর, ঢাকা

Mural-15
Kazi Rakib
Cosmic Vision ॥ Glass with Related Materials, 273 sq. ft. 2006
Bangladesh Bank Training Academy, Mirpur, Dhaka

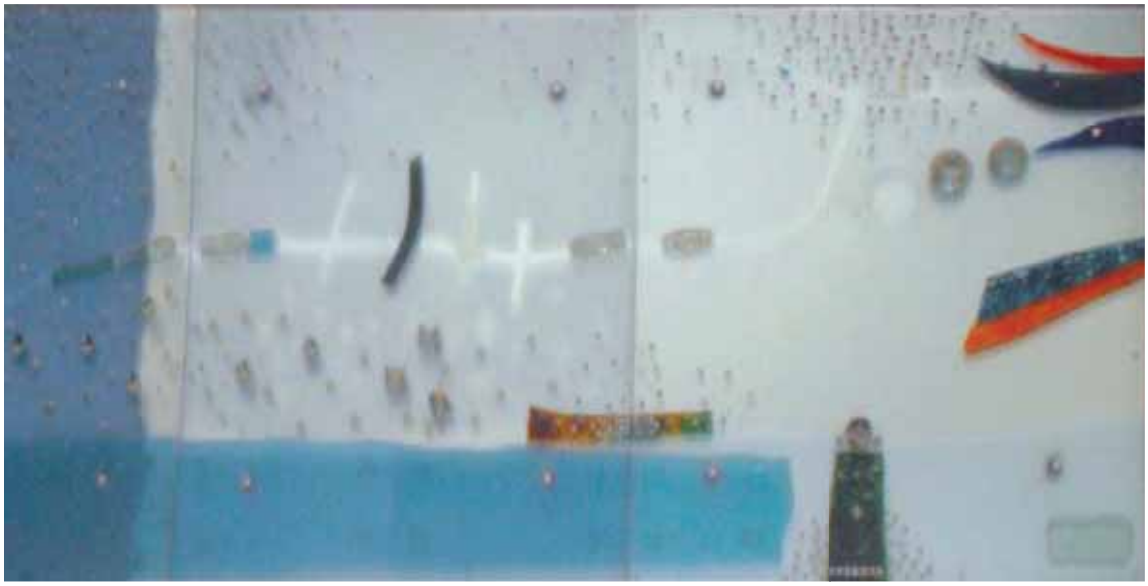

ম্যুরাল-১৬
কনক চাঁপা চাকমা
আবহমান দক্ষিণবঙ্গ ॥ সিরামিক টাইলস এবং পোড়ামাটি, ৪২৭ বর্গফুট, ২০১১
বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল

Mural-16
Kanak Chanpa Chakma
Beautiful South Bangla ॥ Ceramic Tiles and Terracotta, 427 sq. ft. 2011
Bangladesh Bank, Barisal

কনক চাঁপা চাকমা
ম্যুরাল নং ১৬ এর ৩টি অংশ

Kanak Chanpa Chakma
3 Parts of the Mural No. 16

চিত্রকলা
Paintings

চিত্র-৯০
সৈয়দ ইকবাল
মাইডস্কেপ-১২ ॥ অ্যাক্রেলিক, ৭৬ x ৭৬ সে:মি: ২০১২

Painting-90
Syed Iqbal
Mindscape-12 ॥ acrylic, 76 x 76 cm. 2012

চিত্র-৯১
রব্বানী শামীম
উদ্ভট কল্পনা ॥ অ্যাক্রেলিক, ৫০ x ১০০ সে:মি: ২০১০

Painting-91
Rabbani Shamim
Fantasy ॥ acrylic, 50 x 100 cm. 2010

চিত্র-৯২
তাসাদ্দুক হোসেন দুলু
বহির্ভাগ ও অন্তর্ভাগ-১৬ ॥ অ্যাক্রেলিক, ৯০ x ৯০ সে:মি: ২০১২

Painting-92
Tasadduk Hossain Dulu
Surface and inside the Surface-16 ॥ acrylic, 90 x 90 cm. 2012

চিত্র-৯৩
শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান
নিসর্গ ॥ ছাপচিত্র লিথো, ৮৭ x ১১৬ সে:মি: ২০১০

Painting-93
Sheikh Mohammad Rokonuzzaman
Landscape ॥ litho print, 87 x 116 cm. 2010

ভাস্কর্য

SCULPTURE

ভাস্কর্য

হামিদুজ্জামান খান

একতা ॥ স্টেইনলেস স্টীল, উচ্চতা ৩০ ফুট, ২০১১

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

Sculpture

Hamiduzzaman Khan

Unity ॥ stainless steel, Height 30 ft. 2011

Bangladesh Bank, Head Office, Dhaka

শিল্পীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
SHORT BIOGRAPHY OF ARTISTS

জয়নুল আবেদিন ১৯১৪-১৯৭৬

বাংলাদেশে শিল্পকলা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন অধ্যয়ন করেছেন গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস, কলকাতা। সর্ব ভারতে বিশেষ সম্মাননা গভর্নর গোল্ড মেডেল পেয়েছেন একাডেমী অব ফাইন আর্টস, কলকাতা থেকে। বাংলা ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষের বিষয়ে ছবি এঁকে সর্ব ভারতে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর চলে আসেন ঢাকায় এবং আরমানিটোলা স্কুলে চিত্রকলা বিষয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তী বছর গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস প্রতিষ্ঠা করেন এবং অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন। প্রতিষ্ঠানটি শাহবাগে স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয় ১৯৫৬ সালে। ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফটস এর অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৬৭ সালে। ১৯৭০ এর ফেব্রুয়ারিতে আবেদিন ৬৫ x ৭ ফুট লম্বা 'নবান্ন' স্ক্রল অংকন করেন যা আবহমান বাংলার চিরন্তন ছবি। একই বছর ১২ নভেম্বর ১৯৭০ এর ভয়াবহ সাইক্লোনের ধ্বংস-লীলা তুলে ধরে ৩০ ফুট দীর্ঘ আরেকটি স্ক্রল তৈরি করেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক পদে নিয়োগ দিয়ে সম্মানিত করে। সোনারগাঁও-এ অবস্থিত লোকজ জাদুঘরের তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং নিজ শহর ময়মনসিংহে জয়নুল গ্যালারি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৭৫ সালে। ১৯৭৬ সালের ২৮ মে ফুসফুসের ক্যান্সার রোগে মৃত্যুবরণ করেন।

ZAINUL ABEDIN 1914-1976

The Pioneer of the Art movement in Bangladesh, Zainul Abedin studied in the Government School of Arts, Kolkata in 1933-1938 and graduated with distinction. He received the Governor's Gold Medal from the Academy of Fine Arts, Kolkata. He gained a lot of fame by depicting significant drawings on 1943's famine in Bengal. Migrated to Dhaka and joined Armanitola School as Art Teacher in 1947. One year later he established the Government School of Arts and was appointed the first Principal of the institution. The institute moved to its present campus at Shahbag in 1956. He retired as Principal of the East Pakistan College of Arts and Crafts in the year 1967 and appointed the Dean of the Faculty of Fine Arts, University of Dhaka. In February 1970 Abedin painted a 65x7 feet long scroll titled 'Nabanna' which is the eternal picture of traditional Bengal. The same year, he made a 30 feet long scroll depicting the devastating impact of the cyclone of November 12, 1970. He was awarded Honourary D. Litt. by the University of Delhi, India. He was appointed National Professor in 1974 by the Government of Bangladesh. He founded the Folk Art Museum at Sonargaon, and the Zainul Abedin Shangrahashala (Gallery) in his home-town Mymensingh in 1975. He died in 1976.

কামরুল হাসান ১৯২১-১৯৮৮

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা যাঁদের হাতে শুরু হয়েছে তাঁদের অন্যতম কামরুল হাসান। অধ্যয়ন করেছেন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, কলকাতা, ১৯৪৭। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে থেকে ১৯৪৮ সালে গড়ে তোলেন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, ঢাকা। লোকশিল্পের ধারার সঙ্গে নিজের চিন্তা প্রসূত শিল্পকর্মের মেলবন্ধনে সৃষ্টি করেছেন তাঁর আধুনিক চিত্রকর্ম। পটুয়া কামরুল হাসান নামে তিনি অধিক পরিচিত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একটি চিত্র- 'এই জানোয়ারকে হত্যা করতে হবে' এঁকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশাল অবদান রাখেন। তাঁর অনবদ্য চিত্রকর্মের পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতীকসহ সদ্য স্বাধীন দেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম অঙ্কন করেন। চারুকলায় অবদানের জন্য ভূষিত হয়েছেন রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক ১৯৬৫, স্বাধীনতা পদক ১৯৭৯, বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদ সম্মাননা ১৯৮৪, কাজী মাহবুবুল্লাহ ট্রাস্ট স্বর্ণপদক ১৯৮৭ এবং শিল্পকলা একাডেমীর বিশেষ সম্মাননা ১৯৯৮। যুগোস্লাভিয়া ১৯৮৫ এবং বাংলাদেশ ১৯৮৬ সালে তাঁর আঁকা যথাক্রমে 'তিন কন্যা' ও 'নায়র' চিত্রকর্ম দুটি দিয়ে ডাক টিকিট প্রকাশ করে।

QUAMRUL HASSAN 1921–1988

Widely considered one of the pioneers of Bangladesh's modern art movement. Studied at the Government Institute of Arts, Kolkata 1947. After partition of India he came to Dhaka and together with Zainul Abedin established the Government Institute of Fine Arts in 1948. Quamrul Hassan was known as 'Patua Quamrul Hassan.' In many ways, he invigorated the folk art tradition by incorporating modern ideas. A versatile artist, working in many media, such as oil, gouache, water colour, pastel, pen, pencil and wood engraving. He was the designer of the national monogram of Bangladesh and many monograms of other institutions. Quamrul received several awards for his contribution to art; among those the President's Gold Medal 1965, the Comilla Foundation Gold Medal 1977, Swadhinata Padak 1979, Bangladesh Charushilpi Sangsad Honour 1984 and Kazi Mahbubullah Trust Gold Medal 1987. To mark the 50th anniversary of fine art in the country, Bangladesh Shilpakala Academy conferred on him a special award in 1998. The government of Yugoslavia in 1985 and Bangladesh 1986 issued commemorative stamps using his paintings *Tin Kanya* and *Naior* respectively.

সফিউদ্দিন আহমেদ ১৯২২-২০১২

অধ্যয়ন করেছেন কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল, ১৯৩৬-১৯৪২ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স করেন, ১৯৪৪-১৯৪৬। কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে তিনি লিথোগ্রাফ শেখাতেন ১৯৪৬-৪৭ সালে। চারুকলা শিক্ষার প্রথম ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠায় শিল্পাচার্য জয়নুল ও পটুয়া কামরুল হাসানের অন্যতম সঙ্গী এবং প্রথম থেকেই ছাপচিত্র বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। উচ্চ শিক্ষার্থে ১৯৫৬ সালে ইংল্যান্ডে গমন করেন। ১৯৭৯ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষকতা করেছেন চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর অর্জিত সম্মাননাগুলোর মধ্যে অন্যতম রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক, একাডেমী অব ফাইন আর্টস, কলকাতা ১৯৪৫, পাটনার দ্বারভাংগা মহারাজা স্বর্ণপদক ১৯৪৭, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক ১৯৬৩, একুশে পদক ১৯৭৮, বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদ সম্মাননা ১৯৮৪, স্বাধীনতা পদক ১৯৯৬ এবং শিল্পকলা একাডেমী বিশেষ সম্মাননা ১৯৯৮।

SHAFIUDDIN AHMED 1922-2012

Shafiuddin studied at the Kolkata Government Art School during 1936-42, and also completed his teacher's training course there during 1944-46. He taught lithography at the Government school of Arts in Kolkata during 1946-47. In Kolkata during the pre-partition days he had done both painting and wood engraving. Later, in 1956 he went to England and took further training in etching. He taught in the Institute of Fine Arts until his retirement in 1979. Shafiuddin received the President's Gold Medal from the Academy of Fine Arts, Kolkata 1945, the Darbhanga Maharaja's Gold Medal from the Shilpakala Parishad, Patna, India in 1947, the President's Medal for Pride of Performance in Fine Arts in Pakistan in 1963, The Ekushey Padak 1978, The Bangladesh Charushilpi Sangsad Honour 1984 and the Independence Day Award 1996. To mark the 50th anniversary of fine art in the country, Bangladesh Shilpakala Academy conferred a special award on Shafiuddin Ahmed in 1998.

মোহাম্মদ কিবরিয়া ১৯২৩-২০১১

চিত্রকলার প্রশিক্ষণ কলকাতা আর্ট কলেজে ১৯৫০ এবং টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পেইন্টিং ও গ্রাফিক্স বিষয়ে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে পরপর দু'বার প্রথম স্থান অধিকার করেন ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে। পাকিস্তান আমলে প্রেসিডেন্ট'স মেডেল ফর প্রাইড অব পারফরমেন্স ইন পেইন্টিং পুরস্কার ১৯৬৯ অর্জন। জাপানের প্রথম এশিয়ান নবীন শিল্পী প্রদর্শনীতে কিবরিয়ার চিত্র বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়। তিনি জাপান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদক স্টার্লস্ অ্যাওয়ার্ড ১৯৫৯ ও সমগ্র জাপান ছাপচিত্র প্রদর্শনী পুরস্কার ১৯৬০ লাভ করেন। চারুকলায় অবদানের জন্য একুশে পদক ১৯৮৩, স্বাধীনতা পদক ১৯৯৯ লাভ। জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০০২ সালে তাঁর চিত্রশিল্পের অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে। তিনি ১২তম কুয়েত দ্বিবার্ষিক প্রদর্শনীতে আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডের সদস্য ছিলেন। দীর্ঘ ৪৫ বছর শিক্ষকতা করেন চারুকলা ইনস্টিটিউটে। শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়াকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের প্রফেসর এমেরিটাস পদে নিয়োগ দেওয়া হয় ২০০৮ সালে।

MOHAMMAD KIBRIA 1929-2011

Graduated from the college of Arts and Crafts in Kolkata, 1950 and later studied painting and graphics at Tokyo University of Fine Arts during 1959-62. His success was initiated by receiving the first prize in painting in the National Art Exhibitions of Pakistan during 1957-1958. He received the President's Medal for Pride of Performance in Painting in 1969 from Pakistan. His brilliant performance in Japan got him the Starles Award at the first Young Asian Artists Exhibition in Tokyo in1959 and an award in the All Japan Print Exhibition in 1960. At home he received the Silver Jubilee Award of the Bangladesh College of Arts and Crafts in 1973, the Ekushey Padak 1983, the Bangladesh Charushilpi Sangsad Honour 1985 and the Swadhinata Padak 1999. To mark the 50th anniversary of fine art in the country, Bangladesh Shilpakala Academy conferred a special award on Mohammad Kibria in 1998. Kibria was a member of the international jury board in the 12th Kuwait Biennial Exhibition. He received the Japanese Foreign Minister's Honour award in 2002. After 45 years of teaching Kibria was made Professor Emeritus of the Faculty of Fine Arts, University of Dhaka in 2008.

আমিনুল ইসলাম ১৯৩১-২০১১

অধ্যয়ন করেছেন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, ঢাকা, ১৯৫৩ ও ১৯৫৬ সালে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ ইতালির ফ্লোরেন্সে। এই সময় ইউরোপের বড় বড় শহরগুলোতে তাঁর প্রদর্শনী হয়। তেলরঙ ও মিশ্র মাধ্যম, ড্রইং-এ তিনি পারদর্শী। পুরস্কার পেয়েছেন শিল্পকলা একাডেমী ১৯৭৬; শিল্পকলায় অবদানের জন্য একুশে পদক ১৯৮১, স্বাধীনতা পদক ১৯৮৪। দীর্ঘ ২৮ বছর শিক্ষকতা করেছেন ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস, ঢাকা। অবসর গ্রহণ করেন এর অধ্যক্ষ হিসেবে। দেয়ালচিত্র বা ম্যুরাল তৈরিতে খ্যাতিমান শিল্পী। বাংলাদেশ ব্যাংক, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ওসমানী হলসহ অনেক প্রতিষ্ঠানে তিনি ম্যুরাল তৈরি করেছেন।

AMINUL ISLAM 1931-2011

Graduated in Fine Arts from the Government Arts College, Dhaka, 1953; Higher studies at the Academy of Fine Arts, Florence during 1953-56. He taught at the Institute of Fine Arts for 28 years and retired as Principal. Received international recognition and awards like the 1st Prize at the Dhaka Art Group Show 1952, Honourable Mention Award 1957, Shilpakala Academy Award 1976, Ekushey Padak 1981; Swadhinata Padak 1988, Bangladesh Charushilpi Sangsad Honour 1985. Aminul Islam is the creator of beautiful Murals on the walls of some important institution and places, such as Bangladesh Bank, Janata Bank Limited, Osmani Hall etc.

আবদুর রাজ্জাক ১৯৩২-২০০৫

অধ্যয়ন করেছেন ঢাকা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ১৯৫৪ ও যুক্তরাষ্ট্রে ইউনিভার্সিটি অব আইওয়া-এ ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। চাকরি করেছেন ঢাকা ম্যালেরিয়া গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আবাসিক শিল্পী ও জাদুঘর কিউরেটর পদে ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত। চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকাতে শিক্ষকতা করেছেন ১৯৫৮ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এবং সুপারনিউমারারি অধ্যাপক হন ২০০৫ সালে। পুরস্কৃত: একুশে পদক ১৯৮৯। কমিশন/ম্যুরাল/ভাস্কর্য: ১৯৭২ সালে করেছেন 'মুক্তিযোদ্ধা' ৪২ ফুট উঁচু ভাস্কর্য, জয়দেবপুর চৌরাস্তা কেন্দ্র, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী; ১৯৯৬ সালে তৈরি করেছেন ২১৬ বর্গফুট আকারের কাঠ ও ধাতুর মিশ্র মাধ্যমে ম্যুরাল, বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী।

ABDUR RAZZAQUE 1932-2005

Studied at Government College of Fine Arts, Dhaka during 1949-1954. The State University of Iowa, Iowa City, USA during 1955-56. Served as an Artist-cum-Museum Curator, Malaria Research Institute, Dhaka during 1954-55. He was in teaching at the Institute of Fine Arts, Dhaka during 1958-2001 and was appointed Supernumerary Professor in 2005. Honoured with Ekushy Padak 1989. Important Commissions/ Murals/ Sculptures: A 42 ft. war memorial sculpture, 'Freedom Fighter', for Bangladesh Army in Joydebpur, Dhaka 1972; A 216 sq. ft. mural mixed media (wood and metal) for Bangladesh Bank, Rajshahi, 1996.

মুর্তজা বশীর ১৯৩২

১৯৫৪ সালে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, পূর্ব পাকিস্তান হতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। চিত্রকলায় উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য ফ্লোরেন্স, ইতালি গমন করেন এবং ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ফ্রেসকো বিষয়ে অধ্যয়ন করেন ফ্লোরেন্সের একাডেমিয়া ডি ব্যালে আর্টে, মোজাইক শেখেন প্যারিসের ইকোল ন্যাশনাল সুপিরিয়র দ্যু-ব্যুয়ে আর্টসে এবং ১৯৭২ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ছাপচিত্র বিষয়ে শেখেন একাডেমিয়া গয়েটজে। বাংলাদেশ চিত্রশিল্পীদের অন্যতম মুর্তজা বশীর ১৯৭৩ সালে ফ্রান্সে চিত্রকর্ম উৎসবে প্রিক্স ন্যাশনাল পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৮০ সালে চারুকলায় অবদানের জন্য একুশে পদক অর্জন করেন। দীর্ঘ ২৫ বছর (১৯৭৩-১৯৯৮) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। চিত্রশিল্পী ছাড়াও তিনি একাধারে লেখক, ধারাভাষ্যকার, ভ্রমণ থেকে চলচ্চিত্র নির্দেশনা ও অভিনয়সহ বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী। তিনি ধাতব মুদ্রার বিষয়ে গবেষণা করেছেন এবং পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।

MURTAJA BASEER 1932

Studied at the Government Art Institute Dhaka, East Pakistan, 1954. Baseer moved to Florence for higher study in painting. He studied fresco at the Academia di Belle Art in Florence during 1956-57, mosaic at the Ecole National Superior des Beaux Arts in Paris and aquatint at Academic Goetz in Paris during 1972-73. As a leading figure in Bangladesh art, Murtaja Baseer received the Prix National at the Festival of Painting, Cagnes-sur-Mer, France, 1973. Won Bangladesh Shilpakala Academy Award in the 1st National Art Exhibition 1975, Ekushey Padak 1980. He was a nominator for the Fukuoka Cultural Prize Committee in Japan from 1992 to 2004. He taught in the Department of Fine Arts at the University of Chittagong from 1973 to 1998. His erudition and versatility not only withstanding, Baseer is best known for his paintings. A writer and commentator, his interests range from travelling to film directing and acting. He has authored five books and has assisted in the direction and screenplay of three films. Baseer lives and works in Dhaka.

কাইয়ুম চৌধুরী ১৯৩২

অধ্যয়ন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, পূর্ব পাকিস্তান, ১৯৫৪। প্রথিতযশা এই শিল্পী একাধারে চিত্রাঙ্কন, পুস্তকের বই নকশা ও প্রচ্ছদ শিল্পী হিসেবে সমাদৃত ও ব্যাপকভাবে পরিচিত। চিত্রকলায় অবদানের জন্য একুশে পদক ১৯৮৬ লাভ করেন। কাজের মাধ্যম: তেলরঙ, অ্যাক্রেলিক, জলরঙ, কালি-কলম। দীর্ঘ ৩৭ বছর গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস্-এ শিক্ষকতা করে অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৯৭ সালে। কাইয়ুম চৌধুরীর নকশা, হস্তলিপি এককথায় গ্রাফিক্স ডিজাইন- সৃষ্টিশীলতা ও নান্দনিকতার জন্য সমাজের রুচি বদলে দিয়েছে। তাঁর চিত্রকর্মে নিজস্ব শৈলী আবিষ্কার এবং নান্দনিক প্রয়োগ তাঁর চিত্রকলাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। বর্তমানে প্রচ্ছদ অঙ্কন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ছবি আঁকা বিষয়ে ফ্রিল্যান্স শিল্পী হিসেবে ঢাকায় কর্মরত। কবিতা লেখেন। শিশুদের জন্য ছড়াও লেখেন।

QAYYUM CHOWDHURY 1932

Studied in the Government Institute of Arts, 1954. He is famous, gained personality and also familiar for creating new style in book cover design and other graphics. Won Sultan Padak 1999; 6th Bangabandhu Award 1994; Ekushey Padak 1986; Shilpakala Academy Award 1977; Gold Medal from National Book Centre, Dhaka, 1975; Court Prize, Tehran Biennial 1966; 1st Prize for Painting, National Art Exhibition, Lahore, Pakistan, 1961; 1st Prize, Best Book Cover Design, National Book Centre, 1988, 1982, 1981, 1979, 1978, 1975, 1970, 1966, 1964, 1963; Qayyum held the Position of a Professor at the Government Institute of Fine Arts, Bangladesh for 37 years and retired in 1997. Presently he is a Freelance artist and graphic designer working in Dhaka.

রশীদ চৌধুরী ১৯৩২-১৯৮৬

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, ঢাকা থেকে। অতঃপর আশুতোষ জাদুঘর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে স্পেনের মাদ্রিদ থেকে ভাস্কর্যের ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত প্যারিসে ফ্রেস্কো ও ট্যাপেস্ট্রি বিষয়ে পড়াশুনা করেন। উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ও সম্মাননা: ফ্রেস্কো পেইন্টিংয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, ইকোল ন্যাশনাল সুপিরিয়র দ্যু-ব্যুয়ে আর্টস, প্যারিস, ১৯৬১; আরসিডি দ্বি-বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী, তেহরান, ইরান, প্রথম পুরস্কার ১৯৬৭; একুশে পদক ১৯৭৭; বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী সম্মাননা ১৯৮০; জয়নুল পদক ১৯৮৬। গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ আর্টস এন্ড ক্রাফট্স, ঢাকা-এ শিক্ষকতা করেছেন ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত। বাংলাদেশের প্রথম ট্যাপেস্ট্রি (বুনন) কারখানার প্রতিষ্ঠাতা তিনি। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলা বিষয়ে অধ্যাপনা করেন ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে যোগ দেন এবং সহযোগী অধ্যাপক পদে শিক্ষকতা করেন ১৯৭০ সাল পর্যন্ত। ১৯৭২ সালে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ১৯৮১ সালে ঢাকার মিরপুরে বুনন কারখানা স্থাপন করেন।

RASHID CHOUDHURY 1932-1986

Rashid Choudhury completed a five years course from the Govt. Institute of Arts and Crafts in Dhaka and Teachers' Training Certificate Course in Art Appreciation at Ashutosh Museum, University of Kolkata, India. He did his post graduation in Sculpture at Madrid, Spain during 1956-57, Fresco and Tapestry at Paris, France during 1960-64. His awards include: First Prize in Fresco Painting from Ecole National Superior des Beaux Arts, Paris, France in 1961; 1st Prize in RCD Biennial Tehran, Iran in 1967; Ekushey Padak 1977; Bangladesh Shilpakala Academy Award in 1980; Zainul Award by Bangladesh Charushilpi Sangshad, Dhaka in 1986. He taught at the Government Institute of Arts and Crafts, Dhaka during 1958-60. He was founder of the very first single loom tapestry factory in Bangladesh. He worked as a Lecturer on temporary basis at the University of Engineering and Technology in 1964 and at the College of Arts and Crafts in 1965. He became Assistant Professor at the Department of Fine Arts, Chittagong University in 1969 and Associate Professor and Chairman in 1970. He founded Kalabhaban, a private sector initiative which later became the Chittagong Centre of Bangladesh Shilpakala Academy in 1972. He resigned from Chittagong University in 1972 and founded a tapestry factory at Mirpur, Dhaka in 1981.

দেবদাস চক্রবর্তী ১৯৩৩-২০০৮

কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে অধ্যয়ন করেন ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত। স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস এন্ড ক্রাফট্স, ঢাকা, ১৯৫৬। উচ্চ শিক্ষার্থে অবস্থান করেন পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ-এ ১৯৭৮ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত। উল্লেখযোগ্য পুরস্কারের মধ্যে আন্তর্জাতিক চারুকলা কর্মশালায় প্রথম পুরস্কার ওয়ারশ, পোল্যান্ড ১৯৭৮। একুশে পদক ১৯৯০, চারুশিল্পী সংসদ সম্মাননা ১৯৯০। শিক্ষকতা করেছেন চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত।

DEBDAS CHAKRABORTY 1933-2008

Studied painting at Government Art College, Kolkata during 1948-49. Graduated in Fine Arts from the Government Institute of Arts and Crafts, Dhaka in 1956. He went to Warsaw, Poland for higher studies, 1978-79. His awards include 1st Prize in Painting at the International Art Workshop in Warsaw, Poland 1978; Ekushey Padak 1990 and Charushilpi Sangsad Honour 1990. He taught at the Department of Fine Arts, Chittagong University during 1970-80.

কাজী আবদুল বাসেত ১৯৩৫-২০০২

অধ্যয়ন করেছেন পূর্ব পাকিস্তান গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, ১৯৫৬। উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেন ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত। অল পাকিস্তান বেস্ট এক্সিবিট অ্যাওয়ার্ড ১৯৫৫ ও ১৯৫৭ অর্জন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত ৬ষ্ঠ জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী পুরস্কার ১৯৮২, অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদক ১৯৮৭, চারুকলা সংসদ সম্মাননা ১৯৮৯। শিল্পকলায় অবদানের জন্য একুশে পদক ১৯৯১। কাজের মাধ্যম: তেলরঙ, জলরঙ, কালি কলম। দীর্ঘ তিন দশক চারুকলা ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করেন।

KAZI ABDUL BASET 1935-2002

Graduated from the Government Art College, Dhaka in 1956. Baset went to USA for higher study during 1963-64. He had an impressionistic love for a transparent colour scheme and a direct involvement with nature. He won the All Pakistan Best Exhibit Award 1955 and 1957, the Bangladesh Shilpakala Academy Award in the 6th National Art Exhibition 1982, the Atish Dipankar Gold Medal 1987, Bangladesh Charushilpi Sangsad Honour1989 and the Ekushey Padak 1991. He taught at the Institute of Fine Arts, University of Dhaka, for more than three decades.

মুস্তাফা মনোয়ার ১৯৩৫

অধ্যয়ন করেছেন গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস, কলকাতা, ১৯৫৯। জাপান এনএইচকে ও যুক্তরাজ্যের বিবিসি থেকে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও নির্মাণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, একাডেমী অব ফাইন আর্টস, কলকাতা সর্বভারতীয় চিত্র প্রদর্শনীতে ছাপচিত্রে স্বর্ণপদক লাভ করেন ১৯৫৭ সালে। বেঙ্গল স্টুডেন্টস আর্ট এক্সিবিশন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জলরঙ ও তেলরঙে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ১৯৫৮ অর্জন। টেলিভিশন ড্রামা এবং ড্রামা আর্টিস্ট এবং রাইটার্স গিল্ড প্রদত্ত 'টেনাশিনাস পদক', ১৯৯০, চারুশিল্পী সংসদ পুরস্কার ১৯৯২, একুশে পদক ২০০৪ লাভ। পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, মহাপরিচালক, শিল্পকলা একাডেমী এবং জাতীয় মিডিয়া ইনস্টিটিউট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পুতুল দিয়ে অ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরি করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব হিসেবেও সর্বজন শ্রদ্ধেয়। বর্তমানে শিক্ষামূলক পাপেট ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মরত।

MUSTAFA MONOWAR 1935

Studied in Government College of Arts and Crafts, Kolkata, India, 1959. Trainings: Japan Broadcasting Training Institute, NHK TV Educational Programme, Planning and Production course; UK TV Production Technique, BBC London; Senior Management Course, NHK, Japan; Won Gold Medal for the best work in Graphic Arts in all India Painting Exhibition sponsored by Academy of Fine Arts, Kolkata, India, 1957. Two Gold Medals for the best work in both oil colour and water colour painting in All Bengal Student Arts Exhibition, Sponsored by Kolkata University, India, 1958; Bangladesh Charushilpi Sangsad 1992; Ekushey Padak 2004. Present Position: Chairman, Janobibhab Unnayan Kendro and Project Director, Educational Puppet Development Centre, Dhaka, Bangladesh.

নিতুন কুণ্ডু ১৯৩৫-২০০৬

অধ্যয়ন করেছেন পূর্ব পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফ্ট, ঢাকা, ১৯৫৯। দেশের অন্যতম আসবাবপত্র, মেডেল, ক্রেস্ট নির্মাণ প্রতিষ্ঠান অটবি এর প্রতিষ্ঠাতা। সংস্কৃতিতে অবদানের জন্য অর্জন করেন একুশে পদক ১৯৯৭। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি: তৎকালীন ঢাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স অফিসের অভ্যন্তরভাগ; মধুমিতা সিনেমা হলে ম্যুরাল; জনতা ব্যাংক লিমিটেডে তেলরঙ ম্যুরাল; । ঐতিহাসিক ইন্দিরা মঞ্চ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ১৯৭২; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাবাস বাংলাদেশ' ভাস্কর্য, ১৯৯২; সার্ক ফোয়ারা, ঢাকা, ১৯৯৩ ও 'সাম্পান' ভাস্কর্য বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম, ২০০১। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পোস্টারও এঁকেছেন।

NITUN KUNDU 1935-2006

Obtained his Bachelor of Fine Arts from College of Arts and Crafts, Dhaka. Notable among his awards are Ekushey Padak 1997, Bangladesh Business Award 2001, Entrepreneur of the Year. His Major Commissions works are Pakistan International Airlines office at Hotel Intercontinental, Dhaka, Madhumita Cinema Hall Parlour (Wood and Metal); Design of posters on Liberation War 1971; Design and erection of the historic Indira Mancha at Suhrawardy Uddyan 1972 ; Design and erection of Sabash Bangladesh at Rajshahi University 1992; Design and erection of SAARC Fountain, Dhaka 1993; Design and erection of Shampan at Chittagong Airport 2001.

সৈয়দ জাহাঙ্গীর ১৯৩৫

পূর্ব পাকিস্তান গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, ঢাকা থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫৫ সালে। ১৯৭৭ সালে তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর চারুকলা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন। দীর্ঘকাল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর চারুকলা বিভাগের প্রধান (পরিচালক) হিসেবে বাংলাদেশের শিল্পকলার চর্চাক্ষেত্র তৈরিতে ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তার উল্লেখযোগ্য সম্মাননাগুলোর মধ্যে শশীভূষণ সম্মান পুরস্কার ২০০৫; সুলতান স্মৃতি স্বর্ণপদক ২০০৫; বাংলাদেশ চারুশিল্পী সংসদ সম্মাননা এবং একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন ১৯৮৫ সালে। বর্তমানে শিল্পকলা একাডেমী থেকে অবসর নিয়ে নিজের শিল্পকলা সৃষ্টিতেই ব্যস্ত থাকেন।

SYED JAHANGIR 1935

Graduated from the Government Art Institute in 1955. Joined the Bangladesh Shilpakala Academy as head of the Department of Fine Arts in 1977. As a prolific painter, Jahangir has exhibited and travelled widely. Notable among his awards are the Shashi Bhushan Honourable Award 2005; Ekushey Padak 1985 and the Honourable Mention Award in the 1st National Art Exhibition 1975. Jahangir retired from Shilpakala Academy and now fully devoted his creative canvasses to depict.

আবু তাহের ১৯৩৬

অধ্যয়ন করেছেন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, পূর্ব পাকিস্তান, ১৯৬৩। পুরস্কৃত হয়েছেন পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল পুরস্কার ১৯৬৫, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার ১৯৯০, একুশে পদক ১৯৯৪, অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদক ২০০৭। তাহের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ হতে ১৯৯৭ সালে অবসরগ্রহণ করেন। ১৯৯৫ সালে তিনি ঢাকা আর্ট সার্কেলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নিযুক্ত হন। কাজের মাধ্যম: তেলরঙ, অ্যাক্রেলিক। বর্তমানে নিজের শিল্পকর্ম সৃষ্টিতেই নিবিষ্ট।

ABU TAHER 1936

Completed his Bachelor Degree from Institute of Fine Arts, Dhaka, 1963. Taher was awarded 'Honorable Mention' at the All Pakistan National Art Exhibition, Pakistan Arts Council in 1965 and at the 9th National Art Exhibition, Bangladesh Shilpakala Academy 1990, Ekushey Padak 1994, Atish Dipankar Gold Medal 2007. He retired as an Assistant Professor in 1997 from University Laboratory School. Founder President of Dhaka Art Circle which was established in 1995. Presently working as a Freelance Artist.

শামসুল ইসলাম নিজামী ১৯৩৭-২০০৪

গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ পূর্ব পাকিস্তান, ঢাকা থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫৪ সালে। কমনওয়েলথ বারসারি স্কিম স্টাইপেন্ড গ্রান্ট এর আওতায় ব্রাইটন কলেজ অব এডুকেশন-এ উচ্চতর শিল্প শিক্ষার সুযোগ পান। তিনি ব্রান্সলে কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফ্টস থেকে সিরামিকসে শিক্ষা গ্রহণ করেন ১৯৬৮ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। শিক্ষকতা করেছেন চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত। নিজামী তেলরঙেই সাধারণত ছবি এঁকেছেন। অন্যান্য মিশ্র মাধ্যমেও কাজ করেছেন। তার বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে মধুমিতা সিনেমা হল বিল্ডিং-এর কাজটিতে ধাতু, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদির ব্যাপক সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। তিনি সিরামিক টাইলসেও বেশ কিছু কাজ করেছেন।

SHAMSUL ISLAM NIZAMI 1937-2004

Nizami was graduated from the Government Institute of Fine Arts, Dhaka in 1958. Went to Breitton College of Education for higher studies under the 'Commonwealth Bursary Scheme Stipend' Grant in Ceramics at the Barnsley College of Arts and Crafts, UK during 1968-69. Nizami 's media of works was oil and ceramic, profuse metallic structural sculptures, combining mechanical as well as organic inspirations. Some of his large construction paintings in scrap metals and found objects as well as with wood pieces and bamboo-blocks are remarkable such as in Modhumita Cinema Hall Building. He also did a lot of work in ceramic tiles. He taught in the Government Institute of Fine Arts at the University of Dhaka from 1972 to 2004.

সমরজিৎ রায় চৌধুরী ১৯৩৭

গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে গ্রাফিক ডিজাইন-এ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৬০ সালে। কাজের মাধ্যম: মিশ্র, তেলরঙ, অ্যাক্রেলিক, জলরঙ, কালি কলম। পাকিস্তান টেক্সটাইল ডিজাইন কমপিটিশন এবং পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে টাইম টেবিল কভার ডিজাইনে এর প্রথম পুরস্কার ১৯৬০। দীর্ঘ ৪৩ বছর চারুকলা ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা করে অবসর গ্রহণ করেছেন ২০০৩। শান্ত মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইন এন্ড পারফরমিং আর্টস অনুষদের ডীন পদে ২০০৩ সাল থেকে কর্মরত। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক গ্রন্থ বাংলাদেশের 'সংবিধান' এর নকশা প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য।

SAMARJIT ROY CHOUDHURY 1937

Graduated in Graphic Design from Government Institute of Fine Arts, Dhaka in 1960. Won 1st Prize in the Pakistan Textile Design Competition and East Pakistan Railway Timetable Cover Design Prize in 1960. Taught at the Government Institute of Fine Arts for 43 years and retired as a Professor in 2003. Presently working as the Dean of Faculty of Fine and Performing Art, Shanto-Mariam University of Creative Technology, Dhaka, Bangladesh. He was one of the member of committee for designing the historic book The Constitution of Bangladesh in 1972.

হাশেম খান ১৯৪২

অধ্যয়ন করেছেন গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস, ঢাকা, ১৯৬১। রিসার্চ স্কলার হিসেবে সিরামিক বিষয়ে অধ্যয়ন ১৯৬৩ সালে। টোকিওর এসিসিইউ (ACCU) তে স্বল্পকালিন বই নকশা ও ইলাস্ট্রেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ১৯৭৯। চিত্রকলায় অবদানের জন্য একুশে পদক ১৯৯২, স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১১। দীর্ঘ ৪৪ বছর শিক্ষকতায় কর্মরত ছিলেন ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস ও চারুকলা অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কাজের মাধ্যম তেলরঙ, জলরঙ, অ্যাক্রেলিক, কালিকলম। বর্তমানে চিত্রশিল্পী হিসেবে কর্মরত। লেখালেখির জগতেও পরিচিত ব্যক্তিত্ব। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৬। বাংলাদেশে শিশু-চিত্রাঙ্কনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক, বই-নকশা ও শিশু পুস্তক অঙ্কনে খ্যাতিমান চিত্রী। ১৬ বার জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র থেকে পুরস্কার পেয়েছেন বই নকশা ও ছবি আঁকার জন্য। বাংলাদেশের সংবিধান গ্রন্থের প্রধান শিল্পী।

HASHEM KHAN 1942

Studied Fine Arts from the Government Institute of Arts, Dhaka, 1961; Research Scholar in Ceramics during 1961-63, took a short-term training on book-design and illustration from ACCU, Tokyo, Japan, 1979. He was awarded the Ekushey Padak in 1992, Swadhinata Padak in 2011 for contribution in the field of Arts and Culture. Taught at the Government Institute of Fine Arts and Faculty of Fine Arts, University of Dhaka for 44 years and retired as a Professor in 2007. He is one of the founder of child art activity in Bangladesh from 1958 and a famous illustrator for children books. Awarded 16 times for illustration and book-designs from National Book Centre of Bangladesh. He was the chief designer of the book The Constitution of Bangladesh.

রফিকুন নবী ১৯৪৩

রনবী নামে অধিক পরিচিত শিল্পী রফিকুন নবী তার চিত্রকর্ম, এচিং, প্রিন্ট, ড্রইং ছাড়াও ব্যঙ্গ রসাত্মক কার্টুনের জন্য বহুমাত্রিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর বিখ্যাত কার্টুন চরিত্রের নাম 'টোকাই'। টোকাই-তার সহজ সরল প্রশ্ন ও উত্তরে সমাজের, মানুষের ভাল দিক মন্দ দিক উন্মোচন করে। ১৯৬৪ সালে ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফ্টস থেকে স্নাতক করে গ্রীস সরকারের স্নাতকোত্তর স্কলারশিপে ১৯৭৩-৭৬ সাল পর্যন্ত এথেন্স স্কুল অব ফাইন আর্টস এ উচ্চতর শিক্ষা লাভ। তার অর্জিত অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে অন্যতম : প্রোমোটরস প্রাইজ ইন্টার গ্রাফিক্স-৮০, বার্লিন, ১৯৮০; চিত্রকলায় অবদানের জন্য ১৯৯৩ সালে একুশে পদক লাভ করেন। ১৯৬৮-৯০ সাল পর্যন্ত তিনি ১৩ বার জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র আয়োজিত শিশুদের বই-এর প্রচ্ছদ আঁকার জন্য পুরস্কৃত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রথম ডীন। বর্তমানে ফ্রিল্যান্স শিল্পী হিসেবে ঢাকায় কর্মরত। লেখালেখির জগতেও বিচরণ করেন। উপন্যাস লিখেছেন। ভ্রমণের ওপরেও বই প্রকাশিত হয়েছে।

RAFIQUN NABI 1943

Better known as Ranabi. Studied at the College of Arts and Crafts, Dhaka in 1964 and at Athens School of Fine Arts under a Greece government post graduate scholarship during 1973-76. Gifted with an eye for details, Nabi is known not only for his paintings, engravings and drawings, but also for creating and witty cartoons. His most memorable cartoon character Tokai is a street urchin whose disarmingly simple questions prove extremely upsetting and highly popular for their social satire. His awards include Inter Graphic-80, Berlin, 1980, Bangladesh Shilpakala Academy Award in the 9th National Art Exhibition 1989, the Ekushey Padak 1993, Agrani Bank Award for Children's Book Design and S M Sultan Padak 2002. Nabi is 13 times recipient of the National Book Centre prize for Children's Book Cover Design during 1968 to 90. He was the first Dean of the Faculty of Fine Arts, University of Dhaka.

মনিরুল ইসলাম ১৯৪৩

শিল্পকলায় শিক্ষাগ্রহণ করেছেন ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস, ১৯৬৭। উচ্চতর শিক্ষার জন্য স্পেন গমন করেন ১৯৬৯ সালে। প্রিন্টমেকার হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিশ্বের শিল্পমোদীদের কাছ থেকে তিনি অনেক সম্মান পেয়েছেন। ২০১০ সালে লাভ করেন দি অর্ডার অফ দ্যা কুইন ইসাবেলা যা স্পেনের জাতীয় সম্মাননা, শিল্পী হামিদুর রহমান পুরস্কার, স্কলার অব বাংলাদেশ পুরস্কার ২০০৭, শিল্পকলায় অবদানের জন্য একুশে পদক ১৯৯৯; ক্যান্সকোগ্রাফিয়া ন্যাশনাল, স্পেন ১৯৯৭, ১৯৯৩। কাজের মাধ্যম: ছাপচিত্র, অ্যাক্রেলিক, জলরঙ। বর্তমানে চিত্রশিল্পী হিসেবে ঢাকা এবং স্পেনে কর্মরত।

MONIRUL ISLAM 1943

Received his Bachelor Degree from Institute of Fine Arts in 1967. Monirul Islam is known as a printmaker, left for Spain in 1969 to pursue higher studies. Won the Order of the Queen Isabella 2010 which is National Scholars Award of Spain; Hamidur Rahman Award, Dhaka 2007; Ekushey Padak 1999. He taught at the Government College of Art and Crafts in Dhaka from 1968 to 1969. Present Position: Freelance Artist, Living and working in Spain and Bangladesh. Munir got lot of acclamations for his prints and drawings in the international art arena.

মাহমুদুল হক ১৯৪৫

অধ্যয়ন করেছেন ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফ্টস, ঢাকা, ১৯৬৮। ছাপচিত্র বিষয়ে গবেষণা ও চিত্ররচনা, ১৯৮১-৮২ এবং এমএফএ, ১৯৮৪, সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান। পুরস্কৃত হয়েছেন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম, সুচিউরা সিটি, জাপান, ১৯৮২; ১০ম বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার ১৯৯১; ১২তম কুয়েত আন্তর্জাতিক দ্বি-বার্ষিক প্রদর্শনী ১৯৯৬; এস এম সুলতান পদক ২০০৬। কাজ করেন মিশ্রমাধ্যম, গ্রাফিক্স, প্রিন্টমেকিং, অ্যাক্রেলিক। দীর্ঘকাল চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলা শিক্ষায় নিয়োজিত থেকে অধ্যাপক হিসেবে অবসর নিয়েছেন।

MAHMUDUL HAQUE 1945

Studied at the Government College of Arts and Crafts, Dhaka in 1968; Research on Printmaking in Tsukuba University, Japan during 1981-82; MFA in 1984, Tsukuba University, Japan. He was awarded the Best Painting Award, Tsuchiura City, Japan, 1982; 10th Bangladesh Shilpakala Academy Award 1992; 12th Kuwait International Biennial Kuwait, 1996; S M Sultan Padak 2006. He depicts his canvasses in oil, acrylic and mixed media. He worked for a long time as a Professor, Department of Printmaking, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka, Bangladesh.

সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ ১৯৪৫

চারুকলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মগুলো হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অপরাজেয় বাংলা' ১৯৭৩-৭৯; 'আবহমান বাংলা', বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবন, ১৯৭৪; 'ডলফিন' বাংলাদেশ নৌবাহিনী একাডেমী চট্টগ্রাম ১৯৯১; সমাজ সংস্কৃতি ঐতিহ্য নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে টেরাকোটা রিলিফ ১৯৯৫-৯৬। শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যে পুরস্কার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ১৯৮৩; শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যকে ডাকটিকিটের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সম্মাননা ১৯৯০ ও ১৯৯১ সালে; অপরাজেয় বাংলা শিল্পকর্মকে বাংলাদেশ ব্যাংক রূপার স্মারক মুদ্রায় প্রকাশ করেছে ১৯৯৮ সালে। ফ্রিল্যান্স শিল্পী হিসেবে কর্মরত।

SYED ABDULLAH KHALID 1945

MFA, University of Chittagong in 1974. His works include distinctive commissions like the Monument on Liberation War of Bangladesh 'Aparajeyo Bangla', 1973-79, Dhaka University Campus; a 447 sqft. Mural 'Abahaman Bangla' at Bangladesh Television Center, 1974; 'Dolphin'- sculpture for the Bangladesh Naval Academy, Chittagong, 1991 and a terracotta relief on socio-cultural heritage at the Head Office of Bangladesh Bank, 1995-96. Awarded 1st prize in the Second National Sculpture Exhibition at Bangladesh Shilpakala Academy in 1983. Abdullah Khalid has been honoured by the State through issuance of Commemorative Stamp in 1990 and Silver Coin in 1998 on his most notable work, the 'Aparajeyo Bangla'. Presently working as a Freelance Artist.

হামিদুজ্জামান খান ১৯৪৬

বরোদা, ভারতের এম এস বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর, ১৯৭৬। বাংলাদেশ কলেজ অফ আর্টস এন্ড ক্রাফটস থেকে স্নাতক, ১৯৭৭। ভাস্কর্যকলায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন নিউইয়র্কের স্কাল্পচার সেন্টার হতে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে জীবন ভিত্তিক ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ১৯৭৬ লাভ। ২০০৮ সালে ভাস্কর্যকলায় বিশেষ অবদানের জন্য একুশে পদকে ভূষিত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা অনুষদের ভাস্কর্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক ছিলেন।

HAMIDUZZAMAN KHAN 1946

MFA, M S University of Baroda, India, 1976; BFA, Bangladesh College of Arts and Crafts, 1967; Higher Studies in Sculpture, Sculpture Center, New York during 1982-83. Awards: Ekushey Padak for contribution in Sculpture in 2008; Best Award in the Sculpture Exhibition and in the Life Oriented Art Exhibition by Bangladesh Shilpakala Academy, 1976. Worked as the Chairman and Professor, Department of Sculpture, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka.

মতলুব আলী ১৯৪৬

ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফ্টস থেকে ১৯৬৯ সালে বিএফএ এবং ১৯৮৭ সালে এমএফএ ডিগ্রি লাভ। পুরস্কৃত হয়েছেন অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮৫, রেডিও ড্রামা কমপিটিশন অ্যাওয়ার্ড ১৯৬৩। কাজের মাধ্যম: মিশ্ররঙ, তেলরঙ, জলরঙ, অ্যাক্রেলিক। তিন বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডীন হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে চারুকলা অনুষদে ড্রইং পেইন্টিং বিভাগের অধ্যাপক।

MATLUB ALI 1946

Received his Bachelor Degree from College of Arts and Crafts in 1969 and MFA in 1987 from the Institute of Fine Arts, University of Dhaka. Medium of work: oil, acrylic, water colour. Won Agrani Bank Children Literature Award 1985; Radio Drama Competition Award 1966, Zainul Abedin Smriti Parishad Award 2004. He worked for three years as Dean of Faculty of Fine Arts, University of Dhaka. Present Position: Professor, Department of Drawing and Painting, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka.

রেজাউল করিম ১৯৪৬

বিএফএ (ড্রইং এন্ড পেইন্টিং), কলেজ অব আর্টস্ এন্ড ক্রাফ্টস, ১৯৬৮। ১৯৬৮ সালে যোগ দেন বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা এবং পরিচালক (ডিজাইন) হিসেবে অবসরগ্রহণ করেন ২০০৪ সালে। দেশে বিদেশে একক প্রদর্শনীসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। ফ্রিল্যান্স চিত্রশিল্পী হিসেবে ঢাকায় কর্মরত। রেজাউল করিম কবিতা লেখেন। বই প্রকাশিত হয়েছে।

REZAUL KARIM 1946

BFA from the College of Arts and Crafts, University of Dhaka in 1968. He joined Bangladesh Television in 1968 and retired as Director of Design in 2004. He has had many solo exhibitions. He also composes poems and publishes books. Participated in many group show in home and abroad. Presently he is working as a freelance artist.

আবদুস শাকুর শাহ্ ১৯৪৭

অধ্যয়ন করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট, ১৯৭৪ এবং ভারতের বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৭৮। লোকশিল্পের আদলে নিজস্ব শিল্পশৈলী তাঁর চিত্রের বৈশিষ্ট্য। পুরস্কৃত হয়েছেন টোকিওর আকু (ACCU) প্রতিযোগিতায় ১৯৯১, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ২০০২। কাজের মাধ্যম: অ্যাক্রেলিক ও জলরঙ। শিক্ষকতা করেছেন চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্রাফ্ট বিভাগের প্রধান হিসেবে অবসর গ্রহণ করে বর্তমানে ফ্রিল্যান্স শিল্পী হিসেবে ঢাকায় কর্মরত।

ABDUS SHAKOOR SHAH 1947

Studied at the University of Chittagong in 1974 and at M S University of Baroda, India in 1978. Current style of his painting is using style of folk art in a succinct post-modern backdrop Pata painting of Bengal. Notable among Shakoor's awards are the India's Lalitkala Academy Best Prize 1977; ACCU Prize, Tokyo, Japan 1991, the Honourable Mention Award in the 13th National Art Exhibition 1998, Bangladesh Shilpakala Academy 2002. Mostly works in acrylic media. Shakoor was the Chairman of the Department of Crafts, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka. Now he is a fulltime painter.

সৈয়দ আবুল বারক আলভী ১৯৪৭

বিএফএ করেছেন চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৬৮। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত স্নাতকোত্তর গবেষণা সম্পন্ন করেন জাপানের সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। যুক্তরাষ্ট্র হতে প্রিন্টমেকিং-এ প্রশিক্ষণ নেন ১৯৬৭ সালে। পুরস্কৃত হয়েছেন শ্রেষ্ঠ প্রচ্ছদ, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র ১৯৮১ ও অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য (ছবি) পুরস্কার ১৯৯৬। কাজের মাধ্যম: গ্রাফিক্স, ছাপচিত্র, অ্যাক্রেলিক। বর্তমানে ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টস এর প্রিন্টমেকিং বিভাগের অধ্যাপক ও চারুকলা অনুষদের ডীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

SYED ABUL BARAK ALVI 1947

Obtained Bachelor Degree from Govrnment Art College, Dhaka, in 1968; He did his Post Graduate Research in Tsukuba University, Japan during 1983-84. Studied Printmaking in USA in 1967. Received National Book Centre award twice, Agrani Bank Award, 1996 for Book Cover. He hold the post as Chairman and Professor, Department of Printmaking and now the Dean of Faculty of Fine Arts, University of Dhaka.

বীরেন সোম ১৯৪৮

অধ্যয়ন করেছেন ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফ্টস, ঢাকা, ১৯৬৯। পুরস্কার: শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন পুরস্কার ১৯৯৯; অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদক ২০০৪; কবি আবু জাফর ওবায়েদুল্লাহ পুরস্কার- ২০০৭ এবং বেগম ফয়জুন্নেসা স্বর্ণপদক ২০০৭। কাজের মাধ্যম অ্যাক্রেলিক, তেলরঙ, কালি-কলম। দীর্ঘ ৩৫ বছর বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম এ কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে ফ্রিল্যান্স চিত্রশিল্পী।

BIREN SHOME 1948

Obtained his Graduation from Government College of Arts and Crafts, Dhaka in 1969. Notable among his awards are the Shilpacharya Zainul Abedin Award 1999, Atish Dipankar Gold Medal 2004, Poet Abu Zafar Obaidullah Award 2007, Begum Faizunessa Gold Medal 2007. Worked in Bangladesh National Herbarium for 35 years as Chief Artist. Present Position: Freelance Artist.

হাসি চক্রবর্তী ১৯৪৮

বিএফএ করেছেন ১৯৭৩ সালে এবং এমএফএ ডিগ্রি লাভ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯১। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত ইয়ং পেইন্টার্স প্রদর্শনীতে ২য় পুরস্কার ১৯৭৫, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর ২য় ইয়ং পেইন্টার্স প্রদর্শনীতে সকল মাধ্যমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, ১৯৭৯। কাজের মাধ্যম: তেলরঙ, অ্যাক্রেলিক। দীর্ঘকাল শিক্ষকতার পর চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের ড্রইং এন্ড পেইন্টিং বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে নিজের মত ছবি আঁকছেন।

HASHI CHAKRABORTY 1948

Graduated in 1973 and obtained his Masters from the University of Chittagong in 1991. His awards include Honourary Second Prize at the First Young Painters Exhibition organized by the Bangladesh Shilpakala Academy in 1975. Two years later the same Institution conferred him the Best Award for Work in All Media in 1979. He taught in the Government Art College, Chittagong for a long time. Now he is a Freelance Painter.

আবদুস সাত্তার ১৯৪৮

নিউইয়র্কের প্রাট ইনস্টিটিউট হতে স্নাতক এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ। তিনি ১৯৯৭ সালে তার কাজের জন্য পোর্টল্যান্ড আর্ট মিউজিয়াম আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রিন্ট প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হন। এছাড়া ১৯৯৩ সালে মিসরে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ত্রি-বার্ষিক প্রিন্ট প্রতিযোগিতায় এবং ১৯৮১, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৯ সালে যুগোস্লাভিয়ায় দ্বি-বার্ষিক গ্রাফিক আর্ট প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হন। দেশে ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালে সম্মাননা পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ প্রিন্ট এর জন্য ১৯৭৬ ও ১৯৮১ এবং ১৯৮০ সালে স্বর্ণপদক লাভ করেন। বর্তমানে তিনি চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। শিল্পকলা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লেখালেখি করেন।

ABDUS SATTER 1948

Satter's academic career is embellished by MFA from Pratt Institute, New York and post graduate study at Vishwa Bharati Universtiy, Shantiniketan. His achievements earned him international awards at the Portland Art Museum International Prints Exhibition 1997, the First International Triennial for Prints 1993 in Egypt, the International Biennial of Graphic Art 1981, 1985 and 1989 in Yugoslavia. At home he received honourable mention in 1992 and 1994, Best Award for Print in 1976 and 1981 and Gold Medal in 1980. Present Position: Professor, Department of Oriental Art, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka.

মনসুর-উল-করিম ১৯৫০

১৯৭২ সালে চারু ও কারুকলা কলেজ ঢাকা থেকে বিএফএ অর্জনের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ হতে ১৯৭৪ সালে এমএফএ। এশিয়ান দ্বি-বার্ষিক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ১৯৯৩, স্বাধীনতা দিবস চিত্রপ্রদর্শনী পুরস্কার ১৯৭৭ এবং একুশে পদকে ভূষিত হন ২০০৯। কাজ করেন তেলরঙ, অ্যাক্রেলিক, মিশ্র ও জলরঙ মাধ্যমে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক।

MANSUR-UL-KARIM 1950

MFA in 1974 from Department of Fine Arts, Chittagong University. BFA in 1972 from Institute of Fine Arts, University of Dhaka.Won the Ekushey Padak in 2009; Grand Award, 6th Asian Art Biennial 1993, Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka and Swadhinata Dibash Art Exhibition Purashkar 1977, Ministry of Cultural Affairs, Government of Bangladesh. Media of works: oil, acrylic, mixed media, water colour. Present Position: Professor, Institute of Fine Arts, Chittagong University.

শাহাবুদ্দীন আহমেদ ১৯৫০

অধ্যয়ন করেছেন বাংলাদেশ কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফটস, ঢাকা, ১৯৭৩। অস্ত্র হাতে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন ১৯৭১ সালে। প্লাটুন কমান্ডারের দায়িত্বে ছিলেন। উচ্চ শিক্ষার্থে প্যারিসের ইকোল ন্যাশনাল সুপিরিয়র দ্যু-ব্যুয়ে আর্টসে অবস্থান করেন ১৯৭৪ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত। কাজের মাধ্যম: মিশ্র, তেলরঙ, জলরঙ, অ্যাক্রেলিক। শিল্পকলায় অবদানের জন্য ২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে ভূষিত হন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর নবীন শিল্পী শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ১৯৮২, ইউনেস্কো প্যারিস ১৯৮০, শিশুশিল্পী হিসেবে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার ১৯৬৮। বর্তমানে চিত্রশিল্পী হিসেবে ঢাকা ও ফ্রান্সে কর্মরত।

SHAHABUDDIN AHMED 1950

Platoon Commander in the Liberation War of Bangladesh, 1971; Obtained his BFA from the College of Arts and Crafts, Dhaka in 1973; went Paris for higher studies in Fine Arts and studied at Ecole National Superior des Beaux Arts during 1974-81. He was awarded the Independence Day Award 2000, Young Artists Art Exhibition, Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka in 1982, UNESCO Paris in 1980; President's Gold Medal as Best Child Artist, Pakistan in 1968. Presently living and working in Paris and Dhaka since 1974 as a freelance artist.

অলক রায় ১৯৫০

বিএফএ, বাংলাদেশ কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফটস, ঢাকা, ১৯৭৩। এমএফএ করেছেন এম এস বিশ্ববিদ্যালয় বরোদা, ভারত, ১৯৭৮। বেইজিং এর অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ল্যান্ডস্কেপ ভাস্কর্য পুরস্কার ২০০৮। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তৃতীয় ও চতুর্থ এশিয়ান বাইনিয়াল ১৯৮৯, ২০০৫; বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার ৮ম, ৯ম ও ১২তম জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী ১৯৮৭-১৯৯৬ এবং শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৯। বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক।

ALOK ROY 1950

BFA from Bangladesh College of Arts and Crafts, Dhaka in 1973; MFA from M S University Baroda, India in 1978. Awards: Beijing Olympic 2008 Contest Award for Landscape Sculpture; Grand Award, 4th Asian Art Biennial, 1989 and 2005; Honorable Mention, 3rd Asian Art Biennial, 1985; Honorable Mention: 8th, 9th and 12th National Art Exhibition, 1987-1996; Best Sculpture Prize, Young Artists Art Exhibition, Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka, 1979. Professor, Institute of Fine Arts, Chittagong University.

অলকেশ ঘোষ ১৯৫০

অধ্যয়ন করেছেন সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৭২। কর্মরত ছিলেন দৈনিক বাংলা এবং সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকায় ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত। জলরঙ ও প্রতিকৃতি অংকন শিল্পী হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। কাজের মাধ্যম: তেলরঙ, জলরঙ, অ্যাক্রেলিক। বর্তমানে নিজের চিত্রকলা সৃষ্টিতে নিমগ্ন।

ALOKESH GHOSH 1950

Completed his Bachelor Degree in 1972 from the Government Institute of Arts and Crafts, Dhaka. He is widely acclaimed as water colour and portrait painter. Worked in the Daily Dainik Bangla and the Weekly Bichitra during 1973-1994. Present Position: Freelance Artist.

মারুফ আহমেদ ১৯৫১

অধ্যয়ন করেছেন বাংলাদেশ চারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা। ১৯৭৩ সালে সেখান থেকে বিএফএ ডিগ্রি লাভ। জার্মান সরকার ও ঢাকাস্থ গ্যাটে ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে শিল্পকলার উচ্চ শিক্ষার জন্য স্কলারশিপ পান ১৯৭৬ সালে। জার্মানির কোলোন টেকনিক্যাল স্কুল অব আর্ট এন্ড ডিজাইনে থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৮৬ সালে এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৮৮। চিত্রকলায় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর প্রিয় মাধ্যম তেলরঙ ও অ্যাক্রেলিক। ছবি আঁকার পাশাপাশি ৭০ দশকে রেডিও ও টেলিভিশনে খবর পাঠক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, চলচ্চিত্র ও মঞ্চে অভিনয় করেছেন। দীর্ঘদিন জার্মানির বন্-এ বসবাস করছেন।

MARUF AHMED 1951

Received Bachelor of Fine Arts Degree in 1973 from the Bangladesh College of Art and Crafts. His role as a newscaster in Bangladesh Television and Radio and as an actor in film and on stage are noteworthy. He obtained a scholarship from the Government of Germany in Academic Exchange Service and the Goethe Institute, Germany in 1976. He completed higher studies at the Cologne Technical School of Art and Design in 1986 and received his Master degree in painting in 1988 . He has received international recognition and many awards.

কে এম এ কাইয়ুম ১৯৫২

বাংলাদেশ কলেজ অফ আর্টস এন্ড ক্রাফ্টস হতে ১৯৭৩ সালে বিএফএ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৭৫ সালে এমএফএ ডিগ্রি লাভ। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ১৯৭৬, ১৯৮৩, ১৯৮৫, ১৯৯২ এবং ১৯৯৬। ১৯৭৮ হতে শিক্ষকতা করেছেন চট্টগ্রামের গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে। বর্তমানে অবসর নিয়েছেন।

K M A QUAYYUM 1952

Obtained BFA from Bangladesh College of Arts and Craft in 1973 and MFA from Chittagong University in 1975. Won number of awards in home and abroad. Best award in the year 1976, 1983, 1985, 1992 and 1996 for his exhibited paintings from Shilpakala Academy, Bangladesh. He taught for a long period at the Government Art College, Chittagong. Now, he is a freelance painter.

নাজলী লায়লা মনসুর ১৯৫২

অধ্যয়ন করেছেন চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৭৪ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ। ১৯৯২ হতে চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে দীর্ঘদিন শিল্পকলা বিষয়ে শিক্ষকতা করেছেন। নিয়মিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চারুকলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করছেন।

NAZLEE LAILA MANSUR 1952

MFA, University of Chittagong, 1974. Participated in all major Exhibitions at home and abroad. She taught for a long period in the Government Art College, Chittagong. Retired as an Assistant Professor and now devoted to her art works.

তরুণ ঘোষ ১৯৫৩

ভারতের পুনায় অবস্থিত বরোদা মহারাজা সায়াজিরাও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ। পুরস্কৃত হয়েছেন ৮ম এশিয়ান দ্বি-বার্ষিক প্রদর্শনীতে এবং পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ১৯৯৭; ১২তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী থেকেও পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ঢাকায় ডেপুটি কীপার পদে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন।

TARUN GHOSH 1953

Obtained Masters in Fine Arts in Painting from Baroda M S University, Pune, India, 1986. Won the Best Award in 8th Asian Art Biennial, Bangladesh Shilpakala Academy 1997; 12th National Art Exhibition, Bangladesh Shilpakala Academy, 1997. Worked as a Deputy Keeper for a long period in Bangladesh National Museum, Dhaka, Bangladesh.

ফরিদা জামান ১৯৫৩

অধ্যয়ন করেছেন বিএফএ, ১৯৭৪, বাংলাদেশ কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফ্টস ঢাকা; ভারতের বরোদা এম এস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএফএ ডিগ্রি পেয়েছেন ১৯৭৮ সালে; পিএইচ ডি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তি নিকেতন, ১৯৯৫ । পুরস্কৃত হয়েছেন কমেন্ডেসন অ্যাওয়ার্ড, ভারত ট্রায়েন্নিয়াল ১৯৮২, অস্ট্রেলিয়ার সরকারের কালচারাল অ্যাওয়ার্ড, ১৯৮৫, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের শিশুদের বই অঙ্কনের জন্য ১৯৮৬, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সম্মাননা ২০০৯ । কাজের মাধ্যম: তেলরঙ, অ্যাক্রেলিক, জলরঙ । বর্তমানে চারুকলা অনুষদে ড্রইং ও পেইন্টিং বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত ।

FARIDA ZAMAN 1953

Studied at the Government College of Arts and Crafts, Dhaka, BFA in 1974; MFA from the M S University of Baroda, India in 1978; Ph D from Vishwa Bharati University, Santiniketan in 1995. She was awarded the 1st Prize in painting, Baroda, India in 1977. Commendation award in Indian Triennial 1982, Australian Government Cultural Award 1985, National Book Centre Award for Children Book Illustration 1986, Bangladesh Mahila Parisad Award 2009. Present Position: Professor and Chairman, Department of Drawing and Painting, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka.

সৈয়দ ইকবাল ১৯৫৩

ডিপ্লোমা অব ফাইন আর্টস, গ্রাফিক এন্ড আর্ট কলেজ, পাসাডিনা, লস এঞ্জেলস, ইউএসএ, ১৯৮৯-৯০ । এক বছরের কোর্স, এডভান্স মডার্ন পেইন্টিংস, ব্রোনফম্যান আর্ট ইনস্টিটিউট, মন্ট্রিল, কানাডা । এক বছরের এডভার্টাইজিং আর্ট কোর্স, হিন্দুস্থান থমসন ইন্ডিয়া, ১৯৮৪ । বিটপী লিউ বার্নেট, ঢাকাতে সিনিয়র আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে ২৫ বছর কাজ করেছেন । লেআউট আর্টিস্ট ছিলেন লস এঞ্জেলসের হলিউড গ্রাফিক আর্ট সার্ভিসে । জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান দু'বার বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণের জন্যে । উপন্যাস ও গল্প বিভাগে অগ্রণী ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমী পুরস্কার । ২০টি প্রকাশিত ছোট গল্প, উপন্যাস, শিশু-কিশোর সাহিত্যের বই ।

SYED IQBAL 1953

Diploma in Fine Arts, Graphic and Art College, Pasadena, Los Angeles, USA during 1989-90. Completed one year course on Advance Modern Paintings at Bronfman art Institute, Montreal, Canada and one year training course on advertising art at Hindustan Thompson, India in 1984. Worked as a Senior Art Director at Bitopi leo burnett advertising, Dhaka during 1976-2001. Also worked as a Layout Artist at Hollywood Graphic Art Services, Los Angeles, USA. Awards: Book Cover Design and Illustrator Award from Bangladesh National Book Centre, Agrani Bank and Bangladesh Children's Academy Award in novel and stories category. Author of 20 publications including novels and short stories.

মামুন কায়সার ১৯৫৪

এমএফএ, ১৯৮১, প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, বিএফএ, ১৯৭৮, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । পুরস্কার ও সম্মাননা ঃ গ্রাফিক ডিজাইনে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ১৯৭৮ ও ১৯৮২ । শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ইউনেস্কো ট্রেনিং কোর্স, টোকিও, ১৯৯১ । জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের প্রচ্ছদ নকশায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ১৯৯৯ ও ২০০১ । বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত সকল প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ । কায়সার একাধারে শিল্পী, গ্রাফিক ডিজাইনার ও লেখক । বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক পদে কর্মরত ।

MAMUN KAISER 1954

MFA in 1981 (first Class 1st), BFA in 1978, Institute of Fine Arts, University of Dhaka. Honour : Best award in Graphic Design in 1978 and 1982, Best award in the training course by UNESCO in Tokyo in 1991. Best award for book cover designing in 1999 and 2001 by National Book Centre. Participated in all major exhibitions arranged by Bangladesh Shilpakala Academy and other leading private galleries. Artist, Graphic Designer and Author. Present Position: Professor. Department of Graphic Design, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka.

নাসিম আহমেদ নাদভী ১৯৫৪

বাংলাদেশ কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফ্টস থেকে ড্রইং ও পেইন্টিং বিষয়ে ১৯৭৪ সালে স্নাতক এবং জাদুঘর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১৯৮২ সালে এম এস বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদা, ভারত থেকে শিক্ষা লাভ । ১৯৭৩ সালে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম পুরস্কার পান বাংলাদেশ কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফ্টস, ঢাকা এর রজত জয়ন্তীর প্রদর্শনীতে । জাতীয় জাদুঘরের সহকারী কীপারের দায়িত্ব পালন করেন ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত । কাজের মাধ্যম: মিশ্ররঙ, তেলরঙ, জলরঙ, অ্যাক্রেলিক । বর্তমানে সিনিয়র অনুষদ সদস্য, শান্ত মারিয়াম ক্রিয়েটিভ এন্ড টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় ।

NASIM AHMED NADVI 1954

Specialized in Museum Administration and Management, M S University of Baroda, India, 1982; BFA, Drawing and Painting, Bangladesh College of Arts and Crafts, 1974. Won Best Media Award in Painting, Exhibition of Silver Jubilee of Bangladesh College of Arts and Crafts, Dhaka, 1973. Present Position: Senior Faculty Member, Shanto-Mariam University of Creative Technology, Dhaka, Bangladesh.

মোহাম্মদ ইউনুস ১৯৫৪

বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় হতে ১৯৭৮ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। জাপান হতে স্নাতকোত্তর ১৯৮৬ সালে। উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ও সম্মাননার মধ্যে সিং জিং সম্মাননা, সো-রাই সম্মাননা, শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, কোদো চারুকলা প্রদর্শনী, টোকিও, ১৯৮৯; বিমূর্ত চিত্রকলায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক মিনিয়েচার চিত্রকলা ১৯৯১; তৈলচিত্রে জুরি সম্মাননা, চতুর্দশ আন্তর্জাতিক মিনিয়েচার আর্ট কমপিটিশন, মন্টানা, ইউএসএ ১৯৯২; বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী সম্মাননা, ১৬তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী, ঢাকা, ২০০৪। স্বাধীনতা স্তম্ভের ম্যুরালের অন্যতম শিল্পী। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক পদে কর্মরত।

MOHAMMAD EUNUS 1954

After graduating from the Bangladesh College of Arts and Crafts in 1978 he received master degree from Japan in 1986, Awards notable among are the Shin Jin Award; Sho Rei Award; Grand prize, Kodo Art Show, Tokyo in 1989, Best Award in Abstract Painting, 6th International Miniature Art Show, Georgia, USA in 1991; Jury Award for oil painting. 14th International Miniature Art Competition, Montana, USA, 1992; Bangladesh Shilpakala Academy Award in the 16th National Art Exhibition, Dhaka, 2004. Co-artist of the Mural of Swadhinata Stambha at Suhrawardy Uddyan. Eunus is a Professor at the Faculty of Fine Arts, University of Dhaka.

জামাল আহমেদ ১৯৫৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে স্নাতক এবং জাপানের সুকোবা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমএফএ ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়াও পোল্যান্ড হতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যারোলিনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা ও নকশা বিভাগের একজন পরিদর্শক অধ্যাপক। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র সহ এ পর্যন্ত ৪১টি একক চিত্রপ্রদর্শনী করেছেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা অনুষদে অধ্যাপক পদে কর্মরত।

JAMAL AHMED 1955

Graduated from the Institute of Fine Arts, University of Dhaka, Bangladesh and got MFA degree from Tsukoba University, Japan. His education also includes training in Poland and research in oil painting in Japan. He was a visiting teacher in the Art and Design Department at the North Carolina State University and Visiting Artist in Residence, USA. He has had 41 solo exhibitions both in Japan and USA. Presently a Professor at the Institute of Fine Arts, University of Dhaka, Bangladesh.

নাসরীন বেগম ১৯৫৬

অধ্যয়ন করেছেন বাংলাদেশ কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফ্টস, ঢাকা, ১৯৭৮ এবং ভারতের বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ছাপচিত্র, এচিং, ১৯৮৩। প্রাচ্যকলায় চিত্রকর্ম, শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, ১৯৭৭ ও ১৯৭৮। চারুকলার চিত্র প্রদর্শনীতে চিত্রকর্মের জন্য স্বর্ণপদক, জয়নুল আবেদিন স্মৃতি পুরস্কার ১৯৭৯। কাজের মাধ্যম: মিশ্র রঙ, জলরঙ, অ্যাক্রেলিক ছাপচিত্র ও এচিং। বর্তমানে অধ্যাপক, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

NASREEN BEGUM 1956

Obtained BFA from Institute of Fine Arts, Dhaka in 1978; MFA in Printmaking, M S University, Baroda, India, 1983. Won Best Award on Oriental painting 1977 and 1978, Grand Zainul Abedin Memorial Award, Gold Medal, Institute of Fine Arts, University of Dhaka, 1979; Best Award, Experimental Oriental Painting, Institute of Fine Arts, Dhaka, 1980. Present Position: Professor, Department of Oriental Art, University of Dhaka.

রণজিৎ দাস ১৯৫৬

অধ্যয়ন করেছেন বাংলাদেশ কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফ্টসে এবং স্নাতকোত্তর, এম এস বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদা, ভারত, ১৯৭৫। পুরস্কার পেয়েছেন আন্তর্জাতিক মিনিয়েচার প্রদর্শনী, ফ্লোরিডা, ১৯৯২, এশিয়ান দ্বি-বার্ষিক প্রদর্শনী ১৯৯৫। টিচার্স ট্রেনিং কলেজে দীর্ঘকাল শিল্পকলা বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন।

RANJIT DAS 1956

BFA from Bangladesh College of Arts and Crafts, Dhaka and MFA, M S University, Baroda, India, 1975. Notable among his awards are the Grand Asian Biennial Award 1995 and Best Award in oil painting 1988, Bangladesh Shilpakala Academy, Prize in International Miniature Art Exhibition, Florida, 1992.

রোকেয়া সুলতানা ১৯৫৮

বাংলাদেশ কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফ্টস থেকে ১৯৮০ সালে স্নাতক ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৮৩ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ। পুরস্কার ও সম্মাননা: ৩য় ভারত ভবন দ্বি-বার্ষিক ছাপচিত্রে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ১৯৯৫; বাংলাদেশ শিল্পকলার এশিয়া দ্বি-বার্ষিক প্রদর্শনীতে বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার ১৯৯৯; বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার, ১৫তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী ২০০২; অনন্যা শীর্ষ দশ পদক ২০০১। রোকেয়া সুলতানা ফরাসি সরকারের একটি বৃত্তি লাভ করেন ২০০৩ সালে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে ছাপচিত্র বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। অ্যাক্রেলিক, তেলরঙ মাধ্যমে ও ছাপচিত্রসহ নিয়মিত ছবি আঁকেন।

ROKEYA SULTANA 1958

Graduated from the Bangladesh College of Arts and Crafts 1980 and received the master degree in printmaking from Vishwa Bharati University, Santiniketan, 1983. Notable among her awards are Grand prize in the 3rd Bharat Bhaban Biennial 1995; Asian Art Biennial 1999; Bangladesh Charushilpi Sangsad Biennial Award 2000; *Ananya Shirsha Dosh* Award 2001, and the Bangladesh Shilpakala Academy Award in the 15th National Art Exhibition 2002. She availed a French Government Scholarship at L'Atelier Le Couriere et Frelaut in 2003. Rokeya is now a member of the Faculty of Fine Arts, University of Dhaka.

শামসুদ্দোহা ১৯৫৮

অধ্যয়ন করেছেন ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস, ঢাকা, ১৯৮০। পুরস্কৃত হয়েছেন ১৬ ও ১৭তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী থেকে গ্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন ২০০৫ ও ২০০৭ সালে। শিল্পী এস এম সুলতান পুরস্কার ১৯৯৯ লাভ। কাজের মাধ্যম: তেলরঙ, অ্যাক্রেলিক। বর্তমানে চিত্রশিল্পী হিসেবে ঢাকায় কর্মরত।

SHAMSUDDOHA 1958

Completed his bachelor degree in 1980 in Drawing and Painting from Institute of Fine Arts, University of Dhaka. Works in oil and acrylic media. Won Grand Award in the 17th National Art Exhibition at Bangladesh Shilpakala Academy in 2007, Grand Award in the 16th National Art Exhibition at Bangladesh Shilpakala Academy in 2005, Dhaka, Bangladesh.

খালিদ মাহমুদ মিঠু ১৯৬০

অধ্যয়ন করেছেন ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস, ঢাকা, ১৯৮৬। পুরস্কৃত হয়েছেন ১৬তম জাতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনীতে, আরব বাংলাদেশ ব্যাংক পদক-২০০৬, এক্সেলেন্ট অ্যাওয়ার্ড, জাপান ২০০৫, অলমিডিয়া বেস্ট জাজেস চয়েজ অ্যাওয়ার্ড, ফ্লোরিডা যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭। খালিদ মাহমুদ-একাধারে চিত্রশিল্পী, আলোকচিত্রী ও চলচ্চিত্র নির্মাতা। চলচ্চিত্র নির্মাণেও পুরস্কার পেয়েছেন। শ্রেষ্ঠ পরিচালক, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, ভ্যানকুভার, কানাডা ২০১০। শ্রেষ্ঠ পরিচালক, SRFF ইউএসএ ২০১০ ও WIFF ইউএসএ ২০১০ এবং শ্রেষ্ঠ পরিচালক, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১০। বর্তমানে চিত্রশিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে কর্মরত।

KHALID MAHMOOD MITHU 1960

Obtained his MFA from the Institute of Fine Arts, 1986 Won: Arab Bangladesh Bank Award, 16th National Art Exhibition 2006, organized by Bangladesh Shilpakala Academy. Best Film Director, International Film Festival, Vancouver, Canada 2010, SRFF USA 2010 and WIFF California, USA. Best Film Director, National Film Award 2010. Presently working as a Freelance Painter and Film Director.

শেখ আফজাল হোসেন ১৯৬০

ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতক ডিগ্রি লাভ ১৯৮৪ সালে এবং জাপানের সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৯৩ সাল। পুরস্কৃত হয়েছেন: শ্রেষ্ঠ ক্লাস ওয়ার্ক, ১৯৮১-১৯৮২, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা; শ্রেষ্ঠ পেইন্টিং, ১৯৮০-১৯৮৩, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত জাপান সরকারের মনবুশো বৃত্তি লাভ। বাংলাদেশ নবীন শিল্পী প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ১৯৯৪; সম্মাননা পুরস্কার, ১১তম জাতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনী ১৯৯৬; সোরেই সো, নিকিকাই কেন্দ্রীয় জাদুঘর, টোকিও, জাপান ১৯৯৪। বর্তমানে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও নিয়মিত ছবি আঁকেন।

SHEIKH AFZAL HOSSAIN 1960

BFA in 1984 from Institute of Fine Arts, University of Dhaka and MFA in 1993 from the University of Tsukuba, Japan. Won the Best prize for Class Works during 1981-1982, Best painting 1986, Institute of Fine Arts, University of Dhaka; Best Award, Shilpakala Art Gallery, Dhaka, 1983, Monbusho Scholarship from Japan Government during 1989-1993; Best painting, Young Artists Exhibition, Shilpakala Academy, Dhaka 1994; Honourable Mention, 11th National Art Exhibition, Shilpakala Academy, Dhaka, 1996; Shorei Sho, Nikikai Central Museum, Tokyo, Japan in 1994. Present Position: Professor, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka.

দিলারা বেগম জলি ১৯৬০

অধ্যয়ন করেছেন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, চট্টগ্রাম, ১৯৮১, ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪। ছাপচিত্র নির্মাণে পোস্ট ডিপ্লোমা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত, ১৯৯১। পুরস্কৃত হয়েছেন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ চট্টগ্রাম, ১৯৮০, জয়নুল আবেদিন পুরস্কার, গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, চট্টগ্রাম, ১৯৮১; বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ১৯৯৬। কাজের মাধ্যম: অ্যাক্রেলিক, ছাপচিত্র, গ্রাফিক্স। নিরলসভাবে চিত্রকলা চর্চায় নিমগ্ন।

DILARA BEGUM JOLLY 1960

Graduated from Government Arts College, Chittagong in 1981 and MFA from the Institute of Fine Arts, University of Dhaka ; Post Diploma in Printmaking from Vishwa Bharati University, Santiniketan, India, 1991. Awarded all Media Best Award, Government Art College, Chittagong in 1980, Honourable Mention in 12th and 15th National Art Exhibition, Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka 1996 and 2002 respectively. Presently working as a freelance artist.

ওয়াকিলুর রহমান ১৯৬১

অধ্যয়ন করেছেন বাংলাদেশ কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফটস, ঢাকা, ১৯৭৬-১৯৮১; সেন্ট্রাল একাডেমী অব ফাইন আর্টস, পিকিং, চীন, ১৯৮৪-১৯৮৬ এবং জার্মানির নুস্তে বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬। পুরস্কার পেয়েছেন টরেন্টো আন্তর্জাতিক বার্ষিক মিনিয়েচার আর্ট প্রতিযোগিতায় ১৯৮৯, ১৯৯৫ সালে নরওয়েতে এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, ১৯৯৬। বর্তমানে ঢাকায় এবং জার্মানিতে চিত্রশিল্পী হিসেবে কর্মরত।

WAKILUR RAHMAN 1961

Studied at the Bangladesh College of Dhaka Arts and Crafts during 1976-1981, Central Academy of Fine Arts, Peking, China during 1984-1986, and University of Kunste, Berlin in 1996. Awarded in Toronto International Annual Miniature Competition 1989 and from Norway in 1995. Best Award 1996, Bangladesh Shilpakala Academy. Presently working as a Freelance Artist in Berlin and in Dhaka.

মো. মনিরুজ্জামান ১৯৬২

অধ্যয়ন করেছেন ড্রইং পেইন্টিং বিভাগ, ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস, ঢাকা। পুরস্কৃত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতিসংঘ কেন্দ্র পুরস্কার ২০০৩। এডাব এর উন্মুক্ত চিত্র প্রদর্শনী পুরস্কার ১৯৮৯। তৃতীয় ডাকটিকিট নকশা প্রতিযোগিতা, জাপান ১৯৯২। কাজের মাধ্যম: মিশ্রমাধ্যম, তেলরঙ, জলরঙ, অ্যাক্রেলিক। বর্তমানে চিত্রশিল্পী হিসেবে ঢাকায় কর্মরত এবং 'চিত্রক' আর্ট গ্যালারীর পরিচালক।

MD. MANIRUZZAMAN 1962

MFA, Department of Drawing and Painting, Institute of Fine Arts, University of Dhaka, Bangladesh.
Won Bangladesh United Nations Centre's Award 2003; ADAB's Open Art Exhibition 1989 ; International Award in Third Postage Stamp Design Contest organized by the Ministry of Posts and Telecommunications, Japan, 1992. Quamrul Hassan Smrity Award 1993; Award of Burger Open Art Exhibition 1996. Present Position: Director, Chitrak Art Gallery.

কনক চাঁপা চাকমা ১৯৬৩

অধ্যয়ন করেছেন বাংলাদেশ কলেজ অব ফাইন আর্টস, ১৯৮৬। ফেলোশিপ পেয়েছেন পেন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩-৯৪। আধুনিক চিত্রকলায় দ্বিতীয় পুরস্কার, আন্তর্জাতিক মিনিয়েচার আর্ট প্রতিযোগিতা, ফ্লোরিডা, ইউএসএ, ২০০১। উজবেকিস্তানে তাসখন্দ দ্বি-বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনী ২০০৩-এ পুরস্কার ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্মৃতি পুরস্কার ২০০৩। কাজ করেন অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে এবং চিত্রের বিষয়ে গুরুত্ব পেয়েছে আদিবাসীদের জীবন বৈচিত্র্য।

KANAK CHANPA CHAKMA 1963

Kanak received her master degree from the Institute of Fine Arts, University of Dhaka in 1986. She received a Fellowship at the Penn State University during 1993-94. Notable among her awards are the 2nd prize in Modern Painting, International Miniature Art Contest, Florida, USA, 2001. Diploma Award at the Tashkent Biennial in Uzbekistan 2003 and the Shilpacharya Zainul Abedin Memorial Award 2003. She is a freelance painter.

সাঈদ খন্দকার ১৯৬৩

বিএফএ (ড্রইং এন্ড পেইন্টিং), চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩। স্থাপত্য কলায় স্নাতক, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ২০০৯। অর্জন করেছেন শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মিনিয়েচার চিত্রপ্রদর্শনী, ঢাকা, ১৯৯৭; 'আমি পৃথিবী দেখি' পুরস্কার, মস্কো, ১৯৮০। ১ম পুরস্কার, নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী, কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউট, লন্ডন ১৯৭৭, ১৯৭৯। ভারতের দিল্লীতে ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ১০ বার শংকর আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানে স্থপতি ও পরামর্শক।

SAYEED KHANDOKER 1963

BFA (Drawing and Painting), Institute of Fine Arts, University of Dhaka, 1983. Bachelor of Architecture from State University of Bangladesh, Dhaka, 2009. Awards included Miniature Art Award 1997; 'I see the World' Award, Moscow, 1980. Young Artist Award, Commonwealth Institute, London 1977, 1979. Shankar's International Award, New Delhi, India, 1973-1978. Present Position: Consultant Architect.

মো.আমিরুল মোমেনীন চৌধুরী ১৯৬৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএফএ এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত হতে স্নাতকোত্তর ও পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল ১৯৯২। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

MD. AMIRUL MOMANIN CHOWDHURY 1964

BFA in printmaking from University of Dhaka, MFA in graphics and Ph D in History of Arts from Rabindra Bharati University of India. Chancellor's Gold medal from Rabindra Bharati University, India in 1992. Participated in all major Exhibitions within the country. He has received international recognition and many awards. Presently Professor at the Department of Fine Arts, University of Rajshahi.

গৌতম চক্রবর্তী ১৯৬৫

বিএফএ, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২। ১১তম নবীন শিল্পী চিত্রপ্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সম্মাননা পুরস্কার ১৯৯৬। বর্তমানে ফ্রিল্যান্স চিত্রশিল্পী ও পরিচালক, গ্যালারী কায়া, উত্তরা ঢাকা।

GOUTAM CHAKRABORTY 1965

BFA, Institute of Fine Arts, Universtiy of Dhaka, Bangladesh, 1992. Awards: Honourable Mention, 11th Young Artists Art Exhibition, Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka, 1996. Present Position: Freelance painter and Director, Gallery Kaya, Uttara, Dhaka.

মোহাম্মদ ইকবাল ১৯৬৭

টোকিও চারুকলা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০১০ সালে চারুকলায় পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। আইচি বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান থেকে স্নাতকোত্তর ২০০৩ সালে এবং ড্রইং ও পেইন্টিং বিষয়ে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএফএ করেছেন ১৯৮৯ সালে। উল্লেখযোগ্য সম্মাননার মধ্যে আছে নমুরা পুরস্কার, জাপান ২০১০; নবীন শিল্পী চিত্রকলা পুরস্কার ১৯৯৪, ১৯৯৮। বিশেষ সম্মাননা একাদশ জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ১৯৯৩; ওসাকা ট্রাইনিয়াল বিশেষ পুরস্কার, ১৯৯৩ ; চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পেইন্টিং এ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ১৯৯০, ১৯৯১। বর্তমানে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর পেইন্টিং বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত।

MOHAMMAD IQBAL 1967

Ph D in Fine arts, Oil Painting, Tokyo University of the Arts, 2010; M. Ed in Fine Arts (Painting), Aichi University of Education, Japan, 2003; MFA (Drawing and Painting), Institute of Fine Arts, University of Dhaka, Bangladesh, 1989. Awards: Nomura Award (Grand Prize), Tokyo University of the Arts, Japan, 2010; Grand Prize, Young Artist Award 1998, 1994 and Honourable Mention Award, 11th National Art Exhibition, Bangladesh Shilpakala Academy; Special Prize in the International Triennial Competition of Painting, Osaka Triennial 1993; Best Award in Experimental Oil Painting, Annual Art Exhibition, Institute of Fine Arts, University of Dhaka, 1990 and 1991. Present Position: Assistant Professor, Department of Drawing and Painting, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka, Bangladesh.

রব্বনী শামীম ১৯৬৯

চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএফএ ও এমএফএ। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারতসহ দেশে ৫টি একক প্রদর্শনী ও ৪০টি যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ। পুরস্কার: শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, এক্সপেরিমেন্টাল চিত্র, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৫; শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, ইউএন চার্টার ৫০তম বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ১৯৯৬। বর্তমানে সহকারী অধ্যাপক শান্ত মারিয়াম ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

RABBANI SHAMIM 1969

Studied BFA, MFA from the Institute of Arts and Crafts, University of Dhaka. Exhibited Paintings: 5 Solos and 40 Group Shows in the home country and abroad: USA, China and India. Awarded Best Prize for Experimental Painting, Institute of Fine Arts, University of Dhaka, 1995. Best Prize for 50th Anniversary of the UN Charter Exhibition organized by Bangladesh Shilpakala Academy, 1996. Now Assistant Professor, Fine and Performing Arts, Shanto-Mariam Universtiy of Creative Technology, Dhaka.

তাসাদ্দুক হোসেন দুলু ১৯৭০

১৯৯৩ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টস বিভাগ থেকে এমএফএ ডিগ্রি লাভ। প্রদর্শনী: ১৯৯৩ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ৬টি একক প্রদর্শনী এবং দেশে বিদেশে ১২টি গ্রুপ প্রদর্শনী পুরস্কার, স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে সমকালীন চট্টগ্রাম ১৯৯৫ সম্মাননা পুরস্কার ১৯৯৮; সম্মাননা পুরস্কার, ১২তম জাতীয় নবীন শিল্পী প্রদর্শনী, শিল্পকলা একাডেমী ১৯৯৮; বার্জার ৫ম নবীন শিল্পী প্রতিযোগিতা ২০০০। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ১৪তম জাতীয় নবীন শিল্পী প্রদর্শনী শিল্পকলা একাডেমী ২০০২। বর্তমানে নিয়মিত ছবি আঁকেন এবং কোডেক (CODEC)-এ অন্যতম কর্মকর্তা।

TASADDUK HOSSAIN DULU 1970

MFA in 1993 from Departement of Fine Arts, University of Chittagong. Exhibition: 6 solo exhibitions and participeted 12 group shows in the home country and abroad. Awarded : Honourable Mention Award 1998 in Silver Jubilee of Independence from Samakalin Chattragram 1995, Chittagong; Honourable Mention Award at 12th National Young Artists Art Exhibition 2000; Award Winner (2nd), 5th BERGER Young Painters' Award, Dhaka. Best Media Award in Painting at 13th National Young Artists Art Exhibition, Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka, 2002. 14th Young Artists Award 2002, Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka.

শাহজাহান আহমেদ বিকাশ ১৯৭২

ড্রইং ও পেইন্টিং-এ ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৪ ও ১৯৯৬ এ যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৫তম তরুণ শিল্পী চিত্র প্রদর্শনীতে সম্মাননা পুরস্কার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ২০০৪ এবং বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক ২০০০ ও ২০০১ সালে লাভ করেন। বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, চারুকলা অনুষদ, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ, ঢাকা।

SHAHJAHAN AHMED BIKASH 1972

Studied and obtained BFA in 1994 and MFA in 1996 from Faculty of Fine Arts, University of Dhaka. Won the Charushilpi Samannay Parishad Award 2008; Honourable Mention, 15th Young Artists Art Exhibition, Bangladesh Shilpakala Academy 2004; Bangabandhu Gold Medal, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka in Bangabandhu Birth Memorial Exhibition 2000 and 2001. Present Position: Associate Professor and Chairman, Faculty of Fine Arts, University of Development Alternative, Dhaka.

মো. আনিসুজ্জামান ১৯৭২

ছাপচিত্রে ২০০৮ সালে এমএফএ ডিগ্রি লাভ করেন টোকিওর তামা চারুকলা বিশ্ববিদ্যালয়ে; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হতে ছাপচিত্র বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এমএফএ ডিগ্রি লাভ ১৯৯৭ সালে এবং একই বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে বিএফএ ডিগ্রি লাভ করেন চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৩ সালে। তাঁর পাওয়া পুরস্কার ও সম্মাননার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৮ তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার ২০০৯; ১৩তম এশিয়ান দ্বি-বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ২০০৮। বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার, ৮ম ভারত ভবন আন্তর্জাতিক দ্বি-বার্ষিক ছাপচিত্র, ভুপাল, ভারত ২০০৮; তিনি ১৯৯৬-৯৮ সালে ভারত সরকারের স্কলারশিপ এবং ২০০৪-২০০৮ সালে জাপান সরকারের মনবুকাগাকুসো স্কলারশিপ লাভ করেন। বর্তমানে চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাপচিত্র বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত।

MD. ANISUZZAMAN 1972

MFA in Printmaking, Tama Art University, Tokyo, Japan 2008; Research in woodblock print, Tama Art University, Tokyo, 2006; MFA in Printmaking, (First Class 1st Position), Rabindra Bharati University, Kolkata, India, 1997; BFA in Printmaking, First Class 1st Position, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka, Bangladesh, 1993, Awards and Scholarships: Honourable Mention Award, 18th National Art Exhibition, Bangladesh Shilpakala Academy, Dhaka, 2009; Grand Prize in 13th Asian Art Biennial, Dhaka, 2008; Honourable Mention Award, 8th Bharat Bhaban International Biennial of Print Art, Bhopal, India, 2008; Honourable Mention Award, Monbukagakusho Scholarship from Japan Government during 2004-08 and Indian Government Scholarship for studying MFA during 1996-98. Present Position: Assistant Professor, Department of Printmaking, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka, Bangladesh.

মাকসুদা ইকবাল নীপা ১৯৭৫

চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৬ সালে বিএফএ ডিগ্রি লাভ করেন। তৈলচিত্র বিষয়ে ২০০২ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত স্নাতকোত্তর গবেষণা এবং ২০০৪ সালে আইচি বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান থেকে এমএফএ ডিগ্রি লাভ। চারুকলা ইনস্টিটিউটের বার্ষিক প্রদর্শনীতে তৈলচিত্রে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ১৯৯৭। পুরস্কৃত হয়েছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, ডাইকো ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ ২০০৩। কাজ করেন অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে।

MAKSUDA IQBAL NIPA 1975

Obtained her BFA in 1996 from the Institute of Fine Arts, University of Dhaka. Post Graduate Research during 2002-03 and obtained MFA in Fine Arts in 2004 from Aichi University, Japan. She was awarded the best prize for Oil Painting, Institute of Fine Arts, Dhaka in 1997; Daiko Foundation Scholarship in 2003; Honourable Mention Award in 16th Young Artists Exhibition 2008, Bangladesh Shilpakala Academy.

শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান ১৯৭৬

চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০১ সালে বিএফএ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, ভারত থেকে ২০০৪ সালে এমএফএ ডিগ্রি লাভ। পুরস্কার: ছাপচিত্রে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, ১৫তম ও ১৬তম নবীন শিল্পী চিত্র প্রদর্শনী, শিল্পকলা একাডেমী, বাংলাদেশ ২০০৪ ও ২০০৮। এলিজাবেথ গ্রীনশিল্ডস পুরস্কার, কানাডা ২০০৯। বর্তমানে সহকারী অধ্যাপক, ছাপচিত্র বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

SHEIKH MOHAMMAD ROKONUZZAMAN 1976

BFA in 2001 from Institute of Fine Arts, University of Dhaka and MFA in 2004 from Vishwa Bharati University, Shantiniketan. Prize : Best Award in Printmaking at 15th and 16th Young Artists Art Exhibition, Shilpakala Academy, Bangladesh 2004, 2008. Elizabeth Greenshields Award, Canada, 2009. Present Position: Assistant Professor, Department of Printmaking, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka.

বিশ্বজিৎ গোস্বামী ১৯৮১

প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, বিএফএ (সম্মান), চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩। পুরস্কার: শ্রেষ্ঠ পোস্টার ডিজাইন ২০০৫, বাংলাদেশ সরকারের সমবায় বিভাগ। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্কলারশিপ ২০০৮, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নিজের চিন্তাপ্রসূত বোধ নিয়ে ছবি এঁকে চলেছেন।

BISHWAJIT GOSWAMI 1981

BFA (Honours), first Class 1st in Drawing and Painting, Institute of Fine Arts, University of Dhaka in 2003. Best Award for Poster Design, Department of Co-operatives, Government of Bangladesh in 2005. Shilpacharya Zainul Abedin Scholarship, Institute of Fine Arts, University of Dhaka in 2008. Now he is a Freelance Artist.

সংকলক Compiled by

রিয়াজ আহমেদ Reaz Ahmed

●●● বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত চিত্রকর্মের তালিকা

ক্রমিক নং	শিল্পীর নাম	শিরোনাম	সময়কাল	আকার	মাধ্যম
০১	জয়নুল আবেদিন	প্যালেস্টাইন যোদ্ধা	১৯৭০	৩৬ x ২৮ সে.মি.	ড্রইং
০২	কামরুল হাসান	রমণী	১৯৮৬	৬৭ x ৯১ সে.মি.	জলরঙ
০৩	সফিউদ্দিন আহমেদ	দ্যা ক্রাই	১৯৯৬	৭৩ x ৯৬ সে.মি.	তেলরঙ
০৪	মোহাম্মদ কিবরিয়া	তেলরঙ ছবি	১৯৬৮	১০৬ x ১৭০ সে.মি.	তেলরঙ
০৫		পেইন্টিং ভিউ ৯৭	১৯৯৭	৯২ x ৯২ সে.মি.	তেলরঙ
০৬		সূর্যোদয়	১৯৬৮	১০৬ x ১৭০ সে.মি.	তেলরঙ
০৭	আমিনুল ইসলাম	স্বাধীনতা	১৯৯৪	১০৮ x ৯৩ সে.মি.	তেলরঙ
০৮		বর্ণালী	১৯৯৬	৭০ x ৮৮ সে.মি.	জলরঙ
০৯	কাইয়ুম চৌধুরী	জয় বাংলা	১৯৯৬	১২৪ x ১২৪ সে.মি.	তেলরঙ
১০		বিশাল বাংলা	২০০৬	৯৮ x ১২৫ সে.মি.	তেলরঙ
১১		নিসর্গ	২০০৪	৬৪ x ৯৪ সে.মি.	তেলরঙ
১২		নিজেকে খোঁজা-২১	২০১০	৬০ x ৯০ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
১৩		নিজেকে খোঁজা-৬৬	২০১২	৯০ x ৯০ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
১৪	রশীদ চৌধুরী	সোনার তরী	১৯৬৯	৩০২ x ২৬৯ সে.মি.	বুনন
১৫		ইভ	১৯৮৩	৯৪ x ১২১ সে.মি.	বুনন
১৬	আবদুর রাজ্জাক	একটি দৃশ্য	১৯৯৫	৭৭ x ৯৬ সে.মি.	তেলরঙ
১৭	মুর্তজা বশীর	পাখা-২৫	১৯৯৯	৯৮ x ১১৩ সে.মি.	তেলরঙ
১৮		আকাঙ্ক্ষা	১৯৯৭	১২৪ x ৮১ সে.মি.	তেলরঙ
১৯		কালেমা তৈয়বা	২০০২	৪৬ x ৭৬ সে.মি.	তেলরঙ
২০	সৈয়দ জাহাঙ্গীর	বিজিত অশনী	১৯৯৫	১১৮ x ১১৩ সে.মি.	তেলরঙ
২১	কাজী আবদুল বাসেত	গল্পগুজব	১৯৯২	১২২ x ১০৩ সে.মি.	তেলরঙ
২২	দেবদাস চক্রবর্তী	শরৎকাল	১৯৯৬	৯৫ x ১২৫ সে.মি.	তেলরঙ
২৩	মুস্তাফা মনোয়ার	পারাপার	১৯৮৬	৯২ x ৭০ সে.মি.	জলরঙ
২৪	নিতুন কুণ্ডু	চিত্র-১	১৯৯৭	১০৯ x ১৫৬ সে.মি.	তেলরঙ
২৫		কম্পোজিশন	১৯৯৬	৯৪ x ১২৫ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
২৬	শামসুল ইসলাম নিজামী	ডায়নার প্রতি নিবেদন	১৯৯৭	১০৮ x ৯২ সে.মি.	তেলরঙ
২৭		অসমাপ্ত-৪	১৯৯২	১২৫ x ১১০ সে.মি.	তেলরঙ
২৮	সমরজিৎ রায় চৌধুরী	সত্য সুখের অন্বেষায়-৩	১৯৯৬	১৭৫ x ১১৩ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
২৯	হাশেম খান	বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ, ১৯৭১- এর ভাষণ	২০১০	২১৪ x ৩৬৬ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৩০		কাক ও বর্ষা	১৯৯৬	১৪১ x ১২০ সে.মি.	তেলরঙ
৩১	আবু তাহের	অলিভার	১৯৯৮	৬৭ x ৫৬ সে.মি.	ছাপচিত্র
৩২	রফিকুন নবী	নদী	১৯৯৭	১৫৭ x ১৫৬ সে.মি.	তেলরঙ
৩৩	মনিরুল ইসলাম	সময়ের স্বাধীনতা	১৯৯৫	৮১ x ৯৮ সে.মি.	এচিং
৩৪	মাহমুদুল হক	স্বপ্ন	২০০২	১২২ x ১৩৫ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৩৫		কম্পোজিশন	১৯৯৭	৭৭ x ৯৫ সে.মি.	তেলরঙ
৩৬	রেজাউল করিম	শিরোনামহীন-১	২০১১	৫০ x ৭০ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৩৭		গণহত্যা-৩	২০১২	৭০ x ৮৬ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৩৮	সৈয়দ আবুল বারক আলভি	প্রকৃতি থেকে	২০১১	৭৬ x ৭৬ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক

ক্রমিক নং	শিল্পীর নাম	শিরোনাম	সময়কাল	আকার	মাধ্যম
৩৯	বীরেন সোম	জয়োল্লাস	২০০৪	১০৩ x ৭৬ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৪০,৪১, ৪২,৪৩		প্রকৃতির ৪টি রূপ	২০১২	৪১ x ৪১ সে.মি. x ৪	অ্যাক্রেলিক
৪৪		গ্রামীণ জীবনের ছায়া	২০১১	৭৬ x ১০৭ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৪৫	মতলুব আলী	এবং লুক্কায়িত বাস্তবতা	১৯৯৫	১০৪ x ২৬৪ সে.মি.	তেলরঙ
৪৬	আবদুস শাকুর শাহ	চিরায়ত	২০০১	৯২ x ৯২ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৪৭	হাসি চক্রবর্তী	জানালা	১৯৯২	৮৭ x ১০২ সে.মি.	তেলরঙ
৪৮	আবদুস সাত্তার	সাত ভাই চম্পা	১৯৯৫	১১৪ x ৮৬ সে.মি.	জলরঙ
৪৯	মনসুর-উল-করিম	উদ্ভব-২৪	১৯৯৩	৯৫ x ১২৮ সে.মি.	তেলরঙ
৫০	শাহাবুদ্দীন আহমেদ	বাংলা ভাষা	১৯৯৭	১৬৬ x ১৩২ সে.মি.	তেলরঙ
৫১	কে এম এ কাইয়ুম	মাছ-১	২০০৭	১১০ x ৯৮ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৫২	মারুফ আহমেদ	শিরোনামহীন	১৯৯৭	১০৭ x ১০৭ সে.মি.	তেলরঙ
৫৩	মামুন কায়সার	কম্পোজিশন	২০১১	৮৩ x ৬৫ সে.মি.	তেলরঙ
৫৪	অলকেশ ঘোষ	নিসর্গ	১৯৯৫	৭৩ x ৯১ সে.মি.	জলরঙ
৫৫	নাজলী লায়লা মনসুর	রিকশায় বিড়াল	২০০৯	৭৫ x ৬০ সে.মি.	তেলরঙ
৫৬	ফরিদা জামান	জাল ও পাখি	২০০৪	৯৩ x ৯৩ সে.মি.	তেলরঙ
৫৭		সুন্দরী সুফিয়া	২০০৯	৯০ x ৯০ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৫৮		জলাভূমি-৮	২০১২	৯০ x ৯০ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৫৯	নাসিম আহমেদ নাদভী	জানালা-৩	২০০৪	১৫২ x ৯০ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৬০	মোহাম্মদ ইউনুস	দগ্ধ-১	২০১২	১৫০ x ১৫০ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৬১	রোকেয়া সুলতানা	কম্পোজিশন	১৯৯৭	১২৮ x ১২৮ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৬২	তরুণ ঘোষ	বেহুলা	১৯৯৬	১৮০ x ১১৮ সে.মি.	তেলরঙ
৬৩	রণজিৎ দাস	বিকৃতি ও ছন্দ-১	২০১২	৯৫ x ১৬৭ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৬৪	জামাল আহমেদ	জাতির পিতা	২০১১	১২২ x ৯১ সে.মি.	মিশ্র মাধ্যম
৬৫	মো. মনিরুজ্জামান	অতীত স্মৃতি	১৯৯৬	১২৮ x ১২৮ সে.মি.	তেলরঙ
৬৬		শীত সকাল	১৯৯৭	৬৮ x ১০৮ সে.মি.	তেলরঙ
৬৭	নাসরীন বেগম	অন্ধকারে আলো	১৯৯৪	৯৪ x ৬৮ সে.মি.	জলরঙ
৬৮	শেখ আফজাল হোসেন	শৈশব	১৯৯৬	১৫৩ x ১২২ সে.মি.	তেলরঙ
৬৯	খালিদ মাহমুদ মিঠু	সাগরের গান	২০১২	৬০ x ৭৬ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৭০	শামসুদ্দোহা	নিসর্গ	১৯৯৭	৬৯ x ১১৪ সে.মি.	তেলরঙ
৭১	ওয়াকিলুর রহমান	জলবয়ান-১০	২০০৬	১৫০ x ২৬৫ সে.মি.	মিশ্র মাধ্যম
৭২	দিলারা বেগম জলি	তাহাদের কথা	২০০৬	৯০ x ১২০ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৭৩	মোঃ আমিরুল মোমেনীন চৌধুরী	নুহাশ এবং অন্যান্য-৫১	২০০৯	১০০ x ৭৫ সে.মি.	রঙিন কাঠ খোদাই
৭৪	কনক চাঁপা চাকমা	রাঙামাটির এক বিকেল	১৯৯৮	৯০ x ১০৪ সে.মি.	তেলরঙ
৭৫		বাঁশনৃত্য	১৯৯৯	১১০ x ১৪৮ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৭৬		অপেক্ষা	১৯৯৮	৯৭ x ১১৩ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৭৭		পাহাড়ী মেয়ে	২০০৬	১৩৭ x ১৩৭ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৭৮		ত্রয়ী	১৯৯৯	৪১ x ৫১ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৭৯		আদিবাসী সুন্দরী	১৯৯৯	৯৬ x ৫৭ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৮০	মোঃ আনিসুজ্জামান	বহুবর্ণিল জটিলতা-৩০	২০১২	১৮০ x ৩৬০ সে.মি.	কাঠ খোদাই ছাপচিত্র
৮১	শাহজাহান আহমেদ বিকাশ	স্বাধীন বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা	২০১২	১১২ x ৭১ সে.মি.	ড্রইং
৮২		জাতির পিতা	২০১২	১১২ x ৭১ সে.মি.	ড্রইং
৮৩	মোহাম্মদ ইকবাল	তোমার মুখোমুখি	২০১২	১১৬ x ১১৬ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৮৪	রফিকুল ইসলাম	প্রকৃতি	১৯৯৭	৬৫ x ৯১ সে.মি.	তেলরঙ
৮৫	মাকসুদা ইকবাল নিপা	স্বর্ণাক্ষর	২০১২	৯১ x ৯১ সে.মি.	তেলরঙ

ক্রমিক নং	শিল্পীর নাম	শিরোনাম	সময়কাল	আকার	মাধ্যম
৮৬	বিশ্বজিৎ গোস্বামী	প্রাণের অন্বেষণে-৯	২০১০	১৫০ x ১৫০ সে.মি.	তেলরঙ
৮৭	মাসুদ চৌধুরী	কিছুক্ষণ	১৯৯৯	৯৩ x ৯৩ সে.মি.	তেলরঙ
৮৮	সাঈদ খন্দকার	আমার দেশ	১৯৯৬	৬৬ x ৮৮ সে.মি.	জলরঙ
৮৯	রোখসানা সাঈদা আক্তার	কম্পোজিশন	১৯৯৮	৬৬ x ৬৫ সে.মি.	তেলরঙ
৯০	সৈয়দ ইকবাল	মাইন্ডস্কেপ-১২	২০১২	৭৬ x ৭৬ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৯১	রব্বানী শামীম	উদ্ভট কল্পনা	২০১০	৫০ x ১০০ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৯২	তাসাদ্দুক হোসেন দুলু	বহির্ভাগ ও অন্তর্ভাগ-১৬	২০১২	৯০ x ৯০ সে.মি.	অ্যাক্রেলিক
৯৩	শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান	নিসর্গ	২০১০	৮৭ x ১১৬ সে.মি.	ছাপচিত্র লিথো

বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত ম্যুরালের তালিকা

ক্রমিক নং	শিল্পীর নাম	শিরোনাম	সময়কাল	আকার	মাধ্যম	অবস্থান
০১	আমিনুল ইসলাম	সম্পদ বৃক্ষ	১৯৬৮	৩৩৬ বর্গফুট	মিশ্র মাধ্যম	ঢাকা
০২	মুর্তজা বশীর	টাকার ক্রমবিকাশ	১৯৬৮	৭৪৯ বর্গফুট	মিশ্র রঙ	ঢাকা
০৩	সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ	বাংলার রূপ	১৯৯৫	৪৮৪ বর্গফুট	পোড়ামাটির ফলক	ঢাকা
০৪	আমিনুল ইসলাম	মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১	১৯৯৬	১২৬৭ বর্গফুট	গ্লেইজড টাইলস	ঢাকা
০৫	হামিদুজ্জামান খান	মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১	১৯৯৬	৩১৬.৪ বর্গফুট	কাঠ, পিতল, তামা ও স্টেইনলেস স্টীল	বগুড়া
০৬	অলক রায়	সমাজ, সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধ	১৯৯৬	৫১৬ বর্গফুট	পোড়ামাটি ও মার্বেল	চট্টগ্রাম
০৭	আবদুর রাজ্জাক	বরেন্দ্র বাংলা	১৯৯৬	২১৬ বর্গফুট	কাঠ, ধাতু ইত্যাদি	রাজশাহী
০৮	কাইয়ুম চৌধুরী	মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় ১৯৭১	১৯৯৮	৪৩১.৭৫ বর্গফুট	রঙিন টাইলস	রাজশাহী
০৯	মুর্তজা বশীর	১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ	১৯৯৬	৮৬৬ বর্গফুট	রঙিন টাইলস	সিলেট
১০	সৈয়দ জাহাঙ্গীর	মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ ও বাংলাদেশ	১৯৯৬	৩২৪ বর্গফুট	টাইলস ও মোজাইক	খুলনা
১১	রফিকুন নবী	নন্দিত উত্তর জনপদ	২০১১	১১৩৪ বর্গফুট	কাঠ ও টাইলস	রংপুর
১২	গৌতম চক্রবর্তী	উন্নয়নের তরঙ্গমালা	২০১১	৪৩০ বর্গফুট	পোড়ামাটির ফলক, গ্লেইজড টাইলস ও ধাতু	রংপুর
১৩	সমরজিৎ রায় চৌধুরী	সমৃদ্ধ বাংলাদেশ	২০১১	৪৬০.২৭ বর্গফুট	কাঠ ও ধাতু	রংপুর
১৪	মুস্তাফা মনোয়ার	মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১	২০১১	৩৩৬ বর্গফুট	টাইলস ও অন্যান্য	বরিশাল
১৫	কাজী রকিব	মহাকাশ	২০০৬	২৭৩ বর্গফুট	কাঁচ ও কাঁচ সম্পর্কিত উপাদান	ঢাকা
১৬	কনক চাঁপা চাকমা	আবহমান দক্ষিণবঙ্গ	২০১১	৪২৭ বর্গফুট	সিরামিক টাইলস এবং পোড়ামাটি	বরিশাল

ভাস্কর্য

শিল্পীর নাম	শিরোনাম	সময়কাল	আকার	মাধ্যম	অবস্থান
হামিদুজ্জামান খান	একতা	২০১১	৩০ ফুট উচ্চতা	স্টেইনলেস স্টীল	ঢাকা

List of Murals in Bangladesh Bank

Sl. No.	Artist Name	Title	Time	Size	Medium	Location
01	Aminul Islam	Tree of Treasures	1968	336 sq.ft.	Mixed Media	Dhaka
02	Murtaja Baseer	Evaluation of Money	1968	749 sq.ft.	Mixed Media	Dhaka
03	Syed Abdullah Khalid	Beauty of Bangladesh	1995	484 sq.ft.	Terracotta Plaque	Dhaka
04	Aminul Islam	Liberation War 1971	1996	1267 sq.ft.	Glazed Tiles	Dhaka
05	Hamiduzzaman Khan	Liberation War 1971	1996	316.4 sq.ft.	Wood, Brass, Copper and Stainless Steel	Bogra
06	Alok Roy	Liberation War and the then society and culture	1996	516 sq.ft.	Terracotta and Marble Dust	Chittagong
07	Abdur Razzaque	BORENDRA BANGLA	1996	216 sq.ft.	Wood, Metals etc.	Rajshahi
08	Qayyum Chowdhury	Liberation War 1971 and the Victory	1998	431.75 sq.ft.	Coloured Tiles	Rajshahi
09	Murtaja Baseer	The Language Movement 1952 and The Liberation War 1971	1996	866 sq.ft.	Coloured Tiles	Sylhet
10	Syed Jahangir	The Liberation War 1971 and Bangladesh	1996	324 sq.ft.	Tiles and Mosaic	Khulna
11	Rafiqun Nabi	The Beautiful North Bengal	2011	1134 sq.ft.	Wood and Tiles	Rangpur
12	Goutam Chakraborty	Waves of Development	2011	430 sq.ft.	Terracota Plaques, Glazed Tiles and Metals	Rangpur
13	Samarjit Roy Choudhury	Affluent Bangladesh	2011	460.27 sq.ft.	Wood and Metals	Rangpur
14	Mustafa Monowar	The Liberation War 1971	2011	336 sq.ft.	Tiles and Others	Barisal
15	Kazi Rakib	Cosmic Vision	2006	273 sq.ft.	Glass with Related Materials	Dhaka
16	Kanak Chanpa Chakma	Beautiful South Bangla	2011	427 sq.ft.	Ceramic Tiles and Terracotta	Barisal

List of Collected Paintings of Bangladesh Bank

Sl. No.	Artist Name	Title	Time	Size	Medium
01	Zainul Abedin	Palestinian Guerilla	1970	36 x 28 cm.	Drawing
02	Quamrul Hassan	Women	1986	67 x 91 cm.	Water colour
03	Shafiuddin Ahmed	The Cry	1996	73 x 96 cm.	Oil colour
04	Mohammad Kibria	Oil Painting	1968	106 x 170 cm.	Oil colour
05		Painting View 97	1997	92 x 92 cm.	Oil colour
06		Sunrise	1968	106 x 170 cm.	Oil colour
07	Aminul Islam	Freedom	1994	108 x 93 cm.	Oil colour
08		Spring	1996	70 x 88 cm.	Water colour
09	Qayyum Chowdhury	JOY BANGLA	1996	124 x 124 cm.	Oil colour
10		BISHAL BANGLA	2006	98 x 125 cm.	Oil colour
11		Landscape	2004	64 x 94 cm.	Oil Colour
12		Quest for self-21	2010	60 x 90 cm.	Acrylic
13		Quest for self- 66	2012	90 x 90 cm.	Acrylic
14	Rashid Choudhury	SONAR TORI	1969	302 x 269 cm.	Tapestry
15		EVE	1983	94 x 121 cm.	Tapestry
16	Abdur Razzaque	A view	1995	77 x 96 cm.	Oil colour

Sl. No.	Artist Name	Title	Time	Size	Medium
17	Murtaja Baseer	Wing-25	1999	98 x 113 cm.	Oil colour
18		Desire	1997	124 x 81 cm.	Oil colour
19		Kalema Tayaba	2002	46 x 76 cm.	Oil colour
20	Syed Jahangir	Defeated Demon	1995	118 x 113 cm.	Oil colour
21	Kazi Abdul Baset	Gossip	1992	122 x 103 cm.	Oil colour
22	Debdas Chakraborty	Autumn	1996	95 x125 cm.	Oil colour
23	Mustafa Monowar	Ferry	1986	92 x 70 cm.	Water colour
24	Nitun Kundu	Painting-1	1997	109 x 156 cm.	Oil Colour
25		Composition	1996	94 x 125 cm.	Acrylic
26	Shamsul Islam Nizami	Homage to Diana	1997	108 x 92 cm.	Oil colour
27		Incomplete-4	1992	125 x 110 cm.	Oil colour
28	Samarjit Roy Choudhury	Desire for Truth and Peace-3	1996	175 x 113 cm.	Acrylic
29	Hashem Khan	Speech of Bongobondhu Sheikh Mujibur Rahman on 7th March, 1971	2010	214 x 366 cm.	Acrylic
30		Crows with Rain	1996	141 x 120 cm.	Oil colour
31	Abu Taher	Oliver	1998	67 x 56 cm.	Print
32	Rafiqun Nabi	River	1997	157 x 156 cm.	Oil colour
33	Monirul Islam	Freedom of Time	1995	81 x 98 cm.	Etching
34	Mahmudul Haque	Dream	2002	122 x 135 cm.	Acrylic
35		Composition	1997	77 x 95 cm.	Oil colour
36	Rezaul Karim	Untitled-1	2011	50 x 70 cm.	Acrylic
37		Genocide-3	2012	70 x 86 cm.	Acrylic
38	Syed Abul Barak Alvi	From the nature	2011	76 x 76 cm.	Acrylic
39	Biren Shome	Chorus of Victory	2004	103 x 76 cm.	Acrylic
40,41, 42,43		4 different faces of nature	2012	41 x 41 cm. x 4	Acrylic
44		Reflection of Pastoral Life	2011	76 x 107 cm.	Acrylic
45	Matlub Ali	and the Camouflage Reality	1995	104 x 264 cm.	Oil colour
46	Abdus Shakoor Shah	Tradition	2001	92 x 92 cm.	Acrylic
47	Hashi Chakraborty	Window	1992	87 x 102 cm.	Oil colour
48	Abdus Satter	Chanmpa with her 7 brothers	1995	114 x 86 cm.	Water colour
49	Mansur-Ul-Karim	Source-24	1993	95 x 128 cm.	Oil colour
50	Shahabuddin Ahmed	BANGLA BHASHA	1997	166 x 132 cm.	Oil colour
51	K M A Quayyum	Fish-1	2007	110 x 98 cm.	Acrylic
52	Maruf Ahmed	Untitled	1997	107 x 107 cm.	Oil colour
53	Mamun Kaiser	Composition	2011	83 x 65 cm.	Oil colour
54	Alokesh Ghosh	Landscape	1995	73 x 91 cm.	Water colour
55	Nazlee Laila Mansur	The Cat on the Rickshaw	2009	75 x 60 cm.	Oil colour
56	Farida Zaman	The net with a bird	2004	93 x 93 cm.	Oil colour
57		Charming Sufia	2009	90 x 90 cm.	Acrylic
58		Marshy Land-8	2012	90 x 90 cm.	Acrylic
59	Nasim Ahmed Nadvi	Window-3	2004	152 x 90 cm.	Acrylic
60	Mohammad Eunus	Burnt-1	2012	150 x 150 cm.	Acrylic

Sl. No.	Artist Name	Title	Time	Size	Medium
61	Rokeya Sultana	Composition	1997	128 x 128 cm.	Acrylic
62	Tarun Ghosh	BEHULA	1996	180 x 118 cm.	Oil colour
63	Ranjit Das	Rhythm and Distortion-1	2012	95 x 167 cm.	Acrylic
64	Jamal Ahmed	Father of the Nation	2011	122 x 91 cm.	Mixed media
65	Md. Maniruzzaman	Past Memory	1996	128 x 128 cm.	Oil colour
66		Winter Morning	1997	68 x 108 cm.	Oil colour
67	Nasreen Begum	Light in the Dark	1994	94 x 68 cm.	Water colour
68	Sheikh Afzal Hossain	Childhood	1996	153 x 122 cm.	Oil colour
69	Khalid Mahmood Mithu	Music of Ocean	2012	60 x 76 cm	Acrylic
70	Shamsuddoha	Landscape	1997	69 x 114 cm.	Oil colour
71	Wakilur Rahman	Waterscript-10	2006	150 x 265 cm.	Mixed Media
72	Dilara Begum Jolly	Their Words	2006	90 x 120 cm.	Acrylic
73	Md. Amirul Momanin Chowdhury	Nuhash and others-51	2009	100 x 75 cm.	Coloured wood cut print
74	Kanak Chanpa Chakma	Afternoon at Rangamati	1998	90 x 104 cm.	Oil colour
75		Bamboo Dance	1999	110 x148 cm.	Acrylic
76		Waiting	1998	97 x 113 cm.	Acrylic
77		Tribal Woman	2006	137 x 137 cm.	Acrylic
78		Three girls	1999	41 x 51 cm.	Acrylic
79		Tribal Beauty	1999	96 x 57 cm.	Acrylic
80	Md. Anisuzzaman	Kaleidoscopic Complexity-30	2012	180 x 360 cm.	Woodcut on paper
81	Shahjahan Ahmed Bikash	Dreamer of Bangladesh	2012	112 x 71 cm.	Drawing
82		Off to prison, but the independence struggle must go on	2012	112 x 71 cm.	Drawing
83	Mohammad Iqbal	Facing you	2012	116 x 116 cm.	Acrylic
84	Rafiqul Islam	From the nature	1997	65 x 91 cm.	Oil colour
85	Maksuda Iqbal Nipa	Gold Scribbles	2012	91 x 91 cm.	Oil colour
86	Bishwajit Goswami	Quest for Soul-9	2010	150 x 150 cm.	Oil colour
87	Masud Chowdhury	Few Moments	1999	93 x 93 cm.	Oil colour
88	Sayeed Khandokar	My Country	1996	66 x 88 cm.	Water colour
89	Rukhsana Saida Akhtar	Composition	1998	66 x 65 cm.	Oil colour
90	Syed Iqbal	Mindscape-12	2012	76 x 76 cm.	Acrylic
91	Rabbani Shamim	Fantasy	2010	50 x 100 cm.	Acrylic
92	Tasadduk Hossain Dulu	Surface and inside the Sarface-16	2012	90 x 90 cm.	Acrylic
93	Sheikh Mohammad Rokonuzzaman	Landscape	2010	87 x 116 cm.	Litho Print

Sculpture

Artist Name	Title	Time	Size	Medium	Location
Hamiduzzaman Khan	Unity	2011	Height 30 ft.	Stainless Steel	Dhaka

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগ্রহটি আমাদের শিল্পকলার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যকেও তুলে ধরেছে।... ১৯৭১ সালে একটি সফল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি আমাদের সৃষ্টিশীলতায় এক বিশাল প্রভাব ফেলে।... প্রত্যক্ষ অথবা প্রতীকী যে ভাবেই ওই ঘটনাবহুল বছরটিকে শিল্পীরা প্রকাশ করে থাকেন না কেন, দেখা গেল অবয়বের একটি পুনরুত্থান ঘটেছে।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

Bangladesh Bank's collection brought together the works of Bangladesh's renowned artists spanning over three decades. This collection exposes the world of our fine arts. We could point out the difference between the first generation painters and those from the second generation and their individual characteristics.

Muntassir Mamoon

বই নকশা : হাশেম খান
Book Design : Hashem Khan